পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের
মাঝে এক অপরূপ
ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 232 Wednesday, 23 July, 2025 ✱ ৩০ বর্ষ, ২৩২ সংখ্যা ✱ ৬ শ্রাবণ ১৪৩২, বুধবার, ২৩ জুলাই ২০২৫ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য- ৩ টাকা

ধনকড় ইস্তফায় উত্তাল সংসদ, বিকাশ বললেন, 'আরএসএসের পরামর্শেই করেছেন'

নয়াদিল্লি, ২২ জুলাইঃ হঠাৎ কেন ইস্তফা? আপাতত দেশের রাজনৈতিক মহলে ঘুরে বেড়াচ্ছে এই প্রশ্নটাই। একটা মানুষ তিনি সারাদিন কাজ করলেন। কিন্তু সন্ধ্যা হতেই হঠাৎ করে শারীরিক অসুস্থতার ইস্যু তুলে ইস্তফা জমা দিলেন। গোটা ব্যাপারটা বিরোধীদের চোখে 'অস্বাভাবিক' ঠেকেছে। যার প্রভাব পড়েছে সংসদেও। মঙ্গলবার দুপুর দু'টো পর্যন্ত মুলতুবি করা হয় সংসদের দুই কক্ষই। নয়াদিল্লি সূত্রে জানা গিয়েছে, জগদীপ ধনকড়ের হঠাৎ ইস্তফা নিয়েই প্রশ্ন তোলে বিরোধী শিবিরের সাংসদরা। আর সেই তর্ক-বিতর্কের কারণে ক্ষণিকের মধ্যে মুলতুবি করা হয় রাজ্যসভা। অন্যদিকে লোকসভায় দেখা যায়, কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান বারংবার বিরোধীদের নিজ আসনে ফিরে যাওয়ার কথা বলছেন। কিন্তু ধনকড়-সহ আরও কয়েকটি ইস্যুতে

অনড় থাকে তারা। সংসদ কক্ষেই আসন ছেড়ে, যুক্তি ছেড়ে নামে প্রতিবাদে। যার উত্তাল পরিস্থিতির মাঝে মুলতুবি করা হয় অধিবেশন। কংগ্রেস সাংসদ রেণুকা চৌধুরীর দাবি, ''উনি তো বেশ লম্বা-চওড়া। ওনার আবার কি শারীরিক সমস্যা হল? আর যদি অসুস্থবোধ করেও থাকেন, এইমস রয়েছে। সেখানে চিকিৎসা করান। এটা আসলে সরকারি রোগ, যা বিজেপির মধ্যে ঘুরে বেড়ায়। এবার সেই রোগে উনিও আক্রান্ত।'' সিপিএমের রাজ্যসভা সাংসদ বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন, ''তিনি এককালে নিজে আরএসএস-এর হয়ে ওকালতি করেছেন। অর্থাৎ তিনি আরএসএস দ্বারাই পরিচালিত। হয়তো ওদের পরামর্শেই করেছেন। এর পিছনে রাজনীতি তো অবশ্যই রয়েছে। আর আরএসএস-এর সঙ্গে একটা বিরোধীতা তো দেখা যাচ্ছেই।''

ভোট পরবর্তী হিংসায় অভিজিৎ সরকার খুনে সিবিআইয়ের কাছে রিপোর্ট চাইল হাইকোর্ট

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ জুলাইঃ ভোট পরবর্তী হিংসা মামলায় এবার সিবিআইয়ের কাছে রিপোর্ট চাইল কলকাতা হাইকোর্ট। ইন্সপেক্টর রত্না সরকার, হোমগার্ড দীপঙ্কর দেবনাথের গ্রেফতারের ঘটনায় এই রিপোর্ট চাওয়া হয়েছে। আগামী শুক্রবারের মধ্যে সিবিআইকে রিপোর্ট জমা দিতে হবে। মঙ্গলবার এই নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ। ওই দিনই ফের এই মামলার শুনানি হবে। সূত্রের খবর, শুনানির আগে গোটা রিপোর্ট দেখার

জন্য হাইকোর্টে আর্জি জানিয়েছিল সিবিআই। তবে রিপোর্টটা দেওয়ার জন্য এক সপ্তাহের সময় চায় সিবিআই। তবে সাতদিন নয়, চারদিনের সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে রাজ্যের শীর্ষ আদালত। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার দিন ঘটে যায় ভয়াবহ কাণ্ড। ২ মে বিকালে কাঁকুড়গাছিতে বিজেপি কর্মী অভিজিৎ সরকারকে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ ওঠে। কলকাতা পুলিশ তদন্ত করলেও তদন্ত প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন ওঠায় শেষ পর্যন্ত সেই মামলা চলে যায় সিবিআইয়ের হাতে। তারপরই পরপর গ্রেফতার। এ মামলায় আগেই বিশেষ সিবিআই আদালতে তীব্র ভর্ৎসনার মুখে পড়েছিল পুলিশ। অভিজিৎ সরকার খুনের ওই মামলায় ৩১ জুলাই অবধি জেল হেফাজত হয়েছে নারকেলডাঙা থানার প্রাক্তন ওসি শুভজিৎ সেন, সাব ইন্সপেক্টর রত্না সরকার ও হোমগার্ড দীপঙ্কর দেবনাথের। ঘটনার পর তদন্ত প্রক্রিয়ায় তথ্য-প্রমাণে লোপাটের চেষ্টার অভিযোগ ওঠে পুলিশের বিরুদ্ধে। সম্প্রতি বিশেষ সিবিআই আদালতের বিচারক পুলিশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছিলেন, ''রক্ষক যদি ভক্ষক হয় তাহলে সমাজ কী করবে!''

'নাম যাচাইয়ের জন্য পুলিশ সুপার-ডিএমদের চিঠি, এটা ভাষা সন্ত্রাস চলছে?'

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ জুলাইঃ দেশের একাধিক রাজ্য বাংলা ভাষাভাষীদের অপমান করা হচ্ছে বলে আগেই গর্জে উঠেছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার তাঁর অভিযোগ, বিজেপি দেশে ভাষা সন্ত্রাস চালাতে চাইছে। সোমবার ২১ জুলাইয়ের মঞ্চ থেকে ভাষা আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন তিনি। মঙ্গলবার নবান্নের সাংবাদিক বৈঠক থেকে গেরুয়া শিবিরকে এই ইস্যুতে ফের আক্রমণ করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ফরেনার্স ট্রাইবুনাল থেকে সরাসরি চিঠি এসে পৌঁছেছে আলিপুরদুয়ারের ফালাকাটায়। এমনটাই জানিয়েছেন মমতা। সাংবাদিকদের অবগত করে তিনি বলেন, ১৯ ও ২৫ জুলাই কোকরাঝাড়ের ট্রাইবুনাল থেকে দু'টি চিঠি পাঠানো হয়েছে এক দম্পতিকে উদ্দেশ্য করে। তাঁদের পরিচয় নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করে হাজিরা দিতে বলা হয়েছে। মঙ্গলবার আরও একটি কেন্দ্রীয় নির্দেশিকা ঘিরে নতুন করে উত্তাল হয়ে উঠেছে রাজ্য রাজনীতি। সেই নিয়েও নবান্ন থেকে সরব হন মুখ্যমন্ত্রী। জানান, ''হরিয়ানা সরকারের তরফ থেকে পশ্চিমবঙ্গের বেশ কয়েকটি জেলার পুলিশ সুপার এবং ডিএমদের চিঠি দেওয়া হয়েছে। তাতে কিছু নাম উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, ওই নামগুলি যাচাই করে জানাতে হবে। ওরা কী বাংলা দখল করতে চাইছে? এখানে কি ভাষা সন্ত্রাস চলছে? এভাবে জেলা বেছে বেছে মানুষদের সঙ্কটে ফেলার চেষ্টা চলছে।'' যে নির্দেশিকার কথা বলা হচ্ছে তাতে উল্লেখ করা হয়েছে - মালদহ, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর, কোচবিহার, উত্তর ২৪ পরগনার মতো সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে ৫২ জনের নাম, ঠিকানা যাচাই করে পাঠাতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী এই নির্দেশকে সরাসরি কটাক্ষ করে বলেন, ''এটা কি ভাষা সন্ত্রাস? এবার তো একেবারে বেছে বেছে করা হচ্ছে। কে কোন জেলার মানুষ, কে কবে এসেছেন - সব যাচাই করে দেশভাগের পরিবেশ তৈরি হচ্ছে। দেশের ভেতরে বিভাজন সৃষ্টি করা হচ্ছে।'' কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে কটাক্ষ করে

তিনি আরও বলেন, ''ডবল ইঞ্জিন সরকার নিজেদের চরকায় তেল দিন। কালী মন্দির ভেঙে দিয়েছেন, ডিটেনশন ক্যাম্পে মানুষকে আটকে রেখেছেন। এভাবে চললে দেশ ভাগ হয়ে যেতে পারে।'' তাঁর হুঁশিয়ারি, ''যদি

প্রশ্ন মুখ্যমন্ত্রী

কেউ ভাবেন এসব করে বাংলায় দিল্লির মতো ক্ষমতায় আসবেন, তাহলে বলব - গতকাল রাজপথে জনবিস্ফোরণ হয়েছে, মানুষ তাঁদের জবাব দিয়েছে। কেউ ভয় পাবেন না, আমাদের কাজ আমরা করব, মানুষের পাশে থাকব।'' এদিন নবান্ন থেকে সাংবাদিক বৈঠক করে সরকারি নতুন প্রকল্পের ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী। তার নাম - আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান। মমতার দাবি, এমন প্রকল্প গোটা দেশে এই প্রথম। ২ আগস্ট থেকে এই প্রকল্পের কাজ শুরু হবে রাজ্যজুড়ে। এর জন্য ৮ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কেমন হবে নতুন কর্মসূচি, সে বিষয়েও বিস্তারিত জানান মমতা। বলেন, ''তিনটে করে বুথ নিয়ে একটা সেন্টার হবে। এক দিন করে ক্যাম্প হবে পাড়ায় পাড়ায়। সমস্যা শোনার পর সেই কাজ করা হবে। সব কাজ হবে অনলাইন মাধ্যমে, স্বচ্ছতা মেনে। মানুষ নিজের সমস্যা নিজে জানাতে পারবেন।'' মুখ্যমন্ত্রী এও জানান, গ্রামের ছোট ছোট সমস্যার কথা শুনবেন সরকারের আধিকারিকরা। আর যে কাজ হবে তার জন্য ১০ লক্ষ করে টাকা দেবে সরকার। ছোট কাজ বলতে কী, সেটাও বুঝিয়ে দেন মমতা। বলেন, ''ছোট ছোট পাড়ায় একটা কলের দরকার, বা অল্প রাস্তার প্রয়োজন, সেসব সমস্যার কথা স্থানীয়রা ওই ক্যাম্পে জানাতে পারেন। তারপর আলোচনা করার পর কীভাবে কী কাজ করা যায়, সেটা করবেন সরকারি আধিকারিকরা।'' এই প্রকল্পের কথা ঘোষণার সময়ই মুখ্যমন্ত্রীর মুখে শোনা যায় 'আত্মনির্ভর ভারত'-এর কথাও। বলেন, ''প্রধানমন্ত্রী বার বার 'আত্মনির্ভর ভারত'-এর কথা বলেছেন, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে কিছু হয়নি।'' একই সঙ্গে রাজ্য সরকারের আগের কিছু প্রকল্প যেমন - দুয়ারে সরকারের প্রসঙ্গ টানেন তিনি। স্পষ্ট দাবি করেন, সরকার যে প্রকল্প চালু করেছিল বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তার কাজ হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী এও জানান, এই প্রকল্পের জন্য রাজ্যব্যাপী একটি টাস্ক ফোর্স গঠন করা হবে, যার নেতৃত্বে থাকবেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। এইসব কাজের জন্য যারা পারদর্শী সেই দফতরের থেকে লোক নিয়েই এই টাস্ক ফোর্স হবে। কোথায় কী কাজ হচ্ছে তা এঁরাই মনিটরিং করবেন বলে জানান তিনি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আশা, এর মাধ্যমে সরকার ৮০ হাজার বুথে পৌঁছে যেতে পারবে। তিনি এও জানান, এই কাজের জন্য দু-মাস সময় ধরা হয়েছে। মাঝে পুজোর সময় কিছুটা বন্ধ থাকবে। তাঁর বার্তা, সরকারের কাছে কাউকে পৌঁছতে হবে না, সরকার তাদের কাছে পৌঁছে যাবে। পরিকল্পনা থেকে রূপায়ণ, সব কাজই শেষ হবে ৬০ দিনের মধ্যে।

৪৮ ঘণ্টায় ঘোর দুর্যোগ বাংলায়, কলকাতার পাশাপাশি ভাসবে ৬ জেলা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ জুলাইঃ শিয়রে নিম্নচাপ। আবারও ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস আলিপুর আবহাওয়া দফতরের। মঙ্গলবারও চার জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়বৃষ্টি হতে পারে। সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে ঘণ্টায় ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার বেগে। বৃহস্পতিবারের মধ্যে উত্তর বঙ্গোপসাগরে নতুন করে একটি নিম্নচাপ অঞ্চল তৈরি হতে পারে। এ ছাড়া, এই মুহূর্তে রাজ্যে বেশ সক্রিয় রয়েছে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু। ফলে বঙ্গোপসাগর থেকে স্থলভাগে প্রচুর জলীয় বাষ্প ঢুকছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং পূর্ব মেদিনীপুরে ভারী বৃষ্টি হতে পারে। এখানে ৭-১১ সেন্টিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টি হতে পারে। বৃহস্পতিবার কলকাতা-সহ দক্ষিণের সব জেলায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। হুগলি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, পুরুলিয়া এবং বাঁকুড়ায় কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে। ৭ থেকে ২০ সেন্টিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টি হতে পারে এই এলাকাগুলোকে। দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলাগুলিতে রয়েছে হলুদ সতর্কতা। শুক্রবার ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া ও পশ্চিম বর্ধমানে।

রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী দফতরকে স্বশাসিত ঘোষণার নির্দেশ নির্বাচন কমিশনের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ জুলাইঃ রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরকে দ্রুত স্বশাসিত দফতর হিসেবে ঘোষণা করার নির্দেশ দিয়েছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। এই বিষয়ে ইতিমধ্যে চিঠি দেওয়া হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থকে। সূত্রের খবর, ইতিমধ্যেই সেই চিঠি এসে পৌঁছেছে নবান্নে। এই নির্দেশে স্পষ্ট হল, মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর আর রাজ্যের অধীনে থাকবে না। এতদিন এই দফতর সংশ্লিষ্ট

রাজ্যের স্বরাষ্ট্র দফতরের অধীনে পরিচালিত হত। কমিশনের বক্তব্য, প্রতিটি রাজ্যের এই বিভাগ স্বাধীন ভাবে পরিচালিত হয়। তাই বাংলার ক্ষেত্রেও এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। সেই প্রেক্ষিতেই এই বিষয়ে চিঠি পাঠানো হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যসচিবকে। বিশেষজ্ঞদের মতে, জাতীয় নির্বাচন কমিশন চাইছে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক রাজ্যের

চিঠি মুখ্যসচিবকে

উপর আর্থিকভাবে নির্ভরশীল না হোন। তাই সেই দফতরকে সতন্ত্র করতেই এই পদক্ষেপ। এই নির্দেশ কার্যকর হলে স্বাধীনভাবে কর্মী নিয়োগের অধিকারও থাকবে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের হাতেই। ওয়াকিবহাল মহলের মতে, ভোটার তালিকায় নিবি। সংশোধনের প্রস্তুতি হিসেবেই এই পদক্ষেপ করছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। ইতিমধ্যে সুপ্রিম কোর্টে নির্বাচন কমিশন জানিয়ে দিয়েছে, আধার, ভোটার আইডি, রেশন কার্ড নাগরিকত্বের প্রমাণ নয়। ফলে এইসব নথি ভোটার তালিকায় নাম থাকার জন্য বাধ্যতামূলক প্রমাণ হতে পারে না। কমিশনের বক্তব্য, দেশের ভোটার তালিকায় নাম থাকার ন্যূনতম যোগ্যতা হচ্ছে তাঁকে ভারতের নাগরিক হতে হবে। যে কারণে কমিশনের কর্তব্য ও দায়িত্ব হচ্ছে, সেই শর্ত পূরণ হচ্ছে কিনা তা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার করা। এদিকে, ভোটার তালিকা সংশোধনের নামে বহু নাম ছাঁটাই করা হচ্ছে। এই অভিযোগের জবাবে কমিশন আদালতকে জানিয়েছে, ভোটার রেজিস্ট্রেশন অফিসার যখন দেখছেন কোনও ব্যক্তির নাম তালিকা থাকার কোনও যোগ্যতা নেই, তখনই তাঁর নাম বাদ যাচ্ছে। এক্ষেত্রে বৈষম্যের কোনও কারণ ঘটছে না। তৃণমূল সহ অন্যান্য বিরোধী দলের অবশ্য অভিযোগ, ঘুরপথে এনআরসির চেষ্টা হচ্ছে। বেছে বেছে বিরোধী ভোটারদের এবং সংখ্যালঘুদের ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার জন্যই এমন পদক্ষেপ নিচ্ছে নির্বাচন কমিশন।

ঢাকায় যুদ্ধবিমান ভেঙ্গে বাড়ছে মৃতের সংখ্যা, ভারত পাঠাল চিকিৎসক দল

ঢাকা ও নয়াদিল্লি, ২২ জুলাইঃ ঢাকার বিদ্যালয়ে যুদ্ধবিমান ভেঙে পড়ে বহু পড়ুয়া নিহত। সোমবার এই দুর্ঘটনার পর থেকে নিহতের সংখ্যা বাড়ছে। বিমান ধসে পড়ার পর বিস্ফোরণে ঝলসে যাওয়া শিশু পড়ুয়াদের অনেকেই আশঙ্কাজনক। কুড়ি জনের বেশি নিহত। বাংলাদেশে পালিত হয়েছে রাষ্ট্রীয় শোক। বিবিসির খবর, ঢাকায় বিশেষজ্ঞ ডাক্তার, নার্স ও সরঞ্জাম পাঠাচ্ছে ভারত সরকার। সোমবার ঢাকার উত্তরা এলাকার মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজে যুদ্ধবিমান বিধ্বস্ত হওয়ার পর বাংলাদেশকে সাহায্যের বার্তা দেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদি। মঙ্গলবার দিল্লিতে ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের সূত্র উদ্ধৃত করে বিবিসি জানিয়েছে, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দল যাচ্ছে ঢাকায়। দু'জন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক যাদের বার্ন ইউনিটে কাজ করার দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা আছে ও নার্সদের একটি ছোট টিম নিয়ে মঙ্গলবার ঢাকায় পৌঁছে যায়। সোমবার বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর একটি যুদ্ধবিমান ভেঙে পড়ে ওই বিদ্যালয়ে। ওই দুর্ঘটনার কিছুক্ষণ পরেই ভারতের বিদেশ সচিব বিক্রম

মিশ্রি বাংলাদেশের বিদেশ সচিবকে ফোন করেন এবং যে কোনও দরকারে ভারত যে সর্বতোভাবে সাহায্য করতে প্রস্তুত, সে কথাও তাকে জানিয়ে দেন। এরপর থেকে ঢাকায় ভারতীয় দূতাবাসের মাধ্যমে দুই সরকারের মধ্যে সারাক্ষণই যোগাযোগ থেকেছে। বিবিসি'র খবর, বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের পক্ষ থেকে দিল্লিকে জানানো হয়েছিল, বেশির ভাগের শরীর পুড়ে গেছে তাই এই দগ্ধ রোগীদের চিকিৎসার জন্য বিশেষজ্ঞ দল, অত্যাধুনিক ওষুধপত্র পেলেই সবচেয়ে সুবিধে হবে। সেই অনুরোধ অনুযায়ী দিল্লিও সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নেয় এবং নার্স-সহ দু'জন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারকে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়। গতবছর রক্তাক্ত গণঅভ্যুত্থানে বাংলাদেশ থেকে ক্ষমতাচ্যুত হন শেখ হাসিনা। তিনি ভারতে আশ্রিত। এর পর থেকে দুই দেশের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক গরম। তবে এই পরিস্থিতিতে ভারতের সাহায্য কূটনৈতিক সম্পর্ক ফের মজবুত করতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

'ধনকড়জি বহু সুযোগ পেয়েছেন', মোদির কথার মধ্যেই কি জগদীপের সঙ্গে মতান্তর ও সংঘাতের ইঙ্গিত

নয়াদিল্লি, ২৩ জুলাইঃ সোমবার রাতে উপ রাষ্ট্রপতি পদ থেকে আচমকাই ইস্তফা দিয়েছেন জগদীপ ধনকড়। স্বাধীন ভারতে যা বেনজির ঘটনা। কেননা এ যাব কোনও উপ রাষ্ট্রপতিই মধ্যমেয়াদে হঠাৎ করে ইস্তফা দেননি। আর এরকম নাটকীয় ঘটনাও ঘটেনি। জগদীপ তাঁর ইস্তফার কারণ হিসাবে জানিয়েছেন যে তাঁর শরীর ভাল যাচ্ছে না। অথচ সেই ইস্তফাপত্র পাঠানোর আগে পর্যন্ত তিনি খুব স্বাভাবিক ভাবেই কাজকর্ম করেছেন। তাই তাঁর শরীর খারাপের যুক্তি অনেকেরই হজম হয়নি। বলতে গেলে কেউই তা সহজ ভাবে নিচ্ছেন না। বরং সন্দেহ আর রহস্যের চাদর যেন মুড়ে ফেলেছে গোটা পর্বকে। জগদীপ ধনকড়ের এই ইস্তফা নিয়ে মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এক্স হ্যান্ডেলে যে পোস্ট করেছেন, তা যেন আরও সন্দেহ বাড়িয়েছে। মাত্র দু লাইনের একটি পোস্টে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, 'শ্রী জগদীপ ধনকড়জি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে থেকে আমাদের দেশের সেবা করার বহু সুযোগ পেয়েছেন, যার মধ্যে ভারতের উপ-রাষ্ট্রপতির পদও রয়েছে। তাঁর সুস্বাস্থ্যের কামনা করি।' মোদি যেভাবে বলেছেন যে 'বহু সুযোহ পেয়েছেন', তাতেই সাউথ ব্লকের সঙ্গে ধনকড়ের সংঘাতের ইঙ্গিত লুকিয়ে রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। সাধারণত এ ধরনের ঘটনায় একটু ব্যক্তিগত সম্পর্কের ছোঁয়া দিয়ে পোস্ট করাটাই দস্তুর। অর্থাৎ ব্যক্তিগত ভাবে ধনকড়ের সঙ্গে মোদির সম্পর্ক কেমন ছিল। যা মোদি করেননি। খুবই সাদামাঠা পোস্ট করেছেন। তা ছাড়া অনেকে মনে করছেন 'বহু সুযোগ পেয়েছেন' বলার মধ্যে এই ভাবটা রয়েছে যে আপনাকে অনেক সুযোগ দেওয়া হয়েছে, এবার আসুন। ধনকড়ের সঙ্গে মোদি তথা সরকারের শীর্ষ নেতৃত্বের বড় কোনও সংঘাত না হলে এ ধরনের কথা আসতে পারে না বলেই তাঁদের মত। আরএসএস-বিজেপির ঘরানার রাজনীতিক ছিলেন না জগদীপ ধনকড়। তাঁর রাজনৈতিক যাত্রা জনতা দল দিয়ে শুরু। পরে কিছু সময় তিনি কংগ্রেসেও ছিলেন। তা ছাড়া চন্দ্রশেখর জমানায় সংসদ বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ছিলেন ধনকড়। এহেন ধনকড় মোদি জমানায় প্রথমে আরএসএসের অনুগামী থিঙ্ক ট্যাঙ্কের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়ান। পরে বিজেপির সঙ্গে। তার পর মোদি-শাহর সৌজন্যে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল পদে নিয়োগ করা হয় তাঁকে। উপ রাষ্ট্রপতি পদের প্রার্থী হিসাবে তাঁকে বেছে নেওয়ার নেপথ্যেও আরএসএসের বিশেষ ভূমিকা ছিল না। সেটাও করেছেন মূলত মোদি-শাহ জুটি। পুরনো ছবি ঘাঁটলে দেখা যাবে, অমিত শাহর নির্দেশেই জগদীপ ধনকড়ের হয়ে দৌত্যে নেমেছিলেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা। পর্যবেক্ষকদের মতে, উপ রাষ্ট্রপতি তথা রাজ্যসভার চেয়ারম্যান পদে হয়তো একজন ইয়েস ম্যান চেয়েছিলেন মোদি-শাহ। হতে পারে ধনকড় নিজের মতো রাজ্যসভা চালাতে যাওয়ার কারণেই সংঘাত তৈরি হয়েছে। গোটা বিষয়টা পুরোপুরি স্পষ্ট না হলেও কিছু যে একটা মতান্তর হয়েছে, তার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত প্রধানমন্ত্রীর পোস্টেও একপ্রকার পরিস্কার।

আধার, ভোটার আইডি, রেশন কার্ড নাগরিকত্বের প্রমাণ নয়, সুপ্রিম কোর্টে নির্বাচন কমিশন

নয়াদিল্লি, ২২ জুলাইঃ আপনাকে যদি বলা হয়, আপনি যে নাগরিক সেই প্রমাণ জমা দিন। স্বাভাবিক নিয়মেই ভারতের নাগরিক হলে ভোটার কার্ড কিংবা নতুন সংযোজন হওয়া আধার কার্ডটা এগিয়ে দেবেন। হাতের কাছে একান্তই কিছু না পেলে রেশন কার্ড এগিয়ে দেবেন। কিন্তু যদি বলা হয়, এই কোনওটাই আপনার পরিচয় পত্র বা নাগরিক প্রমাণের অংশ নয়? এই কথা সুপ্রিম কোর্টে নির্বাচন আগেই বলেছে। তবে সেটা মৌখিক। এবার তারা যুক্তি দিয়ে সেই রেশন-আধার-ভোটার কেন নাগরিকত্বের প্রমাণ নয়, তা বুঝিয়ে দিল। সোমবার দেশের শীর্ষ আদালতে একটি হলফনামা জমা দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। যাতে তারা বলেছে ভোটার তালিকার জন্য সমীক্ষায় আধার-ভোটার-রেশন, কোনওটাই গ্রহণ করা হবে না। এই তিন নথি ব্যবহারে কেন আপত্তি? সেই ব্যাখ্যাও দিয়েছে তারা। গোটা ঘটনার সূত্রপাত ১০ই জুলাই। মহুয়া-সহ বেশ কয়েকটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের কমিশনের বিহারে চালানো সমীক্ষার বিরুদ্ধে করা মামলার ভিত্তিতে শুনানি চলে সুপ্রিম কোর্টে। বিচারপতি সুধাংশু ধুলিয়া এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর বেঞ্চে ওঠে সেই মামলা। সেখানেই কমিশন জানায়, আধার কার্ড পরিচয় প্রমাণ হিসাবে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু অন্য বিষয়ের জন্য তার ব্যবহার সীমীত। আধার কার্ড নাগরিকত্বের প্রমাণ নয়। তবে পরিচয়ের প্রমাণ।

কমিশনের দাবি শোনার পর আদালতের পর্যবেক্ষণ, এই সমীক্ষায় স্থগিতাদেশের কোনও প্রয়োজন নেই। কিন্তু কমিশন আধার, ভোটার ও রেশন কার্ডকে সমীক্ষার নথি হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। অর্থাৎ বিহারে যে সমীক্ষা চালাচ্ছে তারা। সেখানে ১১টি নথির মধ্যে এই আধার-ভোটার-রেশন কার্ডকে রাখার পরামর্শ দেয় আদালত। এই ঘটনা দিন দশেকের মধ্যেই শীর্ষ আদালতে হলফনামা আকারে নিজেদের অবস্থান জানাল কমিশন। তাদের দাবি, সংশোধিত ভোটার তালিকায় নাম তোলার জন্য আধার, ভোটার কিংবা রেশন কার্ড গণ্য হবে না। কিন্তু কেন হবে না? তার ব্যাখ্যায় কমিশন জানিয়েছে, সারা দেশে প্রচুর ভুয়ো রেশন কার্ড রয়েছে। সুতরাং, তার উপর ভিত্তি করে ভোটার তালিকা সংশোধন সম্ভব নয়। আর এই ভুয়ো বা বোগাস রেশন কার্ড তৈরি হয়েছে আধার কার্ডের সহায়তায়। অতএব সেটির বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। এমনকি, ২০২৪ সালের জানুয়ারি মাসের পর থেকে যে আধার কার্ডগুলি দেওয়া হয়েছে, সেখানে এই সংক্রান্ত বিষয়ে স্পষ্ট সতর্কীকরণ রয়েছে বলেও হলফনামায় উল্লেখ করেছে কমিশন। ভোটার কার্ডে তোলা আপত্তির ক্ষেত্রে তাদের যুক্তি, কোনও এক ব্যক্তির এপিক বা ভোটার কার্ড, তার বর্তমান অবস্থার প্রতিচ্ছবি। অর্থাৎ সেই ব্যক্তি কমিশনের চোখে ভোটার। কিন্তু তিনি কীভাবে ভোটার হলেন? বৈধ নাকি অবৈধ পথে? সেই উত্তর ভোটার কার্ড দিতে পারে না। সেহেতু এটিকেও গণ্য করা হবে না। আধার-ভোটার-রেশন সবই যখন 'বাতিল', তা হলে নাগরিকত্বের প্রমাণ কে দেবে? নির্বাচন কমিশন কিন্তু জন্ম শংসাপত্র জোর দিচ্ছে। বিহারে কত ভোটার বাদ যাবে সেই নিয়ে এখনও সম্ভবনাময় নানা সংখ্যা উঠে আসছে। তবে সবটাই সম্ভবনার জায়গায়। বিহার পেরিয়ে এই সমীক্ষা বাংলাতেও হওয়ার কথা। সীমান্ত লাগোয়া রাজ্যে যদি সমস্ত পরিচয়-নথি নাগরিকত্বের প্রমাণ থেকে বাদ যায়, তখন পরিস্থিতি কতটা চিন্তার হতে পারে, তা বলা বাহুল্য।

রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ বেড়েই চলেছে, বাংলায় অবিলম্বে এনআরসি লাগু হোক! হাইকোর্টে মামলা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ জুলাইঃ পশ্চিমবঙ্গে অবিলম্বে জাতীয় নাগরিক পঞ্জি কার্যকর করার দাবিতে কলকাতা হাইকোর্টে দায়ের হল জনস্বার্থ মামলা। মঙ্গলবার বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি স্মিতা দাসের ডিভিশন বেঞ্চ এই মামলা গ্রহণ করেছে। এই মামলা দায়ের হতেই আদালত রাজ্য সরকারের কাছে জানতে চেয়েছে, এর আগে এনআরসি বিষয়ক কোনও মামলা দায়ের হয়েছে কিনা। আর এই মামলাটির শুনানি হতে চলেছে চলতি সপ্তাহের শুক্রবার। মামলাকারীর আইনজীবী ব্রতীন কুমার দে ও প্রদীপ মজুমদারের দাবি, দেশের বিভিন্ন রাজ্য ও প্রতিবেশী দেশ থেকে অনুপ্রবেশকারীরা পশ্চিমবঙ্গে ঢুকছে। বিশেষ করে রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। এর ফলে রাজ্যে আইনশৃঙ্খলার পরিস্থিতির অবনতি ঘটছে বলে অভিযোগ। মহিলাদের নিরাপত্তা, শিশুদের সুরক্ষা ও সমাজে সামগ্রিক স্থিতাবস্থার ওপর এই অনুপ্রবেশের প্রভাব পড়ছে বলে মামলায় দাবি করা হয়েছে। এই সব কারণেই বাংলায় অবিলম্বে এনআরসি চালুর আর্জি জানিয়েছেন মামলাকারী। বিষয়টি নিয়ে রাজনৈতিক বিতর্ক তৈরি হতে পারে বলেই মনে করছেন পর্যবেক্ষকরা।

ভোটার নিরাপদ না হলে, গণতন্ত্রও সুরক্ষিত নয়ঃ মনোজ ঝা

নয়াদিল্লি, ২২ জুলাই ঃ বিহারে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে বিশেষ নিবিড় পর্যালোচনা অনুশীলনের সমালোচনা করলেন আরজেডি সাংসদ মনোজ ঝা। তাঁর কথায়, ভোটার নিরাপদ না হলে, গণতন্ত্রও সুরক্ষিত নয়। বিহারের এসআইআর সম্পর্কে মঙ্গলবার আরজেডি সাংসদ মনোজ ঝা বলেন, গণতন্ত্রে যদি ভোটার নিরাপদ না থাকে, তাহলে গণতন্ত্রও নিরাপদ নয়। মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের উচিত বিষয়টি খতিয়ে দেখা। উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়ের ইস্তফা সম্পর্কে আরজেডি সাংসদ মনোজ ঝা বলেন, সরকার কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তগুলিতে কোনও স্বচ্ছতা নেই। প্রধানমন্ত্রী মোদী এতে কোনও প্রতিক্রিয়া দেননি, এটিও আশ্চর্যজনক।

ঢাকার স্কুলে বিমান ভেঙে মৃত্যু বেড়ে ২৭, চেনা যাচ্ছে না অনেককেই

ঢাকা, ২২ জুলাই ঃঢাকার উত্তরায় মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজের উপর গত সোমবার দুপুরে (স্থানীয় সময়) আচমকাই ভেঙে পড়ে সে দেশের বায়ুসেনার একটি বিমান। ওড়ার ১২ মিনিটের মধ্যেই দুর্ঘটনা ঘটে। মঙ্গলবার সকাল পর্যন্ত দুর্ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ২৭। আহত বহু, চেনাও যাচ্ছে না অনেককেই। মৃত ২৭ জনের মধ্যে দুই জন প্রাপ্তবয়স্ক ছাড়া বাকি সবাই শিশু।প্রাপ্ত বয়স্কদের একজন পাইলট তৌকির ইসলাম ও একজন শিক্ষিকা মাহরীন চৌধুরী। এছাড়া বর্তমানে বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন ৭৮ জন। মঙ্গলবার সকালে জাতীয় বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে এ সব তথ্য জানান স্বাস্থ্য মন্ত্রকের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী অধ্যাপক ডা. সায়েদুর রহমান। এই সময় তার সঙ্গে ছিলেন জাতীয় বার্ন ও প্লাাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের পরিচালক মো. নাসির উদ্দীন।

হরিয়ানার ফরিদাবাদে মৃদু ভূমিকম্প তীব্রতা ৩.২, কম্পন দিল্লিতেও

নয়াদিল্লি, ২২ জুলাই ঃ দিল্লি-এনসিআর-এ ফের ভূমিকম্প। মঙ্গলবার সকাল ৬টা নাগাদ অনুভূত হয় কম্পন। রিখটার স্কেলে মাত্রা ছিল ৩.২। ভূমিকম্পের উপকেঃদ্র ছিল হরিয়ানার ফরিদাবাদ। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলোজি জানিয়েছে, মঙ্গলবার সকাল ৬টা নাগাদ ৩.২ তীব্রতার ভূমিকম্প অনুভূত হয় হরিয়ানার ফরিদাবাদে। ভূপৃষ্ঠের মাত্র ৫ কিলোমিটার গভীরতায় ছিল কেন্দ্রস্থল।ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলোজি আরও জানিয়েছে, ফরিদাবাদ থেকে মাত্র ১৬ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে, গুরুগ্রাম থেকে ২৬ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে এবং আগ্রা থেকে ১৪৬ কিলোমিটার উত্তর ও উত্তর-পূর্বে ছিল ভূমিকম্পের উৎসস্থল। দিল্লি-এনসিআর-এ এদিন কম্পন অনুভূত হয় বলে মনে হয়খবরথেকে।

অবশেষে সফল টেকঅফ, ঘরে ফিরছে কেরলে আটকে থাকা ব্রিটিশ যুদ্ধবিমান

তিরুবনন্তপুরম, ২২ জুলাই ঃ কেরলের তিরুবনন্তপুরম আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এক মাসেরও বেশি সময় ধরে আটকে থাকা ব্রিটিশ নেভির এফ-৩৫ যুদ্ধবিমানটি অবশেষে রওনা হল নিজের দেশের উদ্দেশে। কেরলে জরুরি অবতরণের পরে আটকে পড়েছিল এই ব্রিটিশ যুদ্ধবিমান।গত ১৪ জুন তিরুবনন্তপুরম আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে জরুরি অবতরণ করা ব্রিটিশ নৌবাহিনীর এফ-৩৫ যুদ্ধবিমানটি মঙ্গলবার নিজ দেশের উদ্দেশ্যে উড়ে গিয়েছে। পাঁচ সপ্তাহ ধরে চলে বিমানের মেরামতি। অবশেষে মঙ্গলবার সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ সফল ভাবে টেকঅফ করল যুদ্ধবিমানটি।

কানওয়ার যাত্রা অপমানিত হচ্ছে, ষড়যন্ত্রের অভিযোগ তুলে সরব যোগী আদিত্যনাথ

মেরঠ,২২জুলাইঃমেরঠ শহরের আকাশপথে চক্কর দিচ্ছেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী। নিচে রঙিন জামা-কাপড়ে মেতে থাকা কানওয়ার যাত্রীরা পদযাত্রা করছেন তাণ্ডবী রূপে ভোলেনাথের দর্শনে। হেলিকপ্টার থেকে ভক্তদের উপর ফুল ছড়িয়ে দিচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। এই ভাবময় পরিবেশের মধ্যেই রবিবার মুখ্যমন্ত্রীর কণ্ঠে শোনা গেল এক কঠোর বার্তা-কেউ কেউ ভগবান শিবের এই পবিত্র যাত্রাকে পরিকল্পিতভাবে অপমান করতে চাইছে। শুধু তীব্র উদ্বেগই নয়, এই অপমানের পেছনে একটি সুপরিকল্পিত উদ্দেশ্য আছে বলেই আশঙ্কা প্রকাশ করলেন তিনি।মেরঠে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ বলেন, কিছু ব্যক্তি ক্রমাগত এই কানওয়ার যাত্রার উসাহ, ভক্তি ও মাহাত্ম্যকে আঘাত করার চেষ্টা করছে। বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে এই পবিত্র যাত্রার বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালানো হচ্ছে। ব্যক্তিগত স্তরেও কেউ কেউ ভক্তদের হেয় করতে চাইছে, যাতে তাদের ভাবাবেগে আঘাত করা যায়। মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্য এমন এক সময়ে এল, যখন গোটা পশ্চিম উত্তরপ্রদেশ জুড়ে শিবভক্তদের বিশাল কানওয়ার যাত্রা চলছে। শ্রাবণ মাস জুড়ে এই যাত্রায় অংশ নেন লক্ষ লক্ষ মানুষ। বিশেষ করে হারিদ্বার ও গঙ্গোত্রী থেকে গঙ্গাজল সংগ্রহ করে তা পায়ে হেঁটে নিয়ে যাওয়া হয় স্থানীয় শিবমন্দিরে। এই যাত্রাকে ঘিরে যেমন রয়েছে ধর্মীয় আবেগ, তেমনই প্রশাসনিক দিক থেকেও এই পদযাত্রা অনেকটাই স্পর্শকাতর হয়ে উঠেছে গত কয়েক বছরে।মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কানওয়ার যাত্রা শুধুমাত্র একটি ধর্মীয় পরম্পরা নয়, এটি একটি সামাজিক সংস্কৃতির প্রতিফলন। শিবভক্তদের এই নিষ্ঠা, সংযম ও শৃঙ্খলার মধ্যেই লুকিয়ে আছে ভারতের ধর্মীয় সহনশীলতা ও ঐক্যবদ্ধ সমাজের প্রতিচ্ছবি। অথচ কিছু মানুষ, যারা সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে চায়, তারা গুন্ডাদের ছদ্মবেশে এই যাত্রার সম্মান নষ্ট করার চেষ্টা করছে। আমি সমস্ত কানওয়ার সংঘের কাছে আবেদন জানাচ্ছি, তারা যেন এই ধরনের ষড়যন্ত্রকারীদের মুখোশ খুলে দেয়। সমাজ যাতে জানে কারা এই অপচেষ্টা চালাচ্ছে।এই বক্তৃতার মধ্যেই মুখ্যমন্ত্রী পরিস্কার করে দেন যে, সরকারের তরফে এই যাত্রাকে নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করার জন্য সব ধরনের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। পুলিশ, প্রশাসন, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ও ধর্মীয় সংগঠনগুলির সঙ্গে সমন্বয় করে নিরাপত্তা ও পরিষেবা নিশ্চিত করা হয়েছে। তিনি বলেন, আমার ভালো লাগছে দেখে যে, কানওয়ার যাত্রার মধ্যেও সামাজিক সম্প্রীতির বার্তা পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। ভক্তরা অন্য সম্প্রদায়ের মানুষদের ক্ষেত্রেও সহানুভূতিশীল এবং পরস্পরের প্রতি সম্মান দেখাচ্ছেন। এই শৃঙ্খলা ও ভক্তির মিশেল আমাদের সমাজের জন্য এক অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত।এদিন মুখ্যমন্ত্রী মেরঠ-মুজাফফরনগর সড়ক পরিদর্শন করেন এবং চৌধুরী চরণ সিং কানওয়ার মার্গে আকাশপথে নজরদারি চালান। যাত্রাপথে কোথাও কোনও সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে কিনা, তা জানার চেষ্টা করেন তিনি। প্রশাসনিক কর্তাদের সঙ্গে রোডম্যাপ পর্যালোচনা করেন। পাশাপাশি উৎসবমুখর ভক্তদের সঙ্গে কথা বলেও তাদের অভিজ্ঞতা জানতে চান। হেলিপ্যাডে নামার পর এক সংক্ষিপ্ত সভায় তিনি বলেন, কানওয়ার যাত্রা এখন কেবল উত্তর ভারতে নয়, গোটা দেশের ধর্মীয় আবেগের অংশ হয়ে উঠেছে। এটা শুধুই পদযাত্রা নয়, এটা আত্মশুদ্ধির এক মহাযাত্রা।তবে এই অনাবিল ভক্তিভাবনার মাঝেও মুখ্যমন্ত্রীর গলায় বারবার উদ্বেগের সুরই প্রতিধ্বনিত হয়েছে। কারণ, বিগত কয়েক বছর ধরে সোশ্যাল মিডিয়ায়. কিছু ভিডিও এবং পোস্ট ঘুরতে দেখা যাচ্ছে, যেখানে কানওয়ার যাত্রীদের কার্যকলাপ নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে। কোথাও রাস্তা আটকে রাখা, কোথাও বেপরোয়া বাইক চালানো কিংবা লাউড স্পিকারে উচ্চস্বরে গান বাজানো নিয়ে বিরূপ মন্তব্য করা হয়েছে। এমনকি কিছু ক্ষেত্রে তা সাম্প্রদায়িক উত্তেজনাও সৃষ্টি করেছে। এই প্রেক্ষিতেই যোগী আদিত্যনাথের মন্তব্য অত্যন্ত তাপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন রাজনৈতিক মহলের একাংশ।তবে মুখ্যমন্ত্রী এই যাত্রার অপব্যবহার রুখতে শিবভক্তদের কাছেও আবেদন জানিয়েছেন। তিনি বলেন, আমি সব ভক্তদের অনুরোধ করছি, তাঁরা যেন এই যাত্রার আড়ালে কোনও বিশৃঙ্খলা তৈরি না করেন। অন্য ধর্মাবলম্বীদের সমস্যা, সাধারণ মানুষের অসুবিধাও বোঝার চেষ্টা করুন। এই যাত্রা হোক সংযম ও সহনশীলতার প্রতীক।য়যোগী আদিত্যনাথের এই বক্তব্যের মধ্যেই স্পষ্ট হয়ে যায়, কানওয়ার যাত্রাকে কেন্দ্র করে রাজ্য সরকার যেমন প্রশাসনিকভাবে নজরদারিতে কোনও ত্রুটি রাখছে না, তেমনই ধর্মীয় আবেগের অপব্যবহার ঠেকাতে কড়া অবস্থান নিচ্ছে। এই যাত্রায় যাঁরা সত্যিই নিষ্ঠা ও ভক্তির সঙ্গে অংশ নিচ্ছেন, তাঁদের উৎসাহিত করার পাশাপাশি যারা এই যাত্রার আবরণে কোনও অশান্তি ছড়াতে চাইছে, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার বার্তাও দিয়ে দিল রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান।বিশেষজ্ঞরা বলছেন, কানওয়ার যাত্রা গত কয়েক বছরে শুধুমাত্র ধর্মীয় রীতিতে সীমাবদ্ধ না থেকে অনেকাংশেই সামাজিক এবং রাজনৈতিক চেতনার অংশ হয়ে উঠেছে। এর সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে রাষ্ট্রের আইনশৃঙ্খলা, নাগরিক পরিকাঠামো, ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা এবং এমনকি ধর্মীয় সহাবস্থান প্রসঙ্গও। ঠিক এই সময়েই মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের বক্তব্য একাধিক বার্তা বহন করছে।কেউ কেউ মনে করছেন, যোগীর বক্তব্য কেবলমাত্র সতর্কবার্তা নয়, বরং এটি একটি কৌশলী রাজনৈতিক বার্তাও বটে। কারণ, ২০২৪-এ লোকসভা নির্বাচনের পর এনডিএ সরকার পুনর্গঠনের প্রেক্ষাপটে ধর্মীয় ভাবাবেগ এবং হিন্দু ঐতিহ্যকে পুনরায় রাজনৈতিক আঙিনায় তোলার কৌশল হিসেবে এই ধরনের ধর্মীয় উৎসবের গুরুত্ব অনেকটাই বেড়ে গিয়েছে। কানওয়ার যাত্রার মতো বিশাল অংশগ্রহণমূলক ধর্মীয় কার্যকলাপকে ঘিরে প্রশাসনিক সফলতা তুলে ধরাও বর্তমান সরকারের একটি রাজনৈতিক বার্তা হতে পারে।এই পরিস্থিতিতে আগামী দিনগুলিতে কানওয়ার যাত্রাকে ঘিরে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে কিনা, তা যেমন নজরে থাকবে, তেমনই প্রশাসনের দক্ষ ব্যবস্থাপনাও পর্যালোচনার বিষয় হবে। তবে আপাতত মুখ্যমন্ত্রীর সরাসরি বার্তা-শিবভক্তির এই পবিত্র যাত্রাকে কেউ যেন কুটিল উদ্দেশ্যে ব্যবহারের সুযোগ না পায়। সমাজের সকল স্তরের মানুষ যেন ভগবান শিবের আশীর্বাদ নিয়ে সম্প্রীতির পথে অগ্রসর হন-সেই আহ্বান জানিয়েই শেষ করলেন যোগী আদিত্যনাথ তাঁর রবিবারের বার্তা।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনুকে কটাক্ষ মমতাবালার

কলকাতা, ২২ জুলাই ঃকেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা শান্তনু ঠাকুরের বিরুদ্ধে সোমবার বড়সড় অভিযোগ করলেন তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ ও মতুয়া সম্প্রদায়ের অন্যতম মুখ মমতাবালা ঠাকুর।মমতাবালা কলকাতায় সংবাদমাধ্যমে অভিযোগ করেন, মতুয়াদের নাগরিকত্ব দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে টাকা নিচ্ছেন শান্তনু। পাশাপাশি বিজেপির বিরুদ্ধে মতুয়াদের মধ্যে বিভাজনের রাজনীতি করারও অভিযোগ আনেন তিনি।মমতাবালার কথায়, নাগরিকত্বের নামে টাকা নিচ্ছে বিজেপি। শান্তনু ঠাকুর মতুয়াদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। আমরা বরাবর মতুয়াদের পাশে থেকেছি, পাশে থাকব।''তাঁর অভিযোগ, এনআরসি ও সিএএ-র নাম করে বিজেপি সরকার শুধু বিভ্রান্তি ছড়িয়েছে। বাস্তবে নাগরিকত্ব নয়, মতুয়াদের ভোটকে হাতিয়ার করতেই বারবার নাগরিকত্বের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে বিজেপি।তিনি বলেন, দিদি আমাদের অধিকার ফিরিয়ে দিয়েছেন। বিজেপি কেবল প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, কার্যক্ষেত্রে কিছুই করেনি। শান্তনু ঠাকুর নিজেই আজ মতুয়াদের মধ্যে ফাটল ধরিয়েছেন।''

জাতীয় পতাকা দিবসে শুভেচ্ছা সুকান্ত মজুমদারের

কলকাতা, ২২ জুলাই ঃ জাতীয় পতাকা দিবসে শুভেচ্ছা জানালেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ডঃ সুকান্ত মজুমদার। এর সঙ্গে যুক্ত করেছেন ভারতের তেরঙ্গা পতাকার উদ্ভব ও বিবর্তনের ১ মিনিট ৫ সেকেন্ডের অনুপম ভিডিয়ো।মঙ্গলবার তিনি এক্সবার্তায় লিখেছেন, ২২শে জুলাই ১৯৪৭ সালের এই ঐতিহাসিক দিনে, ভারতীয় সংবিধান পরিষদ গর্বের সাথে ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকাকে ভারতের জাতীয় পতাকা হিসেবে গ্রহণ করে। তিরঙ্গা কেবল একটি পতাকা নয়, তার চেয়েও বেশি কিছু। এটি আমাদের স্বাধীনতা, ঐক্য এবং কোটি কোটি হৃদয়ের স্বপ্নের একটি পবিত্র প্রতীক। আসুন আমরা আমাদের জাতির চেতনাকে অভিবাদন জানাই এবং এটি যে মূল্যবোধের প্রতিনিধিত্ব করে তা সমুন্নত রাখি।' সরে জহাঁসে আচ্ছা'-র মূর্চ্ছণার সঙ্গে ১৯০৬, ১৯০৭, ১৯১৭, ১৯২১,১৯৩১-এর পতাকা এবং অবশেষে ১৯৪৭-এর পতাকা উত্তোলন সুকান্তবাবু যুক্ত করেছেন তাঁর এই বার্তায়।

পহেলগাম হামলা ও সীমান্ত নিরাপত্তা নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর বার্তা দেওয়া নৈতিক কর্তব্যঃগৌরব গগৈ

নয়াদিল্লি,২২ জুলাইঃনয়াদিল্লির রাজনৈতিক উত্তাপে ফের একবার সংসদের বাদল অধিবেশন কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে জাতীয় নিরাপত্তা, ভোটাধিকার এবং সীমান্ত ইস্যুতে। এই আবহেই কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকা নিয়ে তীব্র প্রশ্ন তুলে সরব হলেন কংগ্রেস সাংসদ গৌরব গগৈ। সংসদের অধিবেশন শুরু হওয়ার আগে আয়োজিত সর্বদলীয় বৈঠকে যোগ দিয়ে একাধিক প্রসঙ্গে মুখ খুললেন তিনি। তাঁর দাবি, পহেলগাম হামলা, সীমান্তে পাকিস্তান ও চীনের যৌথ অক্ষ গঠন এবং বিহারে ভোটার তালিকার পরিমার্জনের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সরাসরি বার্তা দেওয়া এখন নৈতিক কর্তব্যের পর্যায়ে পড়ে।গগৈ বলেন, পহেলগাম হামলার মতো একটি স্পর্শকাতর ঘটনায় সংসদের ভিতর থেকে প্রধানমন্ত্রীকে নিজের অবস্থান জানাতে হবে। দেশজুড়ে নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ রয়েছে। শুধু কাশ্মীর নয়, গোটা সীমান্ত জুড়েই অশান্তি ও চক্রান্তের ছবি ফুটে উঠছে। চীন ও পাকিস্তানের মধ্যে সামরিক সহযোগিতা ক্রমেই বাড়ছে, যা ভারতের নিরাপত্তার জন্য গভীর উদ্বেগের বিষয়। সংসদ সেই মঞ্চ যেখানে এই ধরনের গুরুতর বিষয়ের উপর দায়িত্ববান সরকারকে নিজেদের বক্তব্য পেশ করতেই হবে।তিনি আরও বলেন, প্রত্যেক নাগরিকের ভোটাধিকার গণতন্ত্রের ভিত্তি। বিহারে ভোটার তালিকার হঠাৎ রদবদল নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। এই পরিস্থিতিতে দেশের প্রধানমন্ত্রী যদি সংসদের অলিন্দ থেকে সরাসরি দেশবাসীর উদ্দেশে বক্তব্য না রাখেন, তবে সেটি তাঁর নৈতিক কর্তব্য এ।।নোর শামিল। আমরা চাই, তিনি এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সংসদে বক্তব্য রাখুন। সংসদীয় গণতন্ত্রে জনগণের প্রতি জবাবদিহি থাকা উচিত। প্রধানমন্ত্রী সেই দায় এড়িয়ে যেতে পারেন না।এই মন্তব্যের মাধ্যমে গগৈ কার্যত সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করলেন নিরাপত্তা ও নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয়গুলিকে কেন্দ্র করে। সূত্রের খবর, কংগ্রেস বাদল অধিবেশনে এই ইস্যুগুলিকে সামনে রেখেই মোদি সরকারকে কোণঠাসা করার কৌশল নিচ্ছে। বিশেষ করে, 'অপারেশন সিঁদুর' নামে সাম্প্রতিক সামরিক অভিযানের তথ্য স্পষ্ট না হওয়ায় বিরোধীদের মধ্যে ক্ষোভ জমছে। সেইসঙ্গে জম্মু ও কাশ্মীরে পহেলগাম হামলায় সেনার উপর সন্ত্রাসবাদীদের হামলা, এবং তার পেছনে আন্তর্জাতিক শক্তির জড়িত থাকার আশঙ্কাও রাজনৈতিক উত্তাপ বাড়াচ্ছে।কংগ্রেস সাংসদের মন্তব্য ঘিরে বিজেপির পক্ষ থেকে এখনও কোনও প্রতিক্রিয়া না এলেও, রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এই বাদল অধিবেশনে দেশের নিরাপত্তা ও ভোটাধিকারই দুই প্রধান ইস্যু হয়ে উঠবে। এই প্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রী কি সংসদে দাঁড়িয়ে সরাসরি বক্তব্য রাখেন, সেটাই এখন দেখার। গগৈয়ের বক্তব্যে স্পষ্ট যে, বিরোধীরা সংসদের এই অধিবেশনে কোনওরকম আপসের রাস্তা ধরতে রাজি নয়।এদিকে সংসদীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কংগ্রেস ও অন্যান্য বিরোধী দলগুলো একযোগে সরকারের কাছে জবাবদিহির দাবি তুলতে চলেছে। এর মধ্যে আবার বিহারে ভোটার তালিকা পরিমার্জনের অভিযোগ নিয়ে বিরোধীরা নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।সামগ্রিকভাবে গগৈয়ের বক্তব্য স্পষ্ট করে দিল, সংসদ কেবল আইন পাশ করার স্থান নয়, বরং দেশের সামগ্রিক অবস্থান ও ভবিষ্য রূপরেখা জানার গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রও বটে। সেই মঞ্চ থেকেই প্রধানমন্ত্রীকে কথা বলতে হবে, দায় নিতে হবে-এমনই বার্তা দিয়ে গেলেন অসমের এই সাংসদ।

উপরাষ্ট্রপতির ইস্তফা কোনও সাধারণ ঘটনা নয়, সন্দেহ প্রকাশ সঞ্জয় রাউতের

নয়াদিল্লি, ২২ জুলাই ঃ উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়ের ইস্তফা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করলেন উদ্ধব ঠাকরের শিবিরের শিবসেনা নেতা সঞ্জয় রাউত। একইসঙ্গে তিনি বলেছেন, সেপ্টেম্বর কিছু একটা নিশ্চয়ই হবে। সোমবার আচমকাই উপরাষ্ট্রপতি পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন জগদীপ ধনখড়। স্বাস্থ্যের কারণেই তিনি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। চিঠি দিয়ে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে এমনটাই জানিয়েছেন ধনখ।।এ প্রসঙ্গে মঙ্গলবার সঞ্জয় রাউত বলেছেন, পর্দার আড়ালে বিরাট রাজনীতি চলছে এবং শীঘ্রই তা প্রকাশ পাবে। উপরাষ্ট্রপতির পদত্যাগ কোনও সাধারণ ঘটনা নয়। আমি বিশ্বাস করতে প্রস্তুত নই যে, এটি স্বাস্থ্যের কারণে। আমি গত সোমবার তাকে পর্যবেক্ষণ করছিলাম। তিনি ভালো আছেন, সেপ্টেম্বরে অবশ্যই কিছু একটা ঘটবে।

' বিজেপিকে বাংলা থেকে উৎছেদ আন্দোলন'-এর ডাক মমতার

কলকাতা, ২২ জুলাই ঃ বাংলা ভাষার উপরে আঘাত হলে আন্দোলনের জল গড়াবে দিল্লির রাজপথ পর্যন্ত, ২১ জুলাইয়ের মঞ্চ থেকে কেন্দ্রকে হুঁশিয়ারি তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। ২৭ জুলাই থেকে রাজ্যে 'ভাষা আন্দোলন'-এর ডাক দিয়েছেন তিনি।এ দিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্যের সিংহভাগ জুড়েই ছিল বাংলা ভাষার উপর আক্রমণের অভিযোগ। তিনি বলেন, আমরা সব ভাষাকে সম্মান করি। কিন্তু আপনারা বাংলা ভাষার উপরে সন্ত্রাস করছেন কেন? বাংলায় কথা বলার জন্য যদি গ্রেফতার করা হয়, সে ক্ষেত্রে সেই লড়াই দিল্লি পর্যন্ত যাবে। আমি ছেড়ে দেওয়ার লোক নই। তৃণমূল নেত্রী এ দিন সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম আন্দোলন প্রসঙ্গও টানেন। প্রয়োজনে ফের পুরোনো সেই ছন্দেই আন্দোলনে নামবেন তিনি, তা বুঝিয়ে দিয়েছেন। তাঁর দাবি, জাতীয় সঙ্গীত থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নজরুল ইসলাম, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম যে বাংলায় হয়েছে, সেখানকার ভাষার উপর আঘাত এলে তা মানা হবে না, হবে ঘেরাও কর্মসূচি হবে। তৃণমূল নেত্রীর হুঁশিয়ারি, প্রয়োজনে লড়াই যাবে দিল্লিতে। তিনি বলেন, বাংলা ভাষার উপর কেন সন্ত্রাস চলছে? বাংলা স্বাধীনতার জন্য লড়েছে। নবজাগরণ হয়েছে এই বাংলা থেকেই। বাংলার মাটি দুর্বৃত্তদের হতে দেব না। বাংলার মানুষকে যদি বাংলা বলার জন্য বাইরে গ্রেফতার করা হয়, তাহলে এই লড়াই দিল্লিতে হবে। আমি ছাড়ার লোক নই। এই লড়াই আমাদের জিততে হবে।এদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের নেতাদের কর্মসূচি বেঁধে দেন। আগামী ২৬ জুলাইয়ের মধ্যে প্রস্তুতি শেষ করতে হবে। ২৭ জুলাই থেকে নামতে হবে ময়দানে। প্রতি শনিবার ও রবিবার করে প্রতিটি জেলার সমস্ত স্তরের নেতাদের মিটিং-মিছিলের আয়োজনের নির্দেশ দেন তিনি। তাঁর কথায়, এ লড়াই ভাষা বাঁচানোর লড়াই। এ লড়াই আমাদের লড়তে হবে বলে তিনি মনে করেন আজ।

২৩ বছর পর চলতি বছরে দাবার বিশ্বকাপ হবে ভারতে

কলকাতা, ২২ জুলাই ঃ২৩ বছর পর আগামী অক্টোবরে দাবা বিশ্বকাপ হবে ভারতে। তবে ভারতের কোন শহরে বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হবে তা জানায়নি দাবার সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থা ' ফিডে'। ফিডে এ খবর দিয়েছে সোমবার।বিশ্ব দাবার এই আসর হবে ৩০ অক্টোবর থেকে ২৭ নভেম্বর পর্যন্ত। তবে কোন শহরে বিশ্ব দাবার এই আসর বসবে তা ঘোষণা করা হযনি।এবারের বিশ্বকাপে অংশ নেবেন ২০৬ জন প্রতিযোগী। ২০২৬ সালের ক্যান্ডিডেটসের জন্য তিনটে জায়গা ফাঁকা রয়েছে। এই বিশ্বকাপ থেকেই প্রথম তিন জন নির্বাচিত হবেন, আর তাঁরা ক্যান্ডিডেটসে খেলার সুযোগ পাবেন। আর ক্যান্ডিডেটসে যিনি জিতবেন, তিনি পরের বার বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ভারতেরই ডি গুকেশের বিরুদ্ধে খেলবেন।

একুশের মঞ্চে তৃণমূলের তারকা সমাবেশ

কলকাতা, ২২ জুলাই ঃ ২০২৬-এ পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনের আগে এটাই তৃণমূলের শেষ একুশে জুলাই। তাই স্বাভাবিকভাবেই এবারের 'একুশে জুলাই' রাজ্য রাজনীতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিন।একুশে জুলাই মানেই রাজনীতিবিদ ও বিভিন্ন ক্ষেত্রের তারকাদের সমাবেশ। ধর্মতলার মঞ্চে এদিন উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী ও গায়ক ইন্দ্রনীল সেন, কবি সুবোধ সরকার, চিত্রশিল্পী শুভাপ্রসন্ন, ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের কার্যকরী সমিতির সদস্য শান্তিরঞ্জন দাশগুপ্ত, প্রাক্তন ফুটবলার শ্যাম থাপা, প্রশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপেন্দু বিশ্বাস, রহিম নবি প্রমুখ।সভা শুরুর আগে ধর্মতলার মঞ্চে উপস্থিত কর্মী সমর্থকদের উজ্জীবিত করতে সঙ্গীত পরিবেশন করেন সৌমিত্র রায় এবং সুরজি চট্টোপাধ্যায়। ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী তথা গাযক বাবুল সুপ্রিয়ও। প্রতি বারের মতো এবারও ২১শে জুলাইয়ের মঞ্চে উপস্থিত বাংলা বিনোদন জগতের খ্যাতনামারা। অভিনেত্রী তথা সাংসদ সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, রিমঝিম মিত্র, রূপাঞ্জনা মিত্র, সৌমিতৃষা কুণ্ডু, সোমা চক্রবর্তী, সুভদ্রা মুখোপাধ্যায়-সহ ছোট এবং বড় পর্দার অভিনেত্রীরা। ছিলেন ভারত কল, দিগন্ত বাগচী, পরিচালক অরিন্দম শীল প্রমুখ।

উপরাষ্ট্রপতির ইস্তফা আকস্মিক ও দুর্ভাগ্যজনকঃগৌরব গগৈ

নয়াদিল্লি, ২২ জুলাই ঃ উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়ের ইস্তফাকে দুর্ভাগ্যজনক বললেন কংগ্রেস সাংসদ গৌরব গগৈ। মঙ্গলবার সকালে সংসদ ভবন চত্বরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে গৌরব বলেছেন, উপরাষ্ট্রপতির পদত্যাগ আকস্মিক ও দুর্ভাগ্যজনক, কারণ তিনি গত এবং আজ যেভাবে রাজ্যসভার বৈঠকে সভাপতিত্ব করছিলেন, সেই পদ্ধতিতেও তিনি রাজ্যসভায় ব্যবসায়িক উপদেষ্টা কমিটির বৈঠক করেছিলেন। তাই, আমাদের পক্ষ থেকে, আমরা তাঁর সুস্বাস্থ্য কামনা করি।সন্দেহ প্রকাশ করে গৌরব বলেছেন, কিন্তু কোথাও কোথাও মনে হচ্ছে, কেন্দ্রীয় সরকার এবং উপরাষ্ট্রপতির মধ্যে সম্পর্ক আগের মতো নেই। কারণ গতকালের বিএসি বৈঠকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীও উপস্থিত ছিলেন না। এখনও পর্যন্ত, প্রধানমন্ত্রী মোদীর কোনও বিবৃতি আসেনি। আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে স্পষ্টীকরণও চাই যে, তাদের কাছে আগে থেকে তথ্য ছিল কিনা যে উপরাষ্ট্রপতি তার স্বাস্থ্যের কারণে পদত্যাগ করতে চলেছেন এবং যদি তাদের কাছে তথ্য না থাকে, তাহলে এই ধরণের বিভ্রান্তি কেন? আমরা এটি জানতে চাই।

বিজেপি চায় না কেউ ভোট দিক, কটাক্ষ অখিলেশের

নয়াদিল্লি, ২২ জুলাই ঃ বিশেষ নিবিড় সংশোধনের তীব্র বিরোধিতা করলেন সমাজবাদী পার্টির সাংসদ অখিলেশ যাদব। তাঁর কথায়, বিজেপি চায় না কেউ ভোট দিক। মঙ্গলবার সংসদ ভবন চত্বরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অখিলেশ যাদব বলেছেন, বিজেপি চায় না কেউ ভোট দিক। বিহারে একইভাবে, উত্তর প্রদেশে বিজেপি, ভারতের নির্বাচন কমিশন এবং প্রশাসনের সঙ্গে যোগসাজশে, বিপুল সংখ্যক ভোট কেটেছে।পহেলগাম জঙ্গি হামলা প্রসঙ্গ টেনে এনে কেন্দ্রীয় সরকারের সমালোচনা করেন অখিলেশ। তিনি বলেন, আমরা আলোচনার জন্য প্রস্তুত, কিন্তু প্রধানমন্ত্রী যদি (সংসদে) উপস্থিত না থাকেন, তাহলে আমরা কেন বিবৃতি দেব। পুলওয়ামা, পহেলগামের সময় অনেকবার গোয়েন্দা ব্যর্থতা দেখা দিয়েছে। আপনি যদি বিজেপি সরকারের ইতিহাস দেখেন, তাহলে কেবল এখানেই গুলি চালানো হয়েছিল, যেখানে আমরা সবাই দাঁড়িয়ে আছি।উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়ের ইস্তফা বিষযে. সমাজবাদী পার্টির সাংসদ অখিলেশ যাদব বলেছেন, আমরা তথ্য পেয়েছি যে উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড় স্বাস্থ্যগত কারণে পদত্যাগ করেছেন। এটি তাঁর ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত।

রাশিফল

মেষঃআজ আপনার জন্য একটি বিশেষ দিন হবে। আপনার কর্তব্য এবং লক্ষ্যের উপর মনোযোগ দিন, কারণ আপনার পরিকল্পনায় সাফল্যের সম্ভাবনা রয়েছে। এই সময়ে আপনি ইতিবাচকতা এবং শক্তিতে ভরে উঠবেন, যা আপনাকে নতুন সুযোগ খুঁজতে অনুপ্রাণিত করবে। বিবাহের যোগ।

বৃষঃ এমন একটি দিন যেখানে আপনি আরাম করতে সমর্থ হবেন। আপনার পেশীগুলিকে আরাম দিতে তেল দিয়ে আপনার শরীর মালিশ করুন। আজ, আপনার পিতা-মাতার একজন আপনাকে অর্থ সাশ্রয়ের গুরুত্ব সম্পর্কে বক্তৃতা দিতে পারেন। আপনার তাদের খুব মনোযোগ সহকারে শুনতে হবে, অন্যথায় আপনি আসন্ন সময়ে সমস্যার মুখোমুখি হতে পারেন।

মিথুনঃআজ আপনি নতুন প্রকল্পে কাজ করার সুযোগ পেতে পারেন, যা আপনার সৃজনশীলতাকে উৎসাহিত করবে। আর্থিক বিষয়ে সতর্ক থাকুন এবং ব্যয় করার আগে চিন্তা করুন। আপনার স্বাস্থ্যের অবস্থা স্বাভাবিক থাকবে, তবে নিজেকে চাপ থেকে দূরে রাখার কথা মনে রাখবেন। শুভ দিন হবে

কর্কটঃঅন্য লোকজনের সম্ভবত আপনাকে খিটখিটে ও কপট মনে হবে। নিজের সুস্থির স্বভাব ধরে রাখুন। বিবাহের যোগ হবে না।

সিংহঃঘর সাজিয়ে বা সংস্কারের কাজ হাতে নিয়ে, আপনি নিজের বাড়িকে এক নতুন রূপ দিতে চাইবেন। আপনি ফেলে দেওয়া আবর্জনাগুলিকে অসাধারণ কাজে লাগাবেন ও আপনার বাসার পরিবেশ উন্নত করার জন্য দারুণ কিছু শৈল্পিক জিনিস তৈরি করবেন।

কন্যাঃ মন উদার রাখুন এবং আপনার কল্পনাশক্তিকে মুক্তভাবে বইতে দিন। আজকে আপনি সৃজনশীল বোধ করবেন এবং আপনার উদ্ভাবনী ধারণাগুলিকে বাস্তবায়িত করার চেষ্টা করবেন।

তুলাঃআপনার প্রিয়তমের সঙ্গে আনন্দময় মুহূর্তগুলি একটি চাপযুক্ত দিনের জন্য সেরা প্রতিকার। সংসারে শান্তি হবে।

বৃশ্চিকঃসমঝোতা আপনার সম্পর্কে ভালোবাসার মূল চাবিকাঠিটি ধরে রাখতে পারে। আনুগত্য এবং প্রতিশ্রুতিবদ্ধতা আপনাকে আপনার সঙ্গীর আরও কাছাকাছি নিয়ে আসতে পারে। বিবাহের যোগ।

ধনুঃআপনার মনে আজ ধর্মীয় ভাব জাগতে পারে। নরম বাদ্যযন্ত্র শুনলে আপনার মন ঠান্ডা হবে। নিজেকে সময় দিন এবং নির্জনতায় কিছু মুহূর্ত ব্যয় করুন।।

মকরঃ বিদেশ ঘুরে আপনি আপনার জ্ঞান বাড়াতে চান, কিন্তু এখন অবধি ভাগ্য আপনার অনুকূলে ছিল না। উচ্চশিক্ষার জন্য চেষ্টা করার জন্য আজকে একটি ভালো দিন।

কুম্ভঃ আপনি দূরদর্শী এবং সবসময়েই সবকিছু ভালো করার দিকে নিজের শক্তিকে চালিত করতে চান।

মীনঃ কর্মব্যস্ত দিন হওয়া সত্ত্বেও স্বাস্থ্য সুন্দর থাকবে। একজন নিমন্ত্রিত অতিথি আজ আপনার বাড়িতে অপ্রত্যাশিতভাবে পৌঁছে যেতে পারে, যার কারণে আপনি পরের মাসে কেনার কথা ভেবেছিলেন এমন গৃহস্থালি জিনিসগুলিতে আপনার অর্থ ব্যয় করতে পারবেন। পরিবারের সদস্যরা আপনার জীবনে এক বিশেষ স্থান অধিকার করবে। ভালোবাসার অন্যায় দাবীর কাছে মাথা নোয়াবেন না। আপনার সামঞ্জস্যপূর্ণ কঠোর পরিশ্রম আজ সত্যিই ভাল ফল দিতে

আবহাওয়া

দক্ষিণবঙ্গে আবহাওয়ার বিশেষ উন্নতি হওয়ার সম্ভাবনা নেই। বৃষ্টিপাত চলবে দক্ষিণবঙ্গেও। কোনও কোনও জেলায় ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনাও রয়েছে।সোম বার সকালেও আকাশ মেঘলা, বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টিপাত হয়েছে বিভিন্ন জেলায়। এদিন সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৪.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ২.০ ডিগ্রি কম।আগামী বেশ কিছু দিন উত্তরবঙ্গেও ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। আগামী ২৪ ঘণ্টায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে জলপাইগুড়ি, কালিম্পং ও আলিপুরদুয়ার জেলায়। রবি ও সোমবার জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, কালিম্পং ও আলিপুরদুয়ারে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। এর মাঝে সারা সপ্তাহ জুড়েই কমবেশি ঝড়-বৃষ্টি চলবে।

তাপমাত্রা- ৩২ ডিগ্রী সেলসিয়াস। সর্বনির্ম্ম- ২৫ ডিগ্রী সেললিয়াস। আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৯১ শতাংশ এবং ৮২সর্বনিম্ন শতাংশ হয়। বৃষ্টিপাত হয়েছে ১.১ মিলিমিটার পর্যন্ত মনে করা হয়।জোয়ার-সকাল ০৬টা ৫৫মিনিট এবং রাত ১০টা ৫৫মনিট। ভাটা-দুপুর ০৩টা ৫৫মনিট এবং রাত ১১টা ৫৫মনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৫টা ০২মিনিটে এবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ২৪মিনিটে

নিউটাউনের গেস্ট হাউসে এক মহিলার দেহ উদ্ধার, আটক স্বামী

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ জুলাই ঃ পরকীয়ায় জড়িয়েছেন স্ত্রী, এমনটা সন্দেহে বধূকে খুনের অভিযোগ উঠল স্বামীর বিরুদ্ধে। নিউটাউনের গেস্ট হাউসে মিলল দক্ষিণ দিনাজপুরের বধূর দেহ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রবল শোরগোল এলাকায়। ইতিমধ্যেই দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে পুলিশ। আটক করা হয়েছে মৃতার স্বামীকে।

জানা গিয়েছে, মৃতার নাম ইতিকা মণ্ডল। তাঁর স্বামী বিশ্বজিৎ। দক্ষিণ দিনাজপুরের বাসিন্দা তারা। সোমবার নিউটাউনের সাহা মার্কেটের গেস্ট হাউসে ওঠে দম্পতি। মঙ্গলবার সকালে ওই গেস্ট হাউস থেকে ১০০ ডায়াল করা হয়। জানানো হয়, এক মহিলার দেহ উদ্ধার হয়েছে, স্বামী পলাতক। সঙ্গে সঙ্গে যুবকের মোবাইল ট্র্যাক করে পুলিশ। আটক করা হয় বিশ্বজিৎকে। এদিকে গেস্ট হাউস থেকে উদ্ধার করা হয় মহিলার দেহ। তা পাঠানো হয় ময়নাতদন্তের জন্য।

জানা যাচ্ছে, স্ত্রী পরকীয়ায় জড়িয়েছেন বলে সন্দেহ করত বিশ্বজিৎ। তা নিয়েই সোমবার রাতে অশান্তি চরমে ওঠে। অনুমান, তার জেরেই স্ত্রীকে শ্বাসরোধ করে খুন করে গুণধর। যদিও এখনও কীভাবে খুন তা প্রকাশ্যে জানানো হয় নি। পুলিস তদন্ত করছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে এলেই বিষয়টা পরিষ্কার হবে বলে জানিয়েছেন তদন্তকারীরা। এদিকে মহিলার স্বামীকে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে।

বারুইপুরে এটিএমে টাকা তুলতে গিয়ে প্রতারিত এক বৃদ্ধ

দুরন্ত বার্তা,জয়নগর, ২২ জুলাই ঃ এবার এটিএমে টাকা তুলতে গিয়ে প্রতারিত হলেন ৬৮ বছরের এক বৃদ্ধ বারুইপুরে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুর থানার চম্পাহাটিতে এটিএম থেকে টাকা তুলতে গিয়ে প্রতারণার শিকার হলেন ৬৮ বছরের শিবপ্রসাদ চক্রবর্তী। বৃষ্টির দিনে টাকা তুলতে গিয়ে সমস্যা হওয়ায় এক অচেনা যুবক ' নাম করে তাঁর কাছ থেকে কার্ড নিয়ে নেয়। পরে কার্ড বদলে দিয়ে বলে, ' সমস্যা হয়েছে, এখন টাকা উঠবে না।' বৃদ্ধ বুঝতে না পেরে নকল কার্ড নিয়েই বাড়ি ফেরেন। এরপর কয়েক দিনের মধ্যেই তাঁর অ্যাকাউন্ট থেকে একে একে উধাও হয়ে যায় প্রায় এক লক্ষ টাকা। বারুইপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করলেও এখন ও পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করা যায়নি। পুলিশ বলছে, সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। বৃদ্ধের আর্তি-টাকা না-ও ফেরে, অন্তত যেন আর কেউ এমন সর্বনাশের শিকার না হন।আর এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়।

আর জি কর মামলার সাক্ষ্যগ্রহণে বিচারকের ভর্ৎসনা সিবিআইকে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ জুলাই ঃ মঙ্গলবার থেকে শুরু হল আর জি কর দুর্নীতি মামলার বিচারপ্রক্রিয়া। সম্পূর্ণ নথি না নিয়ে যাওয়ার কারণে বিচারক তীব্র ভর্ৎসনা করেন সিবিআইকে। তদন্তকারী অফিসারকে সরাসরি প্রশ্ন করেন, সম্পূর্ণ নথি না নিয়েই আদালতে কেন? ১৪ জুলাই আলিপুরে সিবিআইয়ের বিশেষ আদালতে আর জি কর দুর্নীতি মামলার চার্জগঠন হয়েছে। তাতে নাম রয়েছে প্রাক্তন অধ্যক্ষ সংদীপ ঘোষ-সহ ৫ জনের। জানা গিয়েছে, এদিন সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য আদালতে হাজির হন প্রথম অভিযোগকারী দেবল ঘোষ। সাক্ষ্যগ্রহণ শুরু হয়। আসল অভিযোগপত্র দেখাতে বলা হয় সিবিআইকে। তখন সিবিআইয়ের আইনজীবী আদালতে বলেন, টালা থানায় যে অভিযোগপত্র জমা দিয়েছিলেন দেবল ঘোষ, তা সিবিআইয়ের কাছে নেই। এতেই বিচারকের ক্ষোভের মুখে পড়েন সিবিআইয়ের তদন্তকারী অফিসার ও সিবিআই আইনজীবী। বিচারপতি সাফ বলেন, কাস্টোডিয়াল ট্রায়াল শুরু হয়েছে। এই ধরনের খামখেয়ালিপনা বরদাস্ত করা হবে না। এদিকে আসল অভিযোগপত্র ছাড়াই কীভাবে বিচার প্রক্রিয়া শুরু হল? আদালতে সেই প্রশ্ন তুললেন অভিযুক্ত পক্ষের আইনজীবীরা। একইসঙ্গে তদন্তকারী অফিসারকে কাজে গাফিলতি এবং আদালতকে সঠিকভাবে সহায়তা না করার জন্য সতর্ক করেছেন বিচারক। পুনরায় এই ধরনের ঘটনা ঘটলে তদন্তকারী অফিসারের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বিচারক।

বাদুরিয়ায় রাস্তা সংস্কারের দাবিতে অবরোধ ব্যবসায়ীদের

দুরন্ত বার্তা, বাদুরিয়া, ২২ জুলাই ঃ ২০০৮ সালে বামফ্রন্টের আমলের রাস্তা রাস্তা সংস্কার হয়নি তাই নতুন করে রাস্তা সংস্কার দাবিতে পথ অবরোধ স্থানীয় ব্যবসায়ী ও বাসিন্দাদের । উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার বাদুড়িয়া থানার বাগজোলা বাজারে রাস্তা অবরোধ করেন ব্যবসায়ী থেকে সাধারণ মানুষ । দীর্ঘদিন ধরে বেহাল বাঁশতলা মোড় থেকে জীবনপুর পর্যন্ত এক কিলোমিটার রাস্তা ২০০৮ সাল থেকে খারাপ হয়ে পড়ে রয়েছে । আজও সেই রাস্তা সংস্কার হয়নি দুটি পঞ্চায়েত বাগজোলা ও কলসুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমান্ত হওয়ায় কে প্রশাসনিকভাবে দায়িত্ব নেবে । তা আজও সমাধান না হওয়ার কারণে এই রাস্তা সংস্কার হয়নি । এর ফলে একটু বৃষ্টি হলেই রাস্তায় জল জমে যায় ।

সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল এসএবি কর্তৃক বন সপ্তাহ উদযাপন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ জুলাই ঃ পশ্চিমবঙ্গের বর্ধিত বন সপ্তাহ (বা বন মহোসব-১৪-২০ জুলাই) এর অংশ হিসেবে, বিজ্ঞান সমিতি-সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল (এসএবি) কর্তৃক বন সপ্তাহ উদযাপন, রাজ্যের বৃহত্তর পরিবেশগত প্রচেষ্টার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, একটি দুর্দান্ত সাফল্য ছিল। পশ্চিমবঙ্গ বন বিভাগের সহযোগিতায় সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল কর্তৃক আয়োজিত, এই অনুষ্ঠানটি করা হয়েছে । চারা বিতরণ ও বৃক্ষরোপণ অভিযান কলকাতার প্রধান শহর ও আধা-শহুরে অঞ্চলগুলিতে স্বকক্ষেয়ের সদস্য, শিক্ষার্থী এবং স্বেচ্ছাসেবকরা চারা রোপণ করেছেন।সচেতনতা অধিবেশন উদযাপনে জলবায়ু পরিবর্তন, জীববৈচিত্র্য সুরক্ষা এবং টেকসই বন ব্যবস্থাপনার উপর আলোচনা ছিল। শিক্ষামূলক প্রদর্শনী এবং অংশগ্রহণমূলক কর্মশালায় সকল বয়সের অংশগ্রহণকারীদের অংশগ্রহণ করা হয়েছিল।উল্টোডাঙ্গা সরকারি স্পনসরড গার্লস হাই স্কুলে আয়োজিত কর্মশালাঃ শিক্ষার্থী, শিক্ষক, কর্মী, সদস্য, স্থানীয় বিজ্ঞান উৎসাহী এবং নাগরিক গোষ্ঠীগুলির সাথে বৃক্ষরোপণ ও শিক্ষামূলক কার্যকলাপে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের মাধ্যমে একটি শক্তিশালী সহযোগী প্ল্যাটফর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল । অর্থবহ পদক্ষেপের প্রতিনিধিত্ব করে। হাতে-কলমে বৃক্ষরোপণ,

দীর্ঘমেয়াদী যত্নের বার্তাকে আরও জোরদার করা হয়েছে। কেবল চারা রোপণই করা হয়নি, বরং রাজ্যের লক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে কমপক্ষে ছয় মাস ধরে তাদের লালন-পালনের প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয়েছে। এই অনুষ্ঠানটিকে দারুনভাবে সফল করার জন্য প্রধান শিক্ষিকা শ্রীমতী মধুশ্রী দাস এবং তার দল অসাধারণ কাজ করেছেন।১৭ জুলাই কলকাতায় বন সপ্তাহ উদযাপন নগর পুনর্বনায়ন এবং পরিবেশগত শিক্ষার দিকে একটি জনসচেতনতা এবং রাজ্যব্যাপী উদ্যোগের সাথে সামঞ্জস্য রেখে, সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল, বনমহোসব ২০২৫ এর গতিকে বাস্তব স্থানীয় কর্মকাণ্ডে রূপান্তরিত করতে সহায়তা করেছে। এসএবি সদস্যরা অংশগ্রহণ করেছিলেনঃ ডঃ পারিজাত চক্রবর্তী (সভাপতি), ডঃ শুভব্রত রায় চৌধুরী (সচিব), মিঃ সমর বেজ (কোষাধ্যক্ষ) এবং রিসোর্স পার্সন - ডঃ মানস কুমার পতি এবং ডঃ সৈকত কুমার বসু প্রমুখ।

জয়নগরে তৃনমূল নেতার পরস্ত্রীর সাথে অবৈধ সম্পর্ক ধরে ফেললো গ্রামবাসীরা

দুরন্ত বার্তা,জয়নগর, ২২ জুলাই ঃ জয়নগরে তৃনমূল নেতার পরস্ত্রীর সাথে অবৈধ সম্পর্ক হাতে নাতে ধরে ফেললো গ্রামবাসীরা।পোস্টে বেঁধে চলে গণ প্রহার।পরে তুলে দেওয়া হয় পুলিশের হাতে।জয়নগর থানার চালতাবেড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের উলুরদাঁড়ি গ্রামের তৃণমূল সদস্য সুপর্ণা হালদারের স্বামী মহেশ হালদার এর অবৈধ সম্পর্ক ফাঁস হয়ে গেল এবার।স্ত্রী রাজনৈতিক আসনে, আর স্বামী ধরা পড়লেন অন্য নারীর সঙ্গে, গভীর রাত পর্যন্ত বেঁধে রাখা হলো তাদের বিদ্যুৎ পোস্টে।সোমবার গভীর রাতে দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগর ১ নম্বর ব্লকের জয়নগর থানার বামুনগাছি অঞ্চলের তাঁতি পাড়া গ্রামের ঘটনা।অভিযুক্ত মহেশ হালদার রিংকু মন্ডল নামে এক বিবাহিত মহিলার সঙ্গে আপত্তিকর অবস্থায় হাতেনাতে ধরা পরে গ্রামবাসীদের হাতে।বিদ্যুৎ পোস্টে বেঁধে রেখে চলে গণ প্রহার।পরে জয়নগর থানার ঢোষা ক্যাম্পের পুলিশ গিয়ে অভিযুক্তদের আটক করে জয়নগর থানায় নিয়ে

আসে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মহেশ হালদার জয়নগর থানার অধীনে এক সময় সিভিক ভলেন্টিয়ার হিসেবে কর্মরত ছিলেন, কিন্তু একাধিক অনিয়ম ও আচরণগত সমস্যার জন্যে তাঁকে চাকরি থেকে সাসপেন্ড করা হয়,তবু রাজনৈতিক পরিচয় ও শুধু ক্ষমতার প্রভাবের জেরে এলাকায় এমন কাণ্ড ঘটায় বলে জানালেন গ্রামবাসীরা।তারা বলেন,বেশ কয়েক বছর ধরে ওদের মধ্যে অবৈধ সম্পর্ক ছিলো।প্রায়দিন রাতে মহেশ ঐ গৃহবধুর বাড়িতে যেত।আর এদিন রাতে রাস্তার ধারে ঘনিষ্ঠ অবস্থায় আমরা তাদের হাতে নাতে ধরে ফেলি।এব্যাপারে অভিযুক্ত মহেশ হালদারের স্ত্রী তৃনমূল কংগ্রেসের পঞ্চায়েত সদস্য সূপর্ণা হালদার বলেন,তার স্বামীকে রাতের বেলায় ফোন করে ডেকে নিয়ে গিয়ে তাকে ফাঁসানো হয়েছে।তাঁর স্বামী এধরণের কাজ করতে পারে না।অপর আর এক অভিযুক্ত গৃহবধূ রিংকু মন্ডলের স্বামী অবশ্য কোনো মন্তব্য করতে রাজী হয়নি এদিন।মঙ্গলবার বেলায় জয়নগর থানায় অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্ত দুজনকে গ্রেপ্তার করে জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করে পুলিশ।আর এই ঘটনায় এলাকায় উওজেনা আছে।

শ্রাবণী মেলায় বিপুল যাত্রী ও টিকিট বিক্রি তারকেশ্বর স্টেশনে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ জুলাই ঃ শ্রাবণী মেলায় উপচে উঠছে তারকেশ্বর স্টেশনের রেলযাত্রী। সোমবার মেলার প্রথম দিনে বিপুল অর্থের টিকিট বিক্রি হয়েছে। পরিমাণটি ১৩,৩৩,০১৫- টাকা। মঙ্গলবার এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে রেলের তরফে এ কথা জানানো হয়েছে। শ্রাবণী মেলা পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার তারকেশ্বর শহরের একটি ধর্মীয় উৎসব। এই মেলা শ্রাবণের (জুলাই-আগস্ট) শুভ মাসে ভগবান শিবের জলাভিষেকের জন্য অনুষ্ঠিত হয়। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ভক্তরা ভগবান শিবের আশীর্বাদ এবং প্রার্থনা করার জন্য তারকেশ্বরে ভিড় করেন।শ্রাবণী মেলার সময়, তারকেশ্বর শহরে বাংলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ভক্তদের উল্লেখযোগ্য আগমন ঘটে যারা উৎসব এবং ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে আসেন। মেলায় প্রচুর সংখ্যক তীর্থযাত্রী আসেন এবং শহরের পরিবেশ ভক্তি ও আধ্যাত্মিকতায় প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। উৎসবের একটি উল্লেখযোগ্য দিক হল মেলার সময় তারকেশ্বরে রেল টিকিটের চাহিদা বৃদ্ধি। লোকেরা ভ্রমণের ব্যবস্থা করার সাথে সাথে স্থানীয় রেলওয়ে স্টেশনে টিকিট বিক্রির পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। এই পবিত্র সময়েযাত্রীদের চাপ কমানোর জন্য পূর্ব রেলওয়ে বিশেষ ব্যবস্থা এবং অতিরিক্ত ট্রেন পরিষেবা দেয়।

ফেরিওয়ালা সেজে কলকাতায় গৃহস্থের বাড়িতে চুরির অভিযোগ, ধৃত ১

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর, ২২ জুলাই ঃ ফেরিওয়ালা সেজে কলকাতার আমহার্স্ট স্ট্রিট এলাকার গৃহস্থের বাড়িতে চুরির অভিযোগে জয়নগর থেকে গ্রেপ্তার একজন। আমহার্স্ট স্ট্রিট থানা এলাকায় একাকী এক বৃদ্ধার বাড়ি থেকে সোনার গয়না লুট কাণ্ডের কিনারা করলো পুলিস।জয়নগরের দক্ষিণ বারাশতে অভিযান চালিয়ে অভিযুক্ত ফেরিওয়ালাকে গ্রেপ্তার করলেন তদন্তকারী পুলিশ।ওই অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম মোজাম্মেল পুরকাইত। তার বাড়ি মথুরাপুর থানার অন্তর্গত উত্তর গঙ্গাজল গ্রামে। গোপন সূত্রে খবর পায় পুলিস অভিযুক্ত মোজাম্মেল জয়নগর থানার দক্ষিণ বারাশতে এক আত্মীয়ের বাড়িতে গা ঢাকা দিয়ে আছে। আমহার্স্ট স্ট্রিট থানার পুলিস জয়নগর থানায় এসে বিষয়টি জানালে জয়নগর থানার আই সি পার্থ সারথি পালের নির্দেশে এস আই শুভংকর করণ ও তার টিম দক্ষিণ বারাশত রেলস্টেশন সংলগ্ন ঝাউতলা এলাকায় একটি বাড়িতে অভিযান চালায়। সেখান থেকেই অভিযুক্ত মোজাম্মেল পুরকাইতকে গ্রেপ্তার করা হয় সোমবার রাতে। ওই বাড়িতেই তল্লাশি চালিয়ে আমহার্স্ট স্ট্রিটের বৃদ্ধা সুপর্ণা ঘোষের ছিনতাই হওয়া তিন লক্ষ টাকা মূল্যের সোনার বালা এবং চেন উদ্ধার করে পুলিস। রাতেই অভিযুক্তকে জয়নগর থানায় নিয়ে আসে তদন্তকারী পুলিসের দল। সে ফেরিওয়ালার ছদ্মবেশে কতদিন এভাবে চুরি, ছিনতাই চালাচ্ছে, তার সঙ্গে আর কারা কারা যুক্ত আছে, সে ব্যাপারে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।ধৃত ব্যক্তিকে সোমবার গভীর রাতে আমহার্স্ট থানার পুলিশ নিয়ে যায়।মঙ্গলবার ধৃতকে আদালতে পেশ করে পুলিশ।

ডুরোপ্লাই ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

The Forest Friendly Company

রেজিস্টার্ড অফিসঃ ৯ পার্সি চার্চ স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০০১
ফোন নম্বর (০৩৩) ২২৬৫ ২২৭৪ ফ্যাক্স নম্বরঃ (০৩৩) ২২৪৯ ৩৬৭৫
ই-মেইলঃ corp@duroply.com ওয়েবসাইটঃwww.duroply.in
CIN: L20211WB1957PLCO23493

বিজ্ঞপ্তি

ক ঃ **ডুরোপ্লাই ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের (কোম্পানি) সদস্যদের ৬৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) ২২ আগস্ট, ২০২৫ শুক্রবার সকাল ১১.০০ টায় অনুষ্ঠিত হবে।** (১ST) ভিডিও কনফারেন্সিং (VC) অথবা অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মাধ্যমে (OAVM) মাধ্যমে, কোম্পানি আইন, ২০১৩ (আইন) এবং এর অধীনে প্রণীত নিয়মাবলীর সমস্ত প্রযোজ্য বিধান মেনে, যা ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখের MCA সার্কুলার নং ০৯২০২৪ এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (তালিকাভুক্তি বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ (সংশোধিত হিসাবে) (তালিকাভুক্তি নিয়ন্ত্রণ) যা ৩ অক্টোবর, ২০২৪ তারিখের SEBI সার্কুলার নং SEBIHOCFDCFD-PoD-2PCIR2024133 এর সাথে পঠিত, ৬৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা আহ্বানের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত ব্যবসা পরিচালনার জন্য।

খ. ৩১শে মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত আর্থিক বছরের জন্য কোম্পানির বার্ষিক প্রতিবেদন সহ ৬৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা আহ্বানের নোটিশ কেবলমাত্র সেইসব সদস্যদের ই-মেইলে পাঠানো হবে যাদের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানি ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) অর্থা মেসার্স মহেশ্বরী ডেটামেটিক্স প্রাইভেট লিমিটেডের সাথে নিবন্ধিত। ভিসি বা ওএভিএমের মাধ্যমে বার্ষিক সাধারণ সভায় যোগদানের নির্দেশাবলী এবং ই-ভোটিং প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের পদ্ধতি নোটিশ এবং বার্ষিক প্রতিবেদনের সাথে সরবরাহ করা হবে।

গ. ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদনের ওয়েবলিঙ্ক সম্বলিত একটি চিঠি সেইসব শেয়ারহোল্ডারদের নিবন্ধিত ঠিকানায় পাঠানো হচ্ছে যাদের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানি আরটিএ ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী (দের) সাথে নিবন্ধিত নয়।

ঘ. যেসব সদস্যরা বাস্তবে শেয়ার ধারণ করেন অথবা যাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধিত নয়, তারা ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে তাদের ভোট দিতে পারবেন, কোম্পানির সাথে তাদের ই-মেইল ঠিকানা **investors@duroply.com** অথবা **mdpldc@yahoo.com** ঠিকানা RTA-তে নিবন্ধিত হওয়ার পর। ডিম্যাট মোডে শেয়ার ধারণকারী সদস্যদের তাদের ই-মেইল ঠিকানা সরাসরি তাদের যথাক্রমে ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের সাথে আপডেট করতে হবে।

ঙ. আইনের ধারা ৯১ এবং কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধি, ২০১৪ (সংশোধিত) এর নিয়ম ১০ অনুসারে, তালিকাভুক্তি বিধিমালার ৪২ নং নিয়মের সাথে পঠিত, সদস্যদের নিবন্ধন এবং কোম্পানির শেয়ার স্থানান্তর বই বার্ষিক সাধারণ সভার উদ্দেশ্যে **শনিবার, ১৬ আগস্ট, ২০২৫ থেকে শুক্রবার, ২২ আগস্ট, ২০২৫** (উভয় দিন অন্তর্ভুক্ত) পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।

চ. বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.duroply.in** এবং বিএসই লিমিটেডের ওয়েবসাইট **www.bseindia.com**-এ পাওয়া যাবে, যেখানে কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ার তালিকাভুক্ত রয়েছে। বিজ্ঞপ্তিটি সিডিএসএলের ওয়েবসাইট **www.evotingindia.com**-এও প্রচারিত হবে।

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ২২ জুলাই, ২০২৫

ডুরোপ্লাই ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের জন্য
সাক্ষর- (কোমল ধ্রুব)
কোম্পানি সচিব

MIRAE ASSET
Mutual Fund

In order to impart an insight on mutual fund, to educate and create awareness among the investors about the financial market, Mirae Asset Mutual Fund undertakes numerous events and activities at various places across the country and in number of ways such as conducting Investor Awareness Programs (IAPs) / seminars, contents on investor awareness in print media (newspapers, magazines etc.) and programs on Mutual Funds in electronic media (TVs, radios etc.).

In this regard, please see below schedule of upcoming IAP:

Date	Time	Address
July 25, 2025	7:00 P.M.	Kenilworth Hotel, Kolkata, 1 And 2, Little Russel St, Kankaria Estates, Park Street Area, Kolkata, West Bengal - 700 071.

MIRAE ASSET MUTUAL FUND (Investment Manager: Mirae Asset Investment Managers (India) Private Limited. CIN - U65990MH2019PTC324625)
Registered & Corporate Office: 606, 6th Floor, Windsor Building, Off CST Road, Kalina, Santacruz (E), Mumbai - 400098. ☎ 1800 2090 777 (Toll free), ✉ customercare@miraeasset.com www.miraeassetmf.co.in

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION – e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Exe. Engr. (C)/Br.-VIII, KMC** invites e-Tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No.: KMC/EE(C)/BR-VIII/087/06/2025-2026/D Name of Work: **Restoration of paver block & IPS Footpaths near 13, 5, Rajani Sen Road, 4, 11 S. Chatterjee Avenue etc. in Ward No.-87 disturbed by CESC & Natural Wear and Tear.** Estimated cost (Including GST & CESS): ₹ **4,85,001.57**. Earnest Money: ₹ **9,700.00.** Period of Completion: **60 days.**

(2) NIT No.: KMC/EE(C)/BR-VIII/069/010/2025-2026/R Name of Work: **Relaying of old paver block disturbed by Water Supply Dept. at Southern Footpath of Valmiki Street in Ward No.-69.** Estimated cost (Including GST & CESS): ₹ **2,98,509.84**. Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **45 days.**

(3) NIT No.: KMC/EE(C)/BR-VIII/069/011/2025-2026/UTTARAN Name of Work: **Renovation of MH, SICP, CP, Inspection pit etc. at different Uttaran areas in Ward No.-69.** Estimated cost (Including GST & CESS): ₹ **2,98,826.93**. Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **45 days.**

(4) NIT No.: KMC/EE(C)/BR-VIII/088/027/2025-2026/R Name of Work: **Supplying of Trees at different location in Ward No.-88 under Br.-VIII.** Estimated cost (Including GST & CESS): ₹ **2,27,835.19**. Earnest Money: ₹ **4,600.00.** Period of Completion: **60 days.**

(5) NIT No.: KMC/EE(C)/BR-VIII/084/06/2025-2026/R Name of Work: **Washing & painting of road side kerb stone along M. P. Road, S. M. Road, N. B. Lane, B. Pal Road etc. in Ward No.-84.** Estimated cost (Including GST & CESS): ₹ **2,49,695.82**. Earnest Money: ₹ **5,000.00.** Period of Completion: **60 days.**

(6) NIT No.: KMC/EE(C)/BR-VIII/088/028/2025-2026/R Name of Work: **Colouring of road side kerb stone at both sides of Pratapaditya Road, B. M. Road, T. S. Road, B. N. Road, R. B. Road, H. M. Road, A. K. Road, I. G. Road etc. in Ward No.-88.** Estimated cost (Including GST & CESS): ₹ **1,99,694.05**. Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of Completion: **120 days.** Last date and time of submission of Bid: **01.08.2025 – 12 Noon** (For Sl. No. 1 to 6). Date and time of opening of tender: **04.08.2025 – 12 Noon** (For Sl. No. 1 to 6). The bid forms and other details are available on and from **23.07.2025 (5 p.m.)** (For Sl. No. 1 to 6).

(7) NIT No.: KMC/EE(C)/BR-VIII/084/07/2025-2026/R Name of Work: **Renovation of MH, GP, CP, Inspection pit near 14, Bipin Pal Road onwards, 4, Nandalal Jew Road onwards & surrounding area in Ward No.-84.** Estimated cost (Including GST & CESS): ₹ **4,69,460.28**. Earnest Money: ₹ **9,400.00.** Period of Completion: **45 days.** Last date and time of submission of Bid: **02.08.2025 – 12 Noon**. Date and time of opening of tender: **05.08.2025 – 12 Noon**. The bid forms and other details are available on and from **24.07.2025 (5 p.m.).** The website **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 1 to 7).

The **Exe. Engr. (C)/Br.-XV, KMC** invites e-Tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XV/140/038/2025-2026/R Name of Work: **Supplying & spreading of silver sand at different places in view of Holy Festival Puja in Ward No.-140, Br.-XV.** Estimated cost (Including GST & CESS): ₹ **1,40,743.09**. Earnest Money: ₹ **2,900.00.** Period of Completion: **45 days.** Last date and time of submission of Bid: **02.08.2025 – 11 a.m.** Date and time of opening of tender: **04.08.2025 – 11 a.m.** The bid forms and other details are available on and from **24.07.2025 (5 p.m.).**

(2) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XV/133/033/2025-2026/R Name of Work: **Restoration of C.C. passage and drain with allied works at Choto Sangha Galy, Fathepur 2nd Lane etc. near Premises No. M32, N265/B, N17 etc. in Ward No.-133, Br.-XV.** Estimated cost (Including GST & CESS): ₹ **2,84,276.14**. Earnest Money: ₹ **5,700.00.** Period of Completion: **90 days.**

(3) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XV/140/032/2025-2026/R Name of Work: **Removal of silt from Nikashi Drain at Pr. No. Y-187 to Paschim Jala Nikashi and Kanthal Beria Majar to Y-158, Kanthal Beria Bye Lane and its surrounding area in Ward No.-140, Br.-XV.** Estimated cost (Including GST & CESS): ₹ **2,88,274.61**. Earnest Money: ₹ **5,800.00.** Period of Completion: **90 days.**

(4) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XV/134/020/2025-2026/R Name of Work: **Painting with ancillary repairing works at C.M.E.(C) Department within Borough-XV Office premises in Ward No.-134.** Estimated cost (Including GST & CESS): ₹ **3,92,924.97**. Earnest Money: ₹ **8,000.00.** Period of Completion: **120 days.**

(5) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XV/135/035/2025-2026/R Name of Work: **Repairing & maintenance of sewerage system including providing few new Catch pit etc. at Rameshwarpur Road Bye Lane etc. N/H/No. P-215/A, I-101, P-194, H-99 etc. in Ward No.-135, Br.-XV.** Estimated cost (Including GST & CESS): ₹ **2,97,172.00**. Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **120 days.** Last date and time of submission of Bid: **04.08.2025 – 11 a.m.** (For Sl. No. 2 to 5). Date and time of opening of tender: **06.08.2025 – 11 a.m.** (For Sl. No. 2 to 5). The bid forms and other details are available on and from **25.07.2025 (5 p.m.)** (For Sl. No. 2 to 5).

(6) NIT No.: KMC/XV/141/040/2025-2026/R/UTTARAN (1st Call) Name of Work: **Repairing of C.C. passage at Nadial Road Bye Lane (Uttaran area) near Pr. Nos. Z-47, Z-48, Z-49 etc. in Ward No.-141, Br.-XV.** Estimated cost (Including GST & CESS): ₹ **2,89,392.75**. Earnest Money: ₹ **5,800.00.** Period of Completion: **180 days.** Date & time of uploading of N.I.T. & other documents (online): **25.07.2025 – 12 Noon.** Documents download/sell start date & time (online): **25.07.2025 – 4 p.m.** Documents download/sell end date & time (online): **04.08.2025 – 4 p.m.** Bid submission start date & time (online): **25.07.2025 – 4 p.m.** Bid submission closing date & time (online): **04.08.2025 – 4 p.m.** Bid opening date & time for Technical Proposals (online): **06.08.2025 – 4 p.m.** The bid forms and other details are available from the website **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 1 to 6). **(712/25-26)**

পরিচয়পত্র ছাড়াই ঘরভাড়া নিয়েছিল গ্যাংস্টার তৌসিফরা! গেস্ট হাউসের বিরুদ্ধে মামলা পুলিশের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ জুলাই ঃ কোনও পরিচয়পত্র জমা না দিয়েই সঙ্গীদের নিয়ে কলকাতার গেস্ট হাউসে ভাড়া নিয়েছিল গ্যাংস্টার। তাই পুলিস আনন্দপুরের ওই গেস্ট হাউসের বিরুদ্ধেই মামলা দায়ের করল। আনন্দপুর থানার পুলিশের পক্ষে স্বতঃপ্রণোদিতভাবে এক সাব-ইন্সপেক্টর এই মামলা রুজু করেন।পাটনার পারস হাসপাতালে কুখ্যাত দুস্কৃতী চন্দন মিশ্রকে গুলি করে খুনের অভিযোগে শার্প শুটার তথা ঘটনার মূল চক্রী তৌসিফ রাজা ওরফে বাদশা ও তার তিন সঙ্গীকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। আনন্দপুরের মাদুরদহের হোসেনপুর রোডের ওই গেস্ট হাউস থেকে চারজনকে গ্রেপ্তার করে বিহার পুলিশের হাতে তুলে দেয় কলকাতা পুলিশের এসটিএফ। সোমবার তাদের বিহারে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে খবর। গুলি চালানোর ঘটনার পর ভাই নিশু খানের চিকিৎসার নাম করেই কলকাতায় এসে গা ঢাকা দেওয়ার চেষ্টা করে তৌসিফ। তৌসিফ রাজা ও তার ভাই নিশুর এক বান্ধবীর মাধ্যমেই আনন্দপুরের ওই গেস্ট হাউসের দু'টি ঘর ভাড়া নেওয়া হয়। ওই যুবতী উত্তর ২৪ পরগনার বিরাটির বাসিন্দা। তাঁর নামেই ঘর ভাড়া নেওয়া হয়।

রেজিস্টার খাতায় ওই যুবতী নিজের নাম ছাড়াও তৌসিফ, নিশু, হরিশ সিং ও শচীন সিংয়ের নাম লেখে। যদিও ওই খাতা ঘেঁটে পুলিশ জানতে পারে যে, শচীনের অন্য নাম ভীম ও হরিশের অন্য নাম হর্ষ। এই দু'জনই তৌসিফের গ্যাংকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করত। পুলিশের এক কর্তা জানান, লালবাজারের নির্দেশ

অনুযায়ী, গেস্ট হাউসে আসা প্রত্যেক অতিথির আধার কার্ড বা অন্য কোনও ভারতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি জমা দিতে হবে হোটেল কর্তৃপক্ষকে। কোনও প্রয়োজনে বা হোটেল কর্তৃপক্ষর সন্দেহ হলে সেই ফটোকপি পুলিশকে দেওয়া হয়। অথচ তদন্তে গোয়েন্দারা জানতে পারেন যে, গত ১৮ জুলাই ঘরভাড়া দিলেও কারও পরিচয়পত্রের কপি আনন্দপুরের গেস্ট হাউস কর্তৃপক্ষ চায়নি। বা তাদের দেওয়া হয়নি। এমনকী, ২৪ ঘণ্টা পরও সেগুলি চাওয়া হয়নি ওই গ্যাংস্টারদের কাছ থেকে। সরকারি নিয়ম না মানার অভিযোগ তুলে পুলিশ জানিয়েছে, এই ব্যাপারে গত ২৮ মার্চের একটি অর্ডার ৩০ মে কলকাতা পুলিশের গেজেটে প্রকাশিতও হয়। অথচ গেস্ট হাউসটিকে লাইসেন্স দেওয়ার সময় এই নিয়ম পালন করার নির্দেশ দেওয়া হয়। কিন্তু সেই নিয়ম লঙ্ঘন করার অভিযোগে ওই গেস্ট হাউস কর্তৃপক্ষর বিরুদ্ধে পুলিশ মামলা দায়ের করেছে। গেস্ট হাউসের ম্যানেজার ও কর্মীদের জেরা করে পুলিশ জানার চেষ্টা করছে, অন্য বোর্ডারদের ক্ষেত্রেও তাঁরা এই ধরনের গাফিলতি করেন কিনা। কলকাতার অন্য হোটেল বা গেস্ট হাউসগুলি এই নিয়ম মানছে কিনা, সেই ব্যাপারেও পুলিশ নজরদারি করছে।

বিশেষ সূত্রের খবর, পুলিশের কাছে তৌসিফের ভাই নিশু খান দাবি করেছে, কলকাতায় কিছুদিন গা ঢাকা দেওয়ার পর তারা দিল্লি পালানোর প্রস্তুতি নিচ্ছিল। উল্লেখ্য, বছর দুয়েক আগে একটি সংঘর্ষের সময় নিশুর কোমরে গুলি লাগে। এরপর থেকেই সে হাঁটাচলা করতে পারে না। তাই চিকিৎসার জন্যই দিল্লিতে পালানোর ছক কষে তারা। যদিও তৌসিফ ও তার সঙ্গীরা আদৌ অল্প কিছুদিনের জন্য কলকাতায় থাকত, নাকি কলকাতায় একটি স্থায়ী ডেরা খুঁজে নতুন করে গ্যাং তৈরির ছক কষে, তা নিয়ে এখনও ধন্দে কলকাতার গোয়েন্দরা। তাঁদের মতে, নিশুর চিকিৎসা ও তৌসিফদের গা ঢাকা দেওয়ার জন্যও অনেক টাকার প্রয়োজন। সেই কারণে কলকাতা বা তার আশপাশের অঞ্চলে ডেরা তৈরি করে তৌসিফ সোনার দোকান, ব্যাঙ্ক বা স্বর্ণঋণ সংস্থায় ডাকাতির মতো অপরাধের ছক কষছিল, এমন সম্ভাবনাও পুলিশ উড়িয়ে দিচ্ছে না। কারণ, তৌসিফের ' শেরু সিং ডাকাতিতে সিদ্ধহস্ত। পুরুলিয়া ও রানাঘাটের সোনার দোকানেও ডাকাতি করেছে সে। এই ব্যাপারে আরও তথ্য জানতে তৌসিফকে বিহারে গিয়ে জেরা করতে পারেন কলকাতার গোয়েন্দারা। তাদের বান্ধবীকেও ফের জিজ্ঞাসাবাদ করা হতে পারে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

হুকুমচাঁদ জুট মিলে কর্মরত অবস্থায় এক শ্রমিকের মৃত্যু

দুরন্ত বার্তা, হালিশহর, ২২ জুলাই ঃ হালিশহরের হুকুমচাঁদ জুট মিলে কর্মরত অবস্থায় এক শ্রমিকের মৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য।জানা গিয়েছে পাটঘরে কর্মরত ওই জুটমিল শ্রমিকের নাম শেখ রুস্তম আলী (৫২)।বাড়ি হালিশহর পৌরসভার ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের নেলশন রোড এলাকায়।প্রতিদিনের মতো আজও সকালে কাজে যোগ দিয়েছিল রুস্তম আলি। এরপর সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ কর্মরত অবস্থায় তার দুর্ঘটনা ঘটে। সঙ্গে সঙ্গে তাকে কল্যাণী ESI হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। কিন্তু এই হুকুমচাঁদ জুটমিলে একের পর এক কর্মরত অবস্থায় শ্রমিকের মৃত্যুর মতো ঘটনা ঘটছে।মিল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে মিলের রক্ষণাবেক্ষণে উদাসীনতার দায়ী করা হয়েছে।

ভাটপাড়া পৌরসভার রাস্তার বেহাল দশা

দুরন্ত বার্তা, বাটপাড়া, ২২ জুলাই ঃ ভাটপাড়া পৌরসভার অধিকাংশ রাস্তার বেহাল দশা। আর এই বর্ষায় সেই সমস্ত রাস্তা তৈরি হয়েছে মৃত্যু ফাঁদে। সেই সমস্ত রাস্তা অবিলম্বে সংস্কারের দাবিতে ভাটপাড়া নিউকর্ড রোডের ওপর ২৬ নম্বর রেলগেটের কাছে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে সিপিআইএমের শ্রমিক সংগঠন।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩০ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা, ২৩২, বুধবার, ৬ শ্রাবণ ১৪৩২

বাংলার গর্ব 'দাদাঠাকুর'

দাদাঠাকুর অর্থাৎ শরৎপণ্ডিত আনন্দের সঙ্গে জ্ঞান বিতরণ করেছেন ঠিক তেমন তিনি ততটা কঠোর হয়েছেন দুর্নীতি ও ভ্রষ্টাচারের বিরুদ্ধে। তাই তিনি স্মরণীয়, বরণীয়, শ্রদ্ধেয়। সামাজিক কুপ্রথা, কুসংস্কার, নীচতা, অন্যায়, অবিচারের বিরুদ্ধে এই দাদাঠাকুরকেই দেখা গেছে অন্য মূর্তিতে, সে-মূর্তি বিদূষকের নয়, তিনি তখন ভয়ঙ্কর সিরিয়াস। পণপ্রথা একটি ভয়ংকর সামাজিক ব্যাধি। যে বিয়েতে পাত্রপক্ষ বরপণ গ্রহণ করে সে বিয়েতে নিমন্ত্রণ হলে দাদাঠাকুর জলগ্রহণ করেন না। করতেন না। এই বিয়ের নাম দিয়েছিলেন 'বেটা বেচা বিয়ে'। সমাজ হতে পণপ্রথার মতো বর্বর প্রথা দূর করার জন্য তিনি। বহু কবিতা, গান, ছড়া 'বিদূষক' ও 'জঙ্গিপুর' সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশ করেছিলেন। ঠিক চৌষট্টি দিন রোগভোগের পথ নিজের পুত্র প্রয়াত হলে দাদাঠাকুর অর্থাৎ শরতপণ্ডিত এসেছিলেন 'কল্লোল'এ। যেন কিছুই হয়নি! অদ্ভুত একটা ভাবলেশহীন মুখে বলেছেন। চৌষট্টি দিন ড্র রেখেছিলাম আজ গোল দিয়ে দিল। নিজের পুত্রের অকাল মৃত্যু কোনও পিতা এভাবে বর্ণনা করতে পারবেন সত্যি আমাদের অজানা।

এই কথা যাঁর মুখ দিয়ে বের হয় তিনি দার্শনিক ! হয়তো ! হয়তো বা নয় ! কিন্তু দাদাঠাকুর ঠিক এখানেই সবার চেয়ে আলাদা যিনি ভুলে ভরা কলকাতা দেখেছেন সঙ্গে হয়ত জগৎ সংসারকে। তিনি যদি শুধুমাত্র হাস্যরসিক বা পরিহাসপ্রিয় অথবা কৌতুকপ্রিয় হতেন বহুদিন আগেই লোকে তাঁকে ভুলে যেত। দাদাঠাকুর ভারতের গ্রামীণ ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক যিনি লোককবি চিরকাল সামাজিক ও রাজনৈতিক শোষণ ও অত্যাচারের ঘটনা নিয়ে গান বেঁধেছেন, কবিতা লিখেছেন। বনফুল অর্থাৎ বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় বলতেন দাদাঠাকুর সেই মানুষ যাঁর জন্য ধনীর প্রসাদ থেকে গরিবের কুটির সর্বত্র তাঁর জন্য শ্রদ্ধার আসন পাতা থাকত। কথার পিঠে কথা বলার সহজাত ক্ষমতা ছিল সহজাত, সেই সব কথায় যেমন চাতুরি তেমন মাধুরী। প্রচণ্ড শীতে পরিধান শুধু খালি গায়ের উপর একটা চাদর। কেউ বোধহয় জিজ্ঞেস করে জানতে চাইলেন এমন ঘোর শীতে মাত্র একটা চাদর। ট্যাঁক থেকে সেদিন এক পয়সা বের করে দা- ঠাকুর বললেন পয়সার গরম। লোককে কাঁদানো অনেক সহজ কঠিন মানুষকে হাসানো। সেই কাজটা দাদাঠাকুর পারতেন অতি সহজেই। এক দুর্লভ চরিত্র যিনি বাঙালি, খাঁটি বাঙালি সারাজীবন ধরে ফেরি করেছেন দুর্লভ হাসি। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ছিলেন দাদাঠাকুরের অত্যন্ত স্নেহভাজন একদিন তিনি বললেন, 'দ্যাখো সুভাষ, আমার মনে হয় তুমিই বিদেশিদের তাড়াবে।' সুভাষচন্দ্র হেসে বললেন, 'কী করে বুঝলেন? দেশে তো অন্য নেতারাও আছেন।' -'তা অবশ্য আছেন। আর থাকলেই বা কি, তোমার ঠোঁকরটা ইংরেজদের একেবারে কাবু করে ফেলবে। কেননা, তোমার নামের গোড়াতেও 'সু'। শেষেও 'সু'। তোমার জুতোর ঠোক্কর হজম করা বড়ো মারাত্মক হবে তাদের।' দাদা ঠাকুরের সঙ্গে নেতাজি সুভাষ বোসের খুবই ভাব ছিল। দাদা ঠাকুরকে সুবাষ বোস খুবই ভালোবাসতেন এবং অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। সুভাষ বোস দাদা ঠাকুর বলতে একেবারে অজ্ঞান হয়ে যেতেন। দাদা ঠাকুর যখন কলকাতার রাস্তায় দাঁড়িয়ে তাঁর পত্রিকা ফেরি করতেন তখন সুভা, বোস করপোরেশন থেকে বের হয়ে তাঁর পত্রিকা কিনতেন। বিনা পয়সায় সুভাষ বোস দাদা ঠাকুরের পত্রিকা নিতেন না।

শহীদ বটুকেশ্বর দত্ত

পালাম বিমানবন্দরে নেমে দিল্লিতে ঢোকার সময় ডানদিকে তাকালে দেখতে পাবেন একটা হাউসিং কমপ্লেক্স ।প্রবেশপথে সাইনবোর্ড 'বি কে দত্ত কলোনী'। দেখে ভাববেন এই দত্ত নিশ্চয়ই বাঙালি নয়, সুনীল দত্তের জাতভাই কোন পাঞ্জাবী ! আচ্ছা বর্ধমান জেলার ওয়াড়ি গ্রামের বটুকেশ্বর দত্তকে মনে আছে বা ধরুন নদিয়ার পোড়াগাছা গ্রামের বসন্ত বিশ্বাস? একটু মনে করিয়ে দেহ। হিন্দুস্থান সোশ্যালিস্ট রিপাবলিকান এসোসিয়েশন এর সদস্য বটুকেশ্বর দত্ত যিনি ভগৎ সিং-এর সাথে ১৯২৯ সালে সেন্ট্রাল লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলিতে বোমা বর্ষণ মামলায় গ্রেপ্তার হয়েছিলেন । দিল্লি-লাহোর কন্সপিরেসি বোমা বর্ষণ মামলায় অভিযুক্ত শহিদ বসন্ত কুমার বিশ্বাস, রাসবিহারী বসু এবং অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এর সাথে এক যুগান্তকারী বিপ্লব করেছিলেন। বাঙালি হয়েও না তাঁদের আমরা মনে রেখেছি না তাঁদের স্মৃতি রক্ষার্থে কিছু করেছি । অথচ দিল্লি বিধানসভায় দীর্ঘ পরিসরের দেওয়ালে জ্বলজ্বল করছে কালের অতলে তলিয়ে যাওয়া বাংলার সেইসব স্বাধীনতা সংগ্রামী বটুকেশ্বের দত্ত, বসন্ত কুমার বিশ্বাসব। এছাড়াও নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু, ভগিনী নিবেদিতা, ঋষি অরবিন্দ ঘোষ এর ছবি স্থান পেয়েছে দিল্লি আপ সরকারের 'শহিদ স্মরণ' উদ্যোগে। ১৭৬০ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত সত্তর জন স্বাধীনতা সংগ্রামী আড়াই ফুট বাই দেড় ফুট ফ্রেমে বন্দি হয়ে দিল্লি বিধানসভার সুদীর্ঘ দেওয়াল আলোকিত করে রয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের ঘরের ঠিক পাশেই রয়েছে বটুকেশ্বর আর বসন্ত বিশ্বাসের ছবি। সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ হলো বটুকেশ্বর দত্তর ছবি থেকেই বিধানসভার 'শহিদ দেওয়াল' শুরু। গুরু দর্শন সিং বিনকালের হাতে এই সত্তরটি চিত্র জীবন্ত হয়ে উঠেছে । ৫৪ বছরের গুরু সাতাশ বছর ধরে তেল রঙা ক্যানভাসে ফুটিয়ে তুলেছেন টিপু সুলতান, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার থেকে অজানা বটুক, বসন্ত, রানি চেন্নাম্মার মতো আরো অনেক নাম না জানা সংগ্রামীকেগ্ধউদ্বোধন হয়েছে পাঁচবছর আগে এক স্বাধীনতা দিবসে। দিল্লি বিধানসভার 'শহিদ স্মরণ' ভগিনী নিবেদিতার ভালোবাসা, ঋষি অরবিন্দর অধ্যাত্মবাদ আর সুভাষ চন্দ্রের আজাদ হিন্দের রাস্তা ধরে আপনাকে পৌঁছে দেবে অখ্যাত পূর্ব বর্ধমানের ওয়ারি গ্রাম আর নদিয়ার পোড়াগাছা গ্রামে। কিছুক্ষণের জন্য হলেও বাঙালির মনে পড়বে সেখানকার বটুক-বসন্ত কে। এটাই তাঁদের সান্ত্বনা !

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

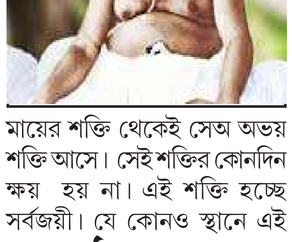

শক্তিকে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে। মায়ের শক্তির ওপরে নির্ভর করে জাগতিক নিয়ম কানুন চলে। বেদ বেদান্ত সব কিছুই ভরসা করে রয়েছে মায়ের শক্তির ওপরে। প্রকৃত মাতৃশক্তির সংজ্ঞাকে বুঝতে হবে। পড়তে হবে। তার থেকে জ্ঞান আহরণ করতে হবে। নিজেকে নিষ্ঠাবানে পরিণত করতে হবে। মনের এবং শরীরের শক্তির প্রভাব বৃদ্ধি করতে হবে। সব বিষয়ে পারদর্শি হতে হবে। পারিবারিক শক্তির বিকাশ ঘটাতে হবে। মাতৃশক্তির পূর্ণ বিকাশ।

মায়ের শক্তি থেকেই সেঅ অভয় শক্তি আসে। সেই শক্তির কোনদিন ক্ষয় হয় না। এই শক্তি হচ্ছে সর্বজয়ী। যে কোনও স্থানে এই

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব

কর্ম করে যেতে হবে। কর্মের সঙ্গে কোনও রকমভাবে আপোষ করা চলবে না। যতদিন বাঁচি ততদিন কাজ করি। এটাই লক্ষ্য হওয়া উচিত। সেই পথ ধরে এগিয়ে যেতে হবে মানব জাতিকে। গীতায় বলেছে কর্মযোগের কথা। কর্মযোগের সাধনা করতে হবে। এক নিষ্ঠভাবে কাজ করতে হবে। যিনি কর্মবীর তিনি জগতে কাউকে ভয় পান না। তিনি নির্ভয়ে এগিয়ে যেতে পারেন সামনের দিকে। কাজ করলে তার শুভ ফল পাওয়া যায় ।ভালো কাজে ভালো ফল আসবে। খারাপ কাজে খারাপ ফল পাওয়া যাবে। তাই জন্য খারাপ কাজ করলে চলবে না। চাই ভালো কাজ করার মানসিকতা। ভালো কাজের মানসিকতা লোকেরা জগতে বেশি উন্নতি করতে পারে। তিনি মহান হন। তাকে সবাই সম্মান করতে থাকে। তিনি সর্বজনের কাছে প্রিয় হয়ে ওঠেন। মা ভবতারিনীর কাছ থেকে কাজ করার শক্তি চাইতে হবে। কাজ করার শক্তি গ্রহণ করে সারা দিন ধরে কাজ করে যেতে হবে। শরীরকে সুস্থ রেখে কাজ করতে হবে। সমাজের জন্য কাজ। দেশের জন্য কাজ। পরিবারের জন্য কাজ। মানুষের জন্য কাজ।

শরৎ চন্দ্র দাসের তিব্বত অভিযানের শতবর্ষ যা বাঙালির জাতির গর্বকে উজ্জ্বল করে

বিশেষ প্রতিবেদক

শতবর্ষ আগে বাঙালির তিব্বত অভিযান। ঘুরতে ঘুরতে দার্জিলিং। দার্জিলিং স্টেশনের কাছে একটা বাড়ি আছে। নাম, 'লাসা ভিলা' অবক্ষয়ের দিন গুনছে। খোঁজ খবর নিয়ে বেশ অবাক হলাম। একসময় এই বাড়িতে থাকতেন এক বিখ্যাত বাঙালি নাম শরৎচন্দ্র দাস। যিনি

শতবর্ষ আগে দু-দুবার তিব্বত অভিযান করেছিলেন। ব্রিটিশদের কাঞ্চনজঙ্ঘায় পা রাখার ৭৬ বছর আগে কাঞ্চনজঙ্ঘা পেরিয়ে তিব্বত যান। যেসময় তিব্বত যাওয়ার কথা বাঙালি ভাবতেই পারত না। আজও হয়ত ভাবতে গেলে একটু হোঁচট খেতে হয়। যাই হোক, যে শরৎচন্দ্রকে বাঙালিরা ভুলে গেলেও ভোলেননি দার্জিলিংয়ের স্থানীয় তিব্বতিরা। তাঁরা কম বেশি সবাই শ্রদ্ধা করেন শরৎ চন্দ্রকে। অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের কথা আমরা সবাই জানি কম বেশি কিন্তু শরৎচন্দ্র দাস! যার সম্বন্ধে খুব বেশি তথ্য আজও আমাদের হাতে নেই।

কে এই বাঙালি শরৎচন্দ্র? আসলে বাংলা সাহিত্যে দু-দুখানা শরৎচন্দ্র রয়েছেন। দুজনই বিখ্যাত। একজন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আর একজন শরৎচন্দ্র পণ্ডিত ওরফে 'দাদাঠাকুর'। বাঙালি তৃতীয় শরৎচন্দ্রকে নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামাননি। আসুন একটু জেনে নেওয়া যাক এই শরৎচন্দ্র দাস সম্বন্ধে। ১৯৫৫ সালে কাঞ্চন জঙ্ঘাচূড়ায় প্রথম পা রেখেছিলেন দুই ব্রিটিশ অভিযাত্রী - জো ব্রাউন আর জর্জ ব্যাণ্ড। তবে ইতিহাস অনুসন্ধান করে জানা যায়, ব্রিটিশদের কাঞ্চনজঙ্ঘায় পা রাখার ৭৬ বছর আগে অর্থাৎ ১৮৭৯ সালে এক বাঙালি কাঞ্চনজঙ্ঘা পেরিয়ে তিব্বত যান। সেই বাঙালি ছিলেন শরৎচন্দ্র দাস। তাঁর আসল পরিচয় আজও ধোঁয়াশায় ঘেরা। কেউ বা বলেন বাঙালি গুপ্তচর আবার কেউ বলেন নিছক রোমাঞ্চের সন্ধানে তিনি পাড়ি দিয়েছিলেন তিব্বত। শরৎচন্দ্র বৌদ্ধধর্মের ওপর বিস্তর পড়াশুনা করেছিলেন। রপ্ত করেছিলেন চোস্ত তিব্বতি ভাষা। ফলে সমসাময়িক অন্যান্য পর্যটক-অভিযাত্রীদের চেয়ে তিনি ছিলেন অনেক এগিয়ে। তিনি দু'বার তিব্বত সফর করেন। প্রথমবার গিয়েছিলেন ১৮৭৯ সালে। চার মাসের জন্য। ১৮৮১ সালে ফের যান সেখানে। সেবার রয়েছিলেন ১৪ মাস। দ্বিতীয় সফরে গিয়ে তিনি তিব্বতের জীবনযাপন ও সংস্কৃতি নিয়ে অসংখ্য নোট রেখেছিলেন যা 'Journey to Lhasa and Central Tibet নামে বই আকারে পরে প্রকাশিত হয়। বইটি ১৮৮৫ সালে মুদ্রিত হলেও ব্রিটিশ সরকার বইটির প্রকাশ কয়েক বছর বন্ধ রেখেছিল।

১৮৪৯ সালের ১৮ জুলাই চট্টগ্রামের আলমপুরে জন্ম শরৎচন্দ্রের। ছাত্র হিসাবে সে ছিল বেশ মেধাবী। একাধিক বিষয়েই তাঁর আগ্রহ ছিল প্রবল। স্কুল শেষে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়াশোনার জন্য ভর্তি হল সে প্রেসিডেন্সি কলেজে। পরীক্ষা দেওয়ায় বাধ সাধল ম্যালেরিয়া। আর তখনই কলেজের উদ্ভিদ বিজ্ঞানের অধ্যাপক সিবি ক্লার্ক তাঁকে একটি চাকরির প্রস্তাব দিলেন। চাকরিটা ছিল দার্জিলিং এ একটি বোর্ডিং স্কুলে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালনের। প্রথমে একটু কিন্তু কিন্তু করলেও শরৎচন্দ্র মেনে নিলেন স্যারের প্রস্তাব। দার্জিলিংয়ের ডেপুটি কমিশনার স্যর জন এডগার সেখানকার শিশুদের লেখাপড়ার জন্য একটি ভুটিয়া বোর্ডিং স্কুল তৈরি করেছিলেন। সেই স্কুলেরই দায়িত্ব নিতে শরৎ চলল দার্জিলিং। প্রথমে ট্রেন তারপর স্টিমার তারপর বলদে বলদ-টানা গাড়িতে পূর্ণিয়া হয়ে শিলিগুড়ি। তখন দার্জিলিং যাওয়া এতটা সহজ ছিল না। শিলিগুড়ি থেকে পায়ে হেঁটে প্রথমে কার্সিয়াং তারপর ঘোড়ার পিঠে চড়ে দার্জিলিং। স্কুলে পড়াতে গিয়ে বেশ সমস্যার সম্মুখীন হল শরৎ। বোর্ডিং স্কুলের ছাত্ররা না বোঝে বাংলা আর না বোঝে ইংরেজি। শেষে নতুন হেডমাস্টারমশাই শিখলেন তাঁদের ভাষা। পাশের দেশ সিকিম। সেখানকার রাজা, মন্ত্রী, অমাত্যরাও ইংরেজি শেখাতে তাঁদের ছেলেদের পাঠাতেন ভুটিয়া বোর্ডিং স্কুলে। বছর দু'য়েক পর নতুন হেডমাস্টারমশাই ছাত্রদের এক্সকারশনে নিয়ে গেলেন সিকিম। সেখানকার বিখ্যাত পেমিয়াংচির মঠে বৌদ্ধদের নানান আচার -অনুষ্ঠান, লামাদের ভাবগম্ভীর মন্ত্রোচ্চারণ শরতের মনে জাগিয়ে তুলল আগ্রহ। সিকিম রাজার জ্যৈষ্ঠপুত্র ছিল তাঁর ছাত্রদের একজন। যিনি পরে সিকিমের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। এই সম্পর্কের সুত্র ধরেই শরৎচন্দ্র বেশ কয়েকবার সিকিম ভ্রমণ করেন এবং রাজপরিবারের ঘনিষ্ঠতা অর্জন করেন। সেখানেই তাঁর সঙ্গে পরিচয় ঘটে কয়েকজন তিব্বতী লামার। একজন তিব্বতী লামাকে তিনি নিজের সহকারী হিসেবে স্কুলে চাকরিও দেন।

তিব্বতের লাসা তখনও 'নিষিদ্ধ নগরী'। বাইরের কোনো দেশের নাগরিকের প্রবেশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। শরৎ প্রচুর বই পড়লেন তিব্বত নিয়ে। ঠিক করলেন তিব্বত যাবেন। কিন্তু যাবেন বললেই তো আর যাওয়া যায় না। সুযোগ খুঁজতে লাগলেন তিব্বত যাওয়ার অবশেষে একদিন এসে গেল সেই সুযোগ। সিকিমের পেমিয়াংচি মঠের লামা উগ্যেনগিয়াতসোর সঙ্গে তখন শরতের বেশ ভালো আলাপ। তিব্বতের পাঞ্চেন লামার প্রধান সহকারী, তাশি লামা হিন্দি ও ইংরেজি শিখতে চান আর সেই সুত্রে উগ্যেনগিয়াতসোর সঙ্গে শরত পৌঁছলেন তিব্বতের তাশিলুনপো মঠে। কঠিন সেই যাত্রাপথ। পদে পদে বিপদ। সব বিপদ অতিক্রম করে চাং থাং পেরিয়ে তাঁরা প্রবেশ করলেন তিব্বত সীমান্তে। শরৎ ছ'মাস থাকলেন পাঞ্চেন লামার তাশি লুনপো মঠে। তিব্বতি ভাষায় সুদক্ষ শরৎ পাঞ্চেন লামার মঠে খুঁজে পেলেন তিব্বতি হরফে দণ্ডীর কাব্যাদর্শ, কাশ্মীরি কবি ক্ষেমেন্দ্রের 'অবদানকল্পলতা' ও চান্দ্র ব্যাকরণের প্রাচীন পুঁথি। সেগুলি নকল করে দেশে ফিরলেন তিনি।

আগ্রহ বাড়ল দু'জনেরই। প্রথমবার তিব্বত থেকে ফিরে আসার ঠিক দু'বছর পর আবার দার্জিলিং থেকে আবার রওনা দিলেন শরৎচন্দ্র ও উগ্যেন। আগেরবারের মত প্রথমে তাশিলুনপোয় পরিচিতদের সঙ্গে মিলিত হলেন। তারপর তিব্বতের রাজধানী লাসায় পৌঁছে প্রধান লামার আতিথ্য গ্রহণ করলেন। একের পর এক বিচিত্র ঘটনার সাক্ষী হলেন তিনি। যেগুলি তিনি সযত্নে তাঁর নোটবুকে লিখতে থাকলেন। দু'মাস লাসায় থাকতে থাকতে একদিন সকালে পরিচিত এক তিব্বতি লামা শরৎকে নিয়ে গেলেন তিব্বতের বিখ্যাত পোতালা প্রাসাদের অভ্যন্তরে। সেখানেই থাকেন দলাই লামা। আট বছর বয়সী শিশু ত্রয়োদশ দলাই লামাকে দর্শন করলেন শরৎ। এদিকে হঠাৎ করে লাসায় দুরারোগ্য মহামারী ছড়িয়ে পড়ল। শরৎ একরাতেই লাসা ছেড়ে ভারতের পথে পাড়ি দিলেন। শরতের লাসা ত্যাগের কয়েকদিন পরই তিব্বতের প্রশাসন তাঁর তিব্বত প্রবেশ সম্পর্কে জেনে যায় এবং তাঁকে আটক করার জন্য সীমান্তে পরোয়ানা পাঠায় কিন্তু তার আগেই শরৎ তিব্বত সীমান্ত অতিক্রম করে দার্জিলিং পৌঁছে যান। পরে লাসায় তাঁকে আশ্রয় দানকারী প্রধান লামা এবং আরও অনেক তিব্বতীকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়।

শরৎচন্দ্র দাসের এই অভিযান নিয়ে দুধরনের মতামত আছে। কেউ বলেন তিনি ব্রিটিশদের গুপ্তচর হিসেবে তিব্বত গেছিলেন আবার কেউ বলেন শরৎ নিছক অ্যাডভেঞ্চারের নেশাতেই তিব্বত গেছিলেন। শরৎচন্দ্রের তিব্বত অভিযানের পুরস্কার হিসেবে ভিক্টোরিয়ার প্রাসাদ থেকে ইংল্যাণ্ডের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পদক সিআইই-তে ভূষিত করা হয় এবং 'রায় বাহাদুর' খেতাব দেওয়া হয়। দেওয়া হয় 'অর্ডার অব ইন্ডিয়ান এম্পায়ারে'র মত খেতাব। হিমালয়ের খুঁটিনাটি অজানা ভৌগোলিক তথ্য আবিষ্কারের জন্য শরৎকে সম্মানিত করে লণ্ডনের রয়্যাল জিয়োগ্রাফিক সোসাইটি। কলকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় তাঁর লেখালিখি খুলে দেয় তিব্বত ও বৌদ্ধ সংস্কৃতি চর্চার নতুন দিগন্ত। শরৎ নিজে হাতে তৈরি করেন তিব্বতি-ইংরেজি ভাষার অভিধান। অভিযান তাঁর থামেনি। শরৎ থাইল্যান্ডে গিয়ে বক্তৃতা দিয়েছেন। বৌদ্ধ শাস্ত্রচর্চার জন্য তাঁকে খেতাব দিয়েছেন সেখানকার রাজা। মৃত্যুর দু'বছর আগেও বৌদ্ধশাস্ত্র ও সংস্কৃতি ঘাঁটতে তিনি পাড়ি দেন জাপান। তিব্বতকে বড্ড ভালোবেসে ফেলেছিলেন শরৎ। শেষজীবনে তাই দার্জিলিংয়ে বাড়ি বানিয়ে তার নাম রাখলেন 'লাসা ভিলা'।

গতি নয়, কৌশলই রাজনীতির চালিকাশক্তি

বিশেষ প্রতিবেদক

'গতি নয়, কৌশলই রাজনীতির চালিকাশক্তি।' বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করতে গেলে কেবল নীতিনির্ধারণ বা ঘোষণার গতি দিয়ে তার কার্যকারিতা বা সাফল্য মাপা যায় না। অনেক সময় দেখা যায়, প্রচারের তীব্রতা এবং ঘোষণার আকস্মিকতা আমাদের বিভ্রান্ত করে ফেলে, যেন রাষ্ট্র চলেছে দুরন্ত গতিতে, প্রতিটি সিদ্ধান্তই যেন এক অভাবনীয় সাফল্যের পথে নিয়ে যাচ্ছে দেশকে। কিন্তু আসল প্রশ্ন হল;এই সিদ্ধান্তগুলি আদতে কেমনভাবে নেওয়া হচ্ছে, কোন যুক্তি বা পরিকল্পনার ভিত্তিতে সেগুলি দাঁড় করানো হচ্ছে, কতটা জনমুখী বা টেকসই? এখানেই উঠে আসে 'গেম থিওরি'-র গুরুত্ব। গেম থিওরি বা কৌশলগত বিশ্লেষণ রাজনীতিকে ব্যাখ্যা করার এক অত্যন্ত কার্যকর পদ্ধতি। অর্থনীতিতে, সমাজবিজ্ঞানে এবং সামরিক কৌশলে বহুদিন ধরেই এর প্রয়োগ হয়ে আসছে। কিন্তু ভারতীয় রাজনীতিতে এই তত্ত্বের প্রয়োগ আজকের দিনে হয়ে উঠেছে আরও প্রয়োজনীয়। বিশেষ করে কেন্দ্রীয় সরকারের নীতিনির্ধারণ, রাজ্যগুলির সঙ্গে তাদের সম্পর্ক এবং বিরোধীদের প্রতি তাদের অবস্থান;এই সব ক্ষেত্রেই আমরা দেখছি 'গতি' নয়, বরং অত্যন্ত কৌশলী পরিকল্পনার ছায়া। ধরা যাক, হঠাৎ করেই কেন্দ্রীয় সরকার একটি আইন প্রস্তাব নিয়ে আসে, যেটি অতীতে বহুবার বিরোধিতা হয়েছে কিংবা আদালতে চ্যালেঞ্জ হয়েছে। তা সত্ত্বেও সরকার সেই বিল নিয়ে আসে এমন সময়ে, যখন বিরোধীরা হয় সাংগঠনিকভাবে দুর্বল, নয়তো অন্য ইস্যু নিয়ে ব্যস্ত। আবার সেই বিল নিয়ে সংসদে বিরোধীদের প্রতিবাদ হলে সরকার দাবি করে, বিরোধীরা উন্নয়নের পথে বাধা সৃষ্টি করছে। এই পুরো প্রক্রিয়াটিই যেন একটি পূর্বপরিকল্পিত চাল;একধরনের 'গেম থিওরি'-র ফলাফল। গেম থিওরির মূল কথা হল;যেকোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজের প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতিক্রিয়া কেমন হতে পারে, তার পূর্বাভাস তৈরি করা এবং সেই অনুযায়ী নিজের পদক্ষেপ সাজানো। এই ধারণা থেকেই একটি বিশেষ 'স্ট্র্যাটেজিক মুভ' নির্ধারিত হয়, যেখানে সময়, পরিস্থিতি এবং প্রতিপক্ষের দুর্বলতা সবকিছু মেপে পদক্ষেপ নেওয়া হয়। কেন্দ্রীয় রাজনীতিতে এই ধরনের 'স্ট্র্যাটেজিক মুভ' দিনের পর দিন আরও স্পষ্ট হয়ে উঠছে। এমন নয় যে, অতীতে এই কৌশল ব্যবহৃত হয়নি। কংগ্রেস জমানায় বা অন্য আঞ্চলিক শক্তির দখলে থাকা সরকারের সময়েও অনেক সময় রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত কৌশলগতভাবে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে এই কৌশল যেন একটি পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে শাসকের হাতে। আইনসভা থেকে শুরু করে নীতি পরিকল্পনা, এমনকি তদন্ত সংস্থাগুলির ভূমিকা;সব ক্ষেত্রেই এই 'গেম থিওরি'-র স্পষ্ট প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। বিরোধীদের বিভাজন ঘটানো, মিত্রদের মধ্যে প্রতিযোগিতা সৃষ্টি করা, কিছু রাজ্য সরকারকে আচমকা আর্থিক সাহায্য দিয়ে রাজনৈতিক অনুগত্য অর্জন করা কিংবা হঠাৎ করেই কোনও অপ্রীতিকর আইনি পদক্ষেপের মাধ্যমে বিরোধী নেতার ভাবমূর্তি নষ্ট করা; এসব কোনওটিই বিচ্ছিন্ন নয়। বরং এটি একটি বিস্তৃত পরিকল্পনার অঙ্গ, যার উদ্দেশ্য হল রাজনৈতিক বিরোধিতাকে নিয়ন্ত্রণে রাখা এবং ক্ষমতার কাঠামো আরও দৃঢ় করা। গতি এখানে কেবল বাহ্যিক। যেভাবে আমরা দেখি, একের পর এক প্রকল্প উদ্বোধন, নীতি ঘোষণা, নয়া পরিষেবা চালু হচ্ছে;সব কিছু যেন দুরন্ত গতিতে চলছে। কিন্তু এই গতির আড়ালে রয়েছে এক সুপরিকল্পিত সময়সূচি, যেখানে প্রতিটি পদক্ষেপের পেছনে রয়েছে প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতিক্রিয়া অনুধাবনের চর্চা। উদাহরণস্বরূপ, নির্বাচনের ঠিক আগেই কৃষকদের জন্য আর্থিক প্যাকেজ ঘোষণা, বা কোনও গুরুত্বপূর্ণ রাজ্যে নির্বাচনের আগে উন্নয়ন প্রকল্পের ধারা বেগবান করা; এই সবই নির্বাচনী কৌশলের অন্তর্ভুক্ত। আসলে গেম থিওরি বলছে, প্রতিটি পক্ষই নিজের অবস্থান রক্ষায় ও শক্তিবৃদ্ধিতে সচেষ্ট থাকে। কিন্তু যিনি কৌশলটা ভাল বোঝেন, যিনি প্রতিপক্ষের পদক্ষেপ আগে থেকে অনুমান করতে পারেন এবং সেই অনুযায়ী নিজের অবস্থান পাল্টাতে পারেন, তিনিই আসলে জয়ী হন। ভারতীয় রাজনীতিতে শাসকের পক্ষ থেকে এই কৌশল আজকাল অনেক বেশি সংগঠিতভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে। এই বাস্তবতায় বিরোধীদের অবস্থান হয়ে উঠছে ক্রমশ দুর্বল। কারণ বিরোধীরা হয়তো এখনও প্রচলিত রাজনৈতিক যুক্তি ও প্রতিবাদের কাঠামোর মধ্যে আবদ্ধ। তারা এখনও বিশ্বাস করে গঠনমূলক সমালোচনা, সংবাদ মাধ্যমের সহানুভূতি অথবা সামাজিক আন্দোলনের শক্তিতে। কিন্তু শাসক যখন একাধিক স্তরে কৌশল প্রয়োগ করছে;প্রচার, সংস্থা, প্রশাসন, অর্থনীতি;তখন ঐতিহ্যগত পদ্ধতিতে তার মোকাবিলা করা ক্রমশ কঠিন হয়ে উঠছে। তবে কৌশল যদি হয় ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ এবং রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে দুর্বল করার হাতিয়ার।

'মেঘে ঢাকা তারা' ছবিতে সুপ্রিয়া দেবী যে ত্যাগ স্বীকার করেন বাস্তব জগতে একই ত্যাগ

বিশেষ প্রতিবেদক

থার্ড ওম্যান, রক্ষিতা, অবৈধ, উত্তমসঙ্গিনী... বাড়তি। এই শব্দগুলো ব্যবহার করে বাঙালি চলচ্চিত্রপ্রেমী দর্শকদের একাংশ এক দেবীকে অপমান ও লাঞ্ছনা করে আসছে সেই কবে থেকে। তিনি সুপ্রিয়া দেবী। তবে বিশেষ কিছু বাঙালি ওঁকে দেবী বলে সম্বোধন

করলেও, দেবীর লেশমাত্র সম্মান বা ভালবাসা ওঁকে দেয়নি ।তবু তিনি তো দেবী, তাই হাজার অপমান, অশ্রদ্ধা তাঁর গায়ে লাগেনি। তিনি পরচর্চার পাঁকে পদ্ম হয়েই ফুটে রয়েছেন।

আসলে বাঙালি সমাজে পরচর্চার কেন্দ্রবিন্দু তিনি বহুদিন ধরেই। সমাজ তাঁকে থার্ড ওম্যান বলেছে। অথচ এভাবে তাঁকে তৃতীয় নারী বলার কোনও জায়গাই নেই। ছিল না কখনও। কিন্তু আমাদের সমাজের অলিখিত নিয়ম, কোনও বৈবাহিক সম্পর্কে নারী প্রবেশ করা মানেই সমাজের চোখে সব দোষের ভাগী সেই 'দুসরি অউরত' বা তৃতীয় নারীটি। কিন্তু এক হাতে কি তালি বাজে?

সুপ্রিয়া কারও সংসার ভাঙেননি। যতই মধ্যবিত্ত মানসিকতার মহিলারা সে কথা বলুন না কেন, আসলে উত্তমই এসেছিলেন সুপ্রিয়ার কাছে। সে রাতটা ছিল ১৯৬৩ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর। সেদিন উত্তমের প্রথমা স্ত্রী গৌরী দেবীর জন্মদিন। ভবানীপুরের বাড়িতে আনন্দ-উৎসব হচ্ছিল। হঠাৎ অশান্তির ঝড় উঠল। সন্দেহপ্রবণ গৌরীর কুকথা সহ্যের সীমা ছাড়াল উত্তমের। তখনই এক জামাকাপড়ে রাত সাড়ে দশটা -এগারোটায় উত্তম বেরিয়ে গেলেন বাড়ি ছেড়ে, গাড়ি নিয়ে। সেদিন সারারাত পথেই কেটেছিল তাঁর। সে রাতই মহানায়কের জীবনে নতুন অঙ্কের সূচনাপট।

উত্তম পরে লিখেছেন, দর্শক, প্রযোজক, পরিবেশক মহল আমার কাছে অনেক প্রত্যাশা করেন। তাই প্রথমেই আমি চাইলাম মানসিক প্রশান্তি। যা পেলে আমি কাজ করতে পারি। মনের সঙ্গে যুদ্ধ করে হাজির হয়েছিলাম ময়রা স্ট্রিটে। বেণুকে বলেছিলাম, তুমি ময়রা স্ট্রিটে ফ্ল্যাট নেওয়ার পর থেকে অনেকদিন আমাকে আসতে বলেছিলে। আজ এসেছি, তুমি আমাকে আশ্রয় দেবে? তৎক্ষণাৎ একা মহিলা হয়েও বেণু বিস্ময় ও মমতা দুই নিয়ে হাসি মুখে দরজা খুলে আমায় আশ্রয় দিয়েছিল। সেই থেকে ময়রা স্ট্রিটে আমি সতেরোটি বছর। যা ছিল তখন আমার মানসিক শান্তির তুলনাহীন তীর্থ। তবে নিয়মিত যোগাযোগ রেখেছি মা, গৌরীর সঙ্গে।

১৯৬৩ সালের পৌষ মাসে শালগ্রাম শিলাকে সাক্ষী রেখে উত্তম কুমার ও সুপ্রিয়া দেবীর বিবাহ হয়। পৌষ মাসে বিয়ে হয় না, কিন্তু ওঁদের হয়েছিল। সুপ্রিয়ার বাবা গোপাল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সুপ্রিয়ার বড় জামাইবাবু বনফুল, সাহিত্যিক আশুতোষ মুখোপাধ্যায়-সহ অনেকে উপস্থিত ছিলেন। সুপ্রিয়াকে সিঁদুর পরিয়ে ছোট গিন্নির সম্মান দেন উত্তম।

তবে সুপ্রিয়া কখনওই গৌরীদেবীর সংসার দখল করার বা অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবি করেননি। বরং অসুস্থ গৌরীদেবীকে রান্না করে পাঠাতেন সুপ্রিয়াই। কিন্তু আবেগ ও স্নেহের বশে সুপ্রিয়া যে ভুল করেছিলেন, সুচিত্রা সেন সেই ভুল করেননি। হয়তো তাই সুচিত্রা 'দেবী' হয়ে রয়ে গেলেন জনমানসে, আর সুপ্রিয়া 'দেবী' হয়েও তা রইলেন না।

সুচিত্রা উত্তমকে ফিরিয়ে দিলেও, সুপ্রিয়া কিন্তু তাঁর কেরিয়ারের পূর্ণবিকাশের শ্রেষ্ঠ সময়টা দিয়ে দিলেন উত্তম কুমারকে। উত্তমকে আশ্রয় দিয়ে তাঁর জীবনে হয়ে উঠলেন উত্তমময়ী। আবেগের তোড়ে ভেসে গেলেন সুপ্রিয়া। তাঁর নিজের আমিত্ব হারালেন, উত্তুঙ্গ ফিল্মি কেরিয়ার জলাঞ্জলি দিলেন। সঙ্গে সমাজের চোখে রক্ষিতা ও সঙ্গিনী হয়ে উঠলেন।

যে বেণু 'মেঘে ঢাকা তারা'র নীতা করেছেন, 'কোমল গান্ধার' করেছেন, 'স্বরলিপি', 'স্বয়ম্বরা' করেছেন, কিশোর কুমার ও ধর্মেন্দ্রর নায়িকা, সাহসী আম্রপালী করে ঝড় তুলেছেন, তিনি কেন উত্তমমাটির উপর নিজের জীবন দাঁড় করালেন! যেসব ছবিতে সুপ্রিয়া নায়িকা নন, উত্তমের সেসব ছবির আউটডোরেও তিনি যেতেন, ভাল ভাল রান্না করতেন ও সবাইকে খাওয়াতেন। উত্তমের জন্য রাঁধতেন হালকা, সুস্বাদু রান্না। হয়তো কিছুটা উত্তমের উপর নিজের অধিকার বজায় রাখতেও যেতেন।

কিন্তু সে যাই হোক, উত্তমের সেবিকা হওয়া ছাড়াও নিজের অভিনয় দাপট কেন জলাঞ্জলি দিলেন সুপ্রিয়া? নিজের যোগ্যতায় নিজের মাটি রাখার ক্ষমতা তাঁর ছিল। যে অসীম সময় তিনি উত্তম আবেগে ভাসিয়ে দিয়েছেন সেই সময় একটু নিজেকে দিতে পারতেন। ছবি করতে পারতেন আরও। তাঁর ন্যাচারাল অ্যাক্টিং ক্ষমতা ছিল, ক্লাসিকাল নৃত্যের তালিম ছিল। বার্মার প্রধানমন্ত্রী থাকিন নু বেণুকে রুপোর চামচ দিয়েছিলেন পুরস্কার নৃত্যকলায় প্রথম হওয়ায়। বাংলা সিনেমায় হলিউড স্টাইল আনেন বেণুই। এই সবই উত্তম আলোকে ঢাকা পড়ে গেল। মেঘে ঢাকা পড়ে গেলেন 'আম্রপালী' তারা। যে সব দর্শকেরা ঋত্বিক ঘটকের মেঘে ঢাকা তারা ছবিটা দেখেছেন তার নিশ্চয় সুপ্রিয়া দেবীর উচ্চ অভিনয়কে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। ছবিতে সুপ্রিয়া দেবী যেভাবে নিজের জীবনকে বিলিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর মা বাবা ভাইবোনাদেরকে রক্ষা করতে ঠিক সেই রকমভাবে বাস্তব জগতেও তিনি উত্তম কুমারকে রক্ষা করতে নিজের জীবনটাকে বিলিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর সেই জীবনদানকে সমাজ স্বীকতি না দিলেও বিধাতা স্বীকৃতি দিয়েছেন।

পাঠকদের কলমে আজাদ হিন্দ ব্যাঙ্ক

দেবেন্দ্রলাল সরকার

আজাদ হিন্দ ব্যাঙ্কের ইতিকথা। ৫এপ্রিল, ১৯৪৪। প্রতিষ্ঠিত হলো আজাদ হিন্দ ব্যাঙ্ক। রেঙ্গুনে নেতাজির বাণী সারা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নরনারীকে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে জাতীয়তাবাদে জ্বালিয়ে দিয়েছিল। তিনি বলেছিলেন, সর্বাত্বক যুদ্ধের জন্য সর্বস্ব পণ। দেশের স্বাধীনতার যুদ্ধের জন্য সব দিয়ে দাও। তাঁর অমোঘ নির্দেশে সকলে ঝাপিয়ে পড়েছিলেন এবং নিজেদের সর্বস্ব উজাড় করে দিয়েছিলেন প্রিয় নেতাজির আজাদ হিন্দ ব্যাঙ্কে। মঙ্গলসূত্র পর্যন্ত দিয়েছিলেন মা-বোনেরা। যার পরিমান ছিলো কিছুটা এমন - ১) ১৩০ কিলো সোনা। (যার মধ্যে ১৯৪৪ সালে ২৩ শে জানুয়ারি তাঁর জন্মদিনে তাঁর মতের বিরুদ্ধে জনগণ তাদের প্রিয় নেতাজিকে সোনা দিয়ে ওজন করে উপহার দিয়েছিলেন, সেটাই প্রায় ৮৫ কিলো)। ২) আজাদ হিন্দ ব্যাঙ্কে ৪২ কোটি টাকা ও ২৯০০ সোনার সিক্কা।৩) হিটলারের দেওয়া সোনার সিগারেট কেস, তোজো (জাপানের প্রধানমন্ত্রী) ও মুসোলিনির (ইতালির প্রধানমন্ত্রী) দেওয়া বিভিন্ন দামি উপহার। ৪) ১৮৪০০ ক্যারেটের পান্না, যার বর্তমান আনুমানিক মূল্য ৬০ লাখ আমেরিকান ডলার। ৫) ১৭৮৮০ ক্যারেটের পান্নার বুদ্ধ মুর্তি, যার বর্তমান মূল্য আন্দাজ করাই যাচ্ছে না। ৬) ১৪৭০০ ক্যারেটের ১৭০০ বছর পুরনো পান্নার বুদ্ধমুর্তি, যার বর্তমান মূল্য ১৫ লাখ আমেরিকান ডলার। পুরো সম্পত্তির বর্তমান মূল্য দাড়ায় ৯০০ ক্রোড় আমেরিকান ডলার। এই বিপুল সম্পত্তি কোথায় গেলো জানেন? ১৮ আগস্ট ১৯৪৫ এর সেই নাটকীয় বিমান দূর্ঘটনার পরেই সাত দিনের মধ্যেই জাপান সমস্ত সম্পত্তি নেতাজির আজাদ হিন্দ ফৌজেরই রামামুর্তী ও আইয়ারের হাতে দিয়েছিল। গদ্দার রামামুর্তী ও আইয়ার সেই সম্পত্তি নয়ছয় করতে থাকলে জাপান পর পর তিনবার ভারত সরকারকে সরকারি ভাবে তা জানান, কিন্তু নেহেরু তাদের বিরুদ্ধে ব্যাবস্থা নেওয়া তো দূর, শয়তান দুটিকে পুরুস্কৃত করেন।

পর্দার আড়ালে কি হয়েছিল জানেন? ১৯৪৬ সাল । নেহেরু সিঙ্গাপুর যায় আসলে ঐ সম্পত্তি ভাগাভাগি করতেই। লর্ড মাউন্ট ব্যাটন ও নেহেরুর মধ্যে সেই সম্পত্তি ভাগ হয় এবং দুই গদ্দার রামামুর্তি ও আইয়ার কিছু পায়। তাই নেহেরু সিঙ্গাপুর গিয়েও আজাদ হিন্দ স্মৃতিসৌধে মালা দিতে যান নি,এমনকি মাউন্ট ব্যাটন ঐ স্মৃতিসৌধ ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দিলেও তার প্রতিবাদ করেন নি।

এই জন্যই কি নেহেরুর পরিবারের বর্তমান সম্পত্তি ইংল্যান্ডের রানী এলিজাবেথের থেকেও বেশি..! নেতাজির অক্লান্ত পরিশ্রমের টাকা, যা দেশকে ভালোবেসে, প্রিয় নেতাজিকে ভালোবেসে, স্বাধীনতার লক্ষ্যে সকলে সর্বস্ব দিয়েছিল, এমনকি মঙ্গল-সূত্র পর্যন্ত বাদ রাখেনি, সেই টাকা ভোগ করেছে ঐ নেহেরু। নেতাজি কথা রেখেছিলেন, স্বাধীনতা দিয়েছেন আমাদের। এবার আমাদের পালা তাঁকে তাঁর প্রাপ্য সন্মান ফিরিয়ে দেবার এবং সত্য ইতিহাস সকলের সামনে মেলে ধরাব। তথ্যসূত্রঃ 'আমি সুভাষ বলছি', 'সুভাষ ঘরে ফেরে নাই' 'নেতাজির ২০১ টা ফাইল যা কেন্দ্র সরকার সার্বজনিন করেছে এবং হিস্টরিক্যাল চ্যানেলের হিস্টোরিয়ানদের documentarı...ইত্যাদি। এখনও এই বিষয়ে অনুসন্ধান হচ্ছে

দক্ষিণ দিনাজপুরে গুলি করে ব্যবসায়ীর টাকার ব্যাগ ছিনতাই দুষ্কৃতীদের

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ দিনাজপুর, ২২ জুলাই ঃ রাতের আঁধারে ব্যবসায়ীকে লক্ষ্য করে শুটআউট দক্ষিণ দিনাজপুরে বংশীহারিতে। দুষ্কৃতীদের হাতে গুলিবিদ্ধ হয়ে আপাতত মালদা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ওই ব্যবসায়ী। আক্রান্ত ব্যবসায়ীর নাম মনোজিত সরকার। তাঁর বাড়ি দক্ষিণ দিনাজপুরের বুনিয়াদপুরে। ব্যবসায়িক সূত্রে প্রায় রোজ মালদার গাজোলে যাতায়াত রয়েছে তাঁর। কাঁচা সবজির ব্যবসা করেন তিনি। প্রতিদিনের মতো সোমবারও এসেছিলেন গাজোলে। দিনভর বেচাকেনার পর সমস্ত পাওনা আদায় করে টাকার ব্যাগ নিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন। ছোট চারচাকার গাড়ি নিজেই চালাচ্ছিলেন। হরিরামপুর থানা এলাকার মেহেদিপাড়া থেকে ফেরার পথেই ঘটে বিপত্তি। সময় তখন রাত প্রায় ৯টা। দুটি বাইক চড়ে চারজন দুষ্কৃতী তাঁকে অনুসরণ করছিল। কর্ণপাড়া মোড়ের কাছে আসতেই ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি ছুটে আসে মনোজি মণ্ডলকে লক্ষ্য করে। একটি গুলি চোয়াল ছুঁয়ে বেরিয়ে গেলেও গলায়, কাঁধে, পিঠে গুলি লাগে। গাড়ির ভিতরে তিনি লুটিয়ে পড়েন। এরপরই দুষ্কৃতীরা টাকার ব্যাগ ছিনতাই করে পালিয়ে যায় বলে জানা যাচ্ছে। তাঁর শারীরিক অবস্থা কিছুটা সংকটজনক বলে জানা যাচ্ছে। অস্ত্রোপচার করা হবে বলে সূত্রের খবর। কে বা কারা এমন ঘটনা ঘটাল, তার তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

মহাত্মা গান্ধী রোড মেট্রো স্টেশনে অতিরিক্ত পানীয় জল সরবরাহ সুবিধা উদ্বোধন

কলকাতা, ২২ জুলাই ঃ মেট্রো যাত্রীদের জন্য সুখবর! মেট্রো প্রাঙ্গণে যাত্রী সুবিধা আরও উন্নত করার জন্য, আজ অর্থাৎ ২২.০৭.২০২৫ তারিখে ব্লু লাইনের মহাত্মা গান্ধী রোড মেট্রো স্টেশনে অতিরিক্ত পানীয় জল সরবরাহ সুবিধা উদ্বোধন করা হয়েছে। শ্রী কে. জে. দেব মণ্ডল, অ্যাজেনবর্গ মেট্রো রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী পি. উদয় কুমার রেড্ডি এবং অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে সরবরাহের এই অতিরিক্ত উৎসের উদ্বোধন করেন। এই উৎস মহাত্মা গান্ধী রোড মেট্রো স্টেশন ব্যবহারকারী সকল যাত্রীদের জন্য পানীয় জল সরবরাহ নিশ্চিত করবে। এটি নিশ্চিত

করার জন্য, এই স্টেশনে ২০,০০০ লিটার ধারণক্ষমতার একটি ভূগর্ভস্থ জলের ট্যাঙ্ক তৈরি করা হয়েছে। পানীয় জল সরবরাহের এই অতিরিক্ত উৎসের উদ্বোধনে শ্রী রেড্ডি আনন্দ প্রকাশ করেছেন। কলকাতার মেট্রো রেলওয়ের সমগ্র ব্লু লাইনের জন্য বিদ্যমান ১১ কেভি থেকে ৩৩ কেভিতে বিদ্যুৎ সরবরাহ নেটওয়ার্ক উন্নীত করার জন্য, বেলগাছিয়ায় ব্লু লাইনের প্রাচীনতম ১১ কেভি সাব-স্টেশনগুলির মধ্যে একটিকে আজ অর্থাৎ ২২.০৭.২০২৫ তারিখে গ্যাস ইনসুলেটেড সুইচ গিয়ার সহ একটি নতুন ৩৩ কেভি ট্র্যাকশন সাব-স্টেশন দ্বারা প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। মেট্রো রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী পি. উদয় কুমার রেড্ডি এবং অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে শ্রী বিশ্বজিত রায়, সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার এই সাব-স্টেশনটির উদ্বোধন করেন। ৩৩ কেভি নেটওয়ার্কে এই আপগ্রেডেশনের একাধিক সুবিধা রয়েছে। এটি সুইচগিয়ার / সরঞ্জামের সংখ্যা হ্রাস করে নির্ভরযোগ্যতা উন্নত করবে। উচ্চ ভোল্টেজে বিদ্যুৎ বিতরণের কারণে কেবলগুলিতে বিতরণ ক্ষতিও হ্রাস পাবে। সিস্টেমটি ১২ টি পালস রেক্টিফায়ার ব্যবহার করে, ট্রান্সফরমারগুলিতে কোর লসও উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাবে যার ফলে আরও বিদ্যুৎ সাশ্রয় হবে। এই প্রতিস্থাপনের ফলে প্রায় ৩৩ কেভি ট্র্যাকশন সাব-স্টেশন সাশ্রয় হবে। পুরো ব্লু লাইনের জন্য সরঞ্জাম প্রতিস্থাপন খরচ এবং মূলধনী শক্তি সাশ্রয় খরচের জন্য ৩৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এই অতিরিক্ত ক্ষমতা ভবিষ্যতে হ্রাসপ্রাপ্ত অগ্রগতির দিকে প্রথম পদক্ষেপ। উল্লেখ্য যে, স্বাভাবিক মেট্রো পরিষেবাগুলিকে প্রভাবিত না করেই সমগ্র উন্নীতকরণের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। খুব শীঘ্রই দমদমের ট্র্যাকশন সাব-স্টেশনটিও উন্নীত করা হবে।

পৌরসভার অনুমতি ছাড়াই জলের পাইপলাইন সংযোগের কাজ করার অভিযোগ, আটক ২

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২২ জুলাই ঃ বেলুড়ের গিরিশ ঘোষ রোডে বালি পৌরসভার অনুমতি ছাড়াই গভীর রাতে রাস্তা খুঁড়ে জলের পাইপলাইন সংযোগের কাজ করার অভিযোগ, আটক ২। এবার খোদ হাওড়ার বালি পৌরসভার জল 'চুরি'র অভিযোগ উঠল। অভিযোগ, বেআইনিভাবে পৌরসভার পাইপলাইনে জলের সংযোগ করা হচ্ছিল। এই ঘটনা দেখে প্রতিবাদ করেন এলাকার মানুষ। তাঁরাই পুলিশে খবর দেন। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ ২ জনকে আটক করেছে। ঘটনাটি ঘটেছে বেলুড় থানা এলাকার গিরিশ ঘোষ রোডে। এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ, বালি পৌরসভার অনুমতি ছাড়াই গভীর রাতে রাস্তা খুঁড়ে জলের পাইপলাইন সংযোগের কাজ করা হচ্ছিল। এই দেখে এলাকার মানুষ প্রতিবাদ করেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও কাজ বন্ধ হয়নি বলে অভিযোগ। কাজ বন্ধ হচ্ছে না দেখে এরপর বেলুড় থানার দ্বারস্থ হন এলাকাবাসীরা। তাঁরা থানায় লিখিত অভিযোগ করেন। অভিযোগ পেয়েই ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছান বেলুড় থানার পুলিশ। সেখান থেকে ২ জনকে আটক করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। পুলিশের তরফ থেকে জানানো হয় বালি পৌরসভাকে। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, এখানে বেআইনিভাবে জলের সংযোগ করা হচ্ছিল। পৌরসভার কোনও অনুমতি নেওয়া হয়নি। বিষয়টি চোখে পড়তেই পুলিশের কাছে লিখিত অভিযোগ জানানো হয়। প্রাক্তন কাউন্সিলর রিয়াজ আহমেদ বলেন, যারা এমন কাজ করেছেন তদন্ত করে দেখছি। ভবিষ্যতে যাতে এমন না হয় সেই ব্যাপারে আমরা লক্ষ্য রাখব। পৌরসভার কাছে অভিযোগ পেলেই এই ঘটনার সঙ্গে যুক্তদের গ্রেফতার করা হবে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

আদালতের নির্দেশে খাটাল উচ্ছেদ শুরু ডানকুনিতে

দুরন্ত বার্তা, ডানকুনি, ২২ জুলাই ঃ ডানকুনি খালের পাশে শতাধিক খাটাল ছিল, তা সরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইবুনাল। সেই নির্দেশ অনুযায়ী মঙ্গলবার সকাল থেকে বুলডোজার চালানো হয়। ৭০০ খাটালে প্রায় প্রচুর মানুষ কাজ করেন। প্রতিবেশীরা আশঙ্কায় ভুগছেন। শুধু তাই নয়, রাজ্য জুড়ে দুধের অভাব ঘটতে পারে বলেও আশঙ্কা করা হচ্ছে। আদালতের নির্দেশে উচ্ছেদ শুরু ডানকুনিতে। মঙ্গলবার সকাল থেকে রাজ্য জুড়ে দুধে ঘাটতির আশঙ্কা তৈরি হচ্ছে। খাটাল মালিকরা বলছেন, এই এলাকায় প্রায় ৭০০ টি খাটাল আছে। প্রতিদিন সেখানে যে দুধ উৎপন্ন হয়, তা রাজ্য জুড়ে সরবরাহ করা হয়ে থাকে। তাই খাটাল বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে বুধবার থেকেই দুধের সঙ্কট দেখা দিতে পারে রাজ্য জুড়ে। খাটাল মালিকদের দাবি, উচ্ছেদ না করে প্রশাসনের পক্ষ থেকে বর্জ্য ফেলার চেম্বার ও নিকাশির উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করলে কয়েক হাজার পরিবার উপকৃত হত। ১৯ জুলাইয়ের মধ্যে খাটাল সরানোর সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু খাটাল সরিয়ে নেওয়ার কোনও উদ্যোগ দেখাননি খাটাল মালিকরা। এদিন সকাল থেকে উচ্ছেদ অভিযান শুরু হয়েছে। প্রচুর পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে এলাকায়। ডানকুনি পুরসভার কর্মীরা, প্রাণী সম্পদ দফতরের চিকিৎসক সহ প্রশাসনের বিভিন্ন দফতরের কর্মীরা উপস্থিত রয়েছেন। উল্লেখ্য বিগত কয়েক বছর ধরে ডানকুনি খালের দুই পারে গজিয়ে উঠেছে অবৈধ খাটাল। ডানকুনি খালের ধারে প্রায় দুই কিলোমিটার এলাকা জুড়ে অবৈধভাবে শতাধিক খাটাল গড়ে উঠেছিল বলে অভিযোগ। তার ফলে ক্ষতি হচ্ছিল খালের! বর্তমানে প্রায় সাত আট হাজার গবাদি পশু রয়েছে সেখানে।

বাল্যবিবাহ রোধ ও স্কুল ছুটদের ফিরিয়ে আনতে আলোচনা সভা জামালপুরে

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ২২ জুলাই ঃ পূর্ব বর্ধমান জেলায় বাল্য বিবাহ রোধ

ও বিদ্যালয় ছুট পড়ুয়াদের পুনরায় স্কুলে ফিরিয়ে আনার উদ্যোগে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন জেলাশাসক (DM IAS) আয়েশা রাণী এ। তাঁর নির্দেশে প্রতিটি ব্লকের প্রশাসনিক আধিকারিকদের তত্ত্বাবধানে শুরু হয়েছে স্কুলভিত্তিক সচেতনতামূলক কর্মসূচি। এই উদ্যোগের অঙ্গ হিসেবে আজ জামালপুর হাই স্কুলে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রীদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হয় একটি আলোচনা সভা। সভার মূল উদ্দেশ্য ছিল বাল্য বিবাহের কুফল এবং পড়াশোনার গুরুত্ব তুলে ধরা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জামালপুরের বিধায়ক অলোক কুমার মাঝি, পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ মেহেমুদ খাঁন, এসআই অফ স্কুলস অরুণ কুমার মণ্ডল, এসআই (স্কুল) অনিন্দিতা সাহা, বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক প্রবীর কুমার নায়েক, বিশিষ্ট শিক্ষক পীযূষ কুমার দাস, সাংবাদিক-শিক্ষক অতনু হাজরা, শিক্ষানুরাগী অঞ্জন মুখার্জী ও অরূপ মল্লিক সহ অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকারা। বিধায়ক অলোক কুমার মাঝি ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে বলেন, বর্তমান সরকার কন্যাশ্রী, রূপশ্রী সহ একাধিক প্রকল্পের মাধ্যমে মেয়েদের শিক্ষায় উৎসাহ দিচ্ছে। আগামী দিনে তোমাদের মধ্য থেকেই কেউ ডাক্তার, কেউ শিক্ষক কিংবা প্রশাসনিক আধিকারিক হবে। তাই পড়াশোনাই হতে হবে প্রধান লক্ষ্য। মেহেমুদ খাঁন বলেন, জামালপুর থেকেই আজ বহু মেয়ে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অল্প বয়সে বিয়ে মানে অল্প বয়সে মাতৃত্ব, যা স্বাস্থ্য ও ভবিষ্যত-দু'টিকেই বিপন্ন করে। স্কুলে নিয়মিত আসা, সচেতন হওয়া, এগুলিই সমাজ পরিবর্তনের চাবিকাঠি। এসআই অরুণ মণ্ডল ড্রপআউট ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণ ও তার প্রতিকারের উপায় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি বলেন, বাল্য বিবাহ কখনোই সমাধান নয়, এটি সমস্যা। মেয়েদের স্বপ্ন দেখা বন্ধ করা চলবে না। এসআই অনিন্দিতা সাহা বলেন, সরকার তোমাদের পাশে আছে। তবে এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে হবে। প্রত্যেকই মনের মধ্যে দৃঢ় সংকল্প রাখতে হবে পড়াশোনার প্রতি নিষ্ঠা রাখার। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক প্রবীর কুমার নায়েক জানান, বিদ্যালয় ছুট পড়ুয়াদের ফিরিয়ে আনার জন্য স্কুল কর্তৃপক্ষ নিয়মিত কাজ করছে। বিদ্যালয়ে গঠিত কন্যাশ্রী ক্লাব এই কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিচ্ছে। তিনি ছাত্রীদের বৃত্তিমূলক শিক্ষার দিকেও মনোযোগ দেওয়ার পরামর্শ দেন। সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এই ধরনের কর্মসূচিকে বিদ্যালয়গুলিতে নিয়মিত আয়োজন করার জন্য পরামর্শ দেন সংশ্লিষ্ট আধিকারিকরা।

মালদা বিভাগ গবাদি পশুর উপর দৌড়ানো, মানুষের উপর দৌড়ানো এবং পাথর ছোঁড়ার ঘটনা রোধে সচেতনতা প্রচার

মালদা, ২২ জুলাই ঃ পূর্ব রেলওয়ের মালদা বিভাগ, বিভাগীয় রেল ব্যবস্থাপক শ্রী মনীশ কুমার গুপ্তের দক্ষ নেতৃত্বে, তার এখতিয়ার জুড়ে গবাদি পশুর উপর দৌড়ানো (CRO), মানুষের উপর দৌড়ানো (HRO), অ্যালার্ম চেইন টানা (ACP) এবং পাথর ছোঁড়ার ঘটনা রোধে সক্রিয়ভাবে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করছে। এই ধারাবাহিক প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে, মালদা বিভাগের রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনীর (RPF) কর্মকর্তা ও কর্মীরা সম্প্রতি ভাগলপুর-নাথনগর, সাহেবগঞ্জ স্টেশন এবং আশেপাশের এলাকা, হাঁসডিহা সেকশন এবং বিভিন্ন চলমান ট্রেন সহ সংবেদনশীল এলাকায় একাধিক সচেতনতামূলক কর্মসূচি পরিচালনা করেছে। প্রচারণা

চলাকালীন, জনসাধারণকে রেললাইন পার হওয়ার বিপদ সম্পর্কে সচেতন করা হয়েছিল এবং এই অভ্যাসের বিরুদ্ধে কঠোরভাবে পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। জনগণকে ট্র্যাকের কাছে শিশু বা পোষা প্রাণীকে প্রবেশ করতে না দেওয়ার এবং রেললাইনের কাছাকাছি গবাদি পশু চরাতে না দেওযার জন্যও সতর্ক করা হয়েছিল। চলন্ত ট্রেনে পাথর ছোঁড়া, ট্র্যাকে আবর্জনা ফেলা, রেললাইনে জিনিসপত্র রাখা, সিগন্যাল গিয়ারের সাথে কারচুপি করা এবং রেল অবকাঠামোর কাছে অন্যান্য অননুমোদিত কার্যকলাপের সাথে সম্পর্কিত আইনি প্রভাব এবং গুরুতর ঝুঁকির উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছিল। স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছিল যে এই ধরনের কাজ রেলওয়ে. আইনের অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধ এবং জননিরাপত্তা এবং ট্রেন পরিচালনার সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য গুরুতর হুমকি। মালদা বিভাগ জননিরাপত্তার প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং জনসাধারণের কাছ থেকে আরও ভাল সহযোগিতা নিশ্চিত করতে এবং যাত্রী এবং রেলওয়ে সম্পত্তির সুরক্ষা বৃদ্ধির জন্য ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় এই ধরনের সচেতনতামূলক অভিযান চালিয়ে যাবে।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে নিউ অটো ব্লক কমিশনিঙের সাথে ডিজিটাল রেলওয়ে নেটওয়ার্কের দিকে অগ্রসর

মালিগাঁও, ২২ জুলাই ঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ২১ জুলাই ২০২৫ তারিখে ২২.৯ রুট কিলোমিটার কভার করে আলুয়াবাড়ী - গাইসাল - পাঞ্জিপাড়া সেকশনে অটোমেটিক ব্লক সিগন্যালিং (এবিএস) সফলভাবে চালু করেছে, যা রেলওয়ের পরিকাঠামো আধুনিকীকরণ এবং পরিচালন দক্ষতা উন্নত করার চলমান প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। এই সেকশনে তিনটি স্টেশন আলুয়াবাড়ী রোড, গাইসাল এবং পাঞ্জিপাড়ার পাশাপাশি তিনটি অটো হাট এবং ১৪টি লেভেল ক্রসিং গেট রয়েছে। অতিরিক্তভাবে, সাতটি বিদ্যমান ইঞ্জিনিয়ারিং লেভেল ক্রসিং গেট নতুন অটোমেটিক সিগন্যালের সাথে ইন্টারলক করা হযেছে, যা লেভেল ক্রসিংগুলিতে সুরক্ষা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করেছে। এই গুরুত্বপূর্ণ বিকাশ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের বর্তমানের আধুনিকীকরণ প্রচেষ্টার অংশ, যার উদ্দেশ্য ট্রেন চলাচল বৃদ্ধি করা, হেডওয়ে হ্রাস করা এবং লাইনের ক্ষমতা উন্নত করা। এর মাধ্যমে, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে আমবাড়ী ফালাকাটা থেকে পাঞ্জিপাড়া পর্যন্ত ৮৭.৫৭ রুট কিলোমিটার এবিএস কভারেজ সম্পন্ন করেছে, যা আধুনিকীকরণের সংকেতের ক্ষেত্রে একটি বড় পদক্ষেপ। ওল্ড মালদা থেকে গুয়াহাটি পর্যন্ত ৭০২ কিলোমিটার

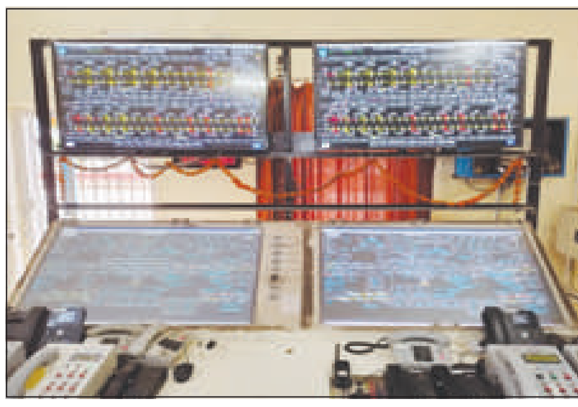

দীর্ঘ অংশের জন্য টোটাল অটোমেটিক ব্লক সিগন্যালিং কাজ অনুমোদিত হয়েছে। এর আগে, আলুয়াবাড়ী-আমবাড়ী ফালাকাটা সেকশনে ৬৬ কিলোমিটারের কাজ সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। আরও, পাঞ্জিপাড়া-ওল্ড মালদা, আমবাড়ী ফালাকাটা- জলপাইগুড়ী এবং নিউ কোচবিহার-জোরাই সেকশনগুলি ২০২৫-২৬-এর সময়কালে বাস্তবায়নের জন্য পরিকল্পনা করা হযেছে। বাকি সেকশনগুলিতে সক্রিযভাবে কাজ চলছে এবং অতি শীঘ্রই সম্পন্ন করা হবে। এই পর্যাযক্রমিক দৃষ্টিভঙ্গি আরও দক্ষ রেলওয়ে নেটওযার্কের জন্য পদ্ধতিগত, অঞ্চলব্যাপী সিগন্যালিং আপগ্রেডের প্রতি উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের প্রতিশ্রুতিকে প্রদর্শন করে। কমিশনিং-এর পর, নতুন সিগন্যালযুক্ত সেকশনে চলাচল করা প্রথম ট্রেন ২২৩০১ আপ হাওড়া-নিউ জলপাইগুড়ি বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ছিল, যা দুপুর ১.৪০ টায় পাঞ্জিপাড়া এবং দুপুর ১.৫৩ টায় গাইসাল অতিক্রম করে। পরবর্তীকালে, ২০৫০৩ ডাউন রাজধানী এক্সপ্রেস নতুন ব্যবস্থার অধীনে দুপুর ২.০৫ টায় আলুয়াবাড়ী হয়ে যাওয়া প্রথম ট্রেন হয়। এই উন্নয়নের সাথে, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে যাত্রীবাহী এবং মালবাহী উভয় ট্রেনের জন্য সুরক্ষিত, আরও নির্ভরযোগ্য এবং আরও দক্ষ ট্রেন চলাচল নিশ্চিত করার জন্য উন্নত রেলওয়ে প্রযুক্তি গ্রহণ করার প্রতি তার প্রতিশ্রুতি প্রদর্শন করে চলেছে।

ছাত্রীকে শ্লীলতাহানির অভিযোগ ঘিরে চাঞ্চল্য ভাতাড়ে, গ্রেপ্তার অভিযুক্ত

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব বর্ধমান, ২২ জুলাই ঃ ক্লাসের মধ্যেই ষষ্ঠ শ্রেনীর এক ছাত্রী কে শ্লীলতাহানির অভিযোগ স্কুল শিক্ষকের বিরুদ্ধে। ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই ক্ষোভে ফেটে পরে ভাতা।রে না।।য়নপুর এলাকা। মঙ্গলবার স্কুল প্রাঙ্গণে দাঁ।য়ে শিক্ষকের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখান অভিভাবক থেকে স্থানীয় বাসিঃদারা। বিক্ষোভকারীরা অভিযুক্ত শিক্ষকের কঠোর শাস্তি দাবি করেন। বিক্ষোভের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে ভাতা। থানার পুলিশ। ঘটনা টি ঘটেছে পূর্ব বর্ধমানের ভাতা। ব্লকের নারায়নপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে। অভিযোগ, ওয়ার্ক এডুকেশনের শিক্ষক শ্যামাপদ গায়েন স্কুলে প।।নোর অছিলায় ছাত্রীর গোপনাঙ্গে হাত দিয়েছিলেন। ছাত্রী এই ঘটনা বাড়িতে জানাতেই ক্ষোভে ফেটে পরে পরিবার-পরিজনেরা। তাদের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশ ওই শিক্ষককে আটক করে নিয়ে যায়। স্থানীয় ও বিশেষ সূত্রে জানা গেছে, অভিযুক্ত শিক্ষক ভাতারের না।।য়নপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে ওয়ার্ক এডুকেশনের শিক্ষক হিসাবে যোগ দেন কয়েক বছর আগে। তবে স্কুলে যোগ দেওয়ার পর থেকেই তিনি ছাত্রীদের প্রতি অস্বস্তিকর আচরণ শুরু করেন। অভিযোগ, তিনি ক্লাসে পড়ানোর অজুহাতে ছাত্রীদের গাযে.হাত দিয়ে অশ্লীল আচরণ করতেন। বিষয়টি প্রকাশ্যে না আসে তার জন্য তিনি ছাত্রীদের ভয়ও দেখাতেন এবং ছাত্রীরা সামাজিক লজ্জায় এবং কিছুটা ভয়ে কিছু বলতো না। তাই ঘটনা গুলি প্রকাশ্যে আসেনি। নাবালিকা ছাত্রীরা চুপ থাকায় সাহস বা।তে থাকে শিক্ষক শ্যামাপদ গায়েনের। তিনি ক্লাসের মধ্যেই এই ধরনের নক্কারজনক আচরণ চালিয়ে যান। মঙ্গলবার এক ছাত্রী সরাসরি শ্লীলতাহানির অভিযোগ তোলার পর এলাকায় খবর ছড়িয়ে পড়ে। ক্ষুব্ধ অভিভাবকরা স্কুলে জড়ো হযে.বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। বিক্ষোভকারীরাদের সামনে দিয়ে অভিযুক্ত শিক্ষককে নিয়ে যেতে কিছুটা বেগ পেতে হয় পুলিশকে। আরও জানা গেছে , আগেও স্কুলের এক ছাত্রীর সঙ্গে অশ্লীল আচরণের অভিযোগ উঠেছিল ওই শিক্ষকের বিরুদ্ধে। শেষমেষ এই ঘটনা কে ধামাচাপা দিতে ওই ছাত্রীকে বিয়ে করেন শ্যামাপদ গায়েন। স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেনীর ছাত্রীর শ্লীলতাহানির ঘটনা সম্বন্ধে কিছুই জানতেন না বলে জানান না।।য়নপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সব্যসাচী। তিনি বলেন, স্কুলে অভিভাবকদের বিক্ষোভের জেরেই জানতে পারেন সব ঘটনা। ওই শিক্ষক যদি দোষ করে থাকে তা আইনগত ভাবে যা ব্যবস্থা নেওয়ার নিক প্রশাসন। এ বিষয়ে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অর্ক ব্যানার্জী জানিয়েছেন, ছাত্রীর বাবা লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন। তদন্ত ইতিমধ্যে শুরু হয়েগিয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে পকসো আইনে শ্যামাপদ গায়েনের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করে বুধবার তাকে বর্ধমান জেলা আদালতে পাঠানো হবে।

বর্ধমানের 'কেশব ভোগ' চালের ব্র্যান্ড নকলের অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ২২ জুলাই ঃ পূর্ব বর্ধমান জেলার দক্ষিণ দামোদর অঞ্চল বরাবরই রাইস মিল শিল্পের জন্য পরিচিত। সেই এলাকাতেই সম্প্রতি ফের নকল চালের ব্যান্ড বাজারজাত করার ঘটনা সামনে এল। অভিযোগের কেন্দ্রে রয়েছে রায়না থানার অন্তর্গত গোপালপুরে অবস্থিত মা ভবানী রাইস মিল। এই মিলের জনপ্রিয় ব্র্যান্ড 'কেশব ভোগ' নামেই তারা দীর্ঘদিন ধরে ব্যবসা চালিয়ে আসছে। মিল কর্তৃপক্ষের দাবি, এই নামটি ট্রেডমার্ক সহ তাদের নামে রেজিস্টার্ড। কিন্তু গত এক বছর ধরে ওই একই নামে নকল চাল বিভিন্ন জায়গায় বিক্রি হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠছিল। অবশেষে সম্প্রতি ঝাড়খণ্ডের চাষ থানা এলাকার চাষ বাজারে অভিযান চালিযে. সাফল্য পেলেন মা ভবানী রাইস মিল কর্তৃপক্ষ। মিল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, ওই বাজারে তারা নিজেরাই হাতে-নাতে ধরে ফেলেন 'কেশব ভোগ' নামে নকল চাল বিক্রেতাদের। অভিযুক্তরা পরে স্থানীয় থানায় লিখিত বিবৃতি দিয়ে জানায়, তারা আর এই ধরনের বেআইনি কার্যকলাপ করবে না। এছাড়াও, এই ঘটনায়.মা ভবানী রাইস মিল পূর্ব বর্ধমান জেলা রাইস মিল অ্যাসোসিয়েশনে লিখিত অভিযোগ দাখিল করেছেন। তাদের দাবি, কিছু অসাধু ব্যবসায়ী 'কেশব ভোগ' ব্যান্ডের নাম, লোগো ও ঠিকানা নকল করে চালের বস্তা ছাপাচ্ছে এবং তা বিভিন্ন রাজ্যে সরবরাহ করছে। মিলের ম্যানেজার উজ্জ্বল মিশ্র বলেন, আমাদের আসল চালের বস্তায়.মা ভবানী রাইস মিলের সম্পূর্ণ নাম, ফোন নম্বর এবং ট্রেডমার্ক উল্লেখ থাকে। কিন্তু নকল বস্তাগুলিতে লেখা থাকে শুধু এম বি রাইস মিল, অথচ ঠিকানা আর নম্বর আমাদেরটাই ব্যবহার করা হচ্ছে। বিষয়টি আমরা অ্যাসোসিয়েশনকে জানিয়েছি। এখন তারা কী ব্যবস্থা নেয়, সেটাই দেখার। চাল ব্যবসায় ঘিরে এই ধরনের নকলচক্র ক্রমশ মাথাচাড়া দিচ্ছে বলে উদ্বিগ্ন জেলা রাইস মিল মহল। প্রশাসনের সক্রিয় হস্তক্ষেপের দাবিও উঠেছে।

মালদা জেলা পরিষদ ভবনে আগুন, ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ অজানা

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২২ জুলাই ঃ আগুন লাগল মালদা জেলা পরিষদ ভবনে। মঙ্গলবার সকালে ভবনের তিন তলা থেকে কালো ধোঁয়া বের হতে দেখেন পথচারীরা। খবর যায় দমকলে। ছুটে আসেন জেলা পরিষদের কর্মীরাও। দমকলের একটি ইঞ্জিন আগুন নেভাতে ছুটে যায়। তবে, পরিস্থিতি এখন নিয়ন্ত্রণে বলে দমকল সূত্রে জানা গিয়েছে। কতটা ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তা এখনই বলতে পারছে না কর্তৃপক্ষ। শর্ট সার্কিট থেকে অগ্নিকাণ্ড বলে প্রাথমিক অনুমান দমকলের। মঙ্গলবার সকাল সাতটা নাগাদ ভবনের চার তলায় আগুন ও ধোঁয়া দেখতে পান আশপাশের লোকজন। খবর দেওয়া হয় দমকল কেন্দ্রে। এরপর ঘটনাস্থলে আসে দমকল বাহিনী। আপাতত আগুন নিয়ন্ত্রণে বলে জানিয়েছেন দমকল কর্মীরা। ইঞ্জিনিয়ারিং সেকশনে আগুন লাগে। শর্ট সার্কিট নাকি এসির কোনও সমস্যার কারণে আগুন লেগেছে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। ঘটনাস্থলে পৌঁছেছেন জেলা পরিষদের সচিব সহ অন্য আধিকারিকরা।

NOTICE INVITING TENDER
601/PS dt-18/07/2025 &
600/PS dt-18/07/2025

Sealed tender are invited by the undersigned from the bonafide and experienced contractors. Details terms and conditions are available at office of the Purbasthali-II Dev. Block Notice Board & **miscell.purba2@gmail.com** visit **wbtenders.gov.in**

Sd/-
Executive Officer/ BDO
Purbasthali-
II Panchayet Samity/Dev Block

BEFORE THE COURT OF DISTRICT DELEGATE, CIVIL JUDGE (SENIOR DIVISION) AT JALPAIGURI
Draft Copy
Misc. Judl. Case No. 19/2023 (Com. /2023)

Sri Dipjyoti Ghosh -age 32 yrs.
S/o Late Kartick Chandra Ghosh
Resident of Panditer Bari, Belacoba, P.O. Prasannanagar, P.S. Rajganj, Dist. Jalpaiguri, West Bengal, PIN -735133, Mob: 9800097975
..........Petitioner

Whereas above named petitioner **Sri Dipjyoti Ghosh**, S/o Late Kartick Chandra Ghosh Resident of Panditer Bari, Belacoba, P.O. Prasannanagar, P.S. Rajganj, Dist. Jalpaiguri, West Bengal, PIN-735133 has filed an application under Sec. 372 of Indian Succession Act XXXIX of 1925 for obtaining Succession Certificate in favour of petitioner, in respect of the estate of **Bijaya Ghosh, D/o Lt. Khudiram Ghosh,** resident of Bibekananda Colony, P.O. Prasannanagar, P.S. Rajganj, Dist. Jalpaiguri, West Bengal in respect of the below schedule.
Any body has if any objection may appear before this Court within 30 days from the date of publication.

SCHEDULE
(Description of the property)

A) The amounting of Rs. 1,20,000/- (Rupees one lakh twenty thousand only) lying with the Uttarbanga Kshetriya Gramin Bank vide Fixed Deposit No. FD05320, MIDR-16/93, PST-323/10323 dated 03.05.2015 in connection with Account No. 4000441210000003 with interest accrued thereon lying in the name of the deceased Bijaya Ghosh.
B) The amounting of Rs. 1,50,323.60 (Rupees one lakh fifty thousand three hundred twenty three and sixty paisa only) lying with the Uttarbangå Kshetriya Gramin Bank vide SB Account No. 4000441010000216 with interest accrued thereon lying in the name of the deceased Bijaya Ghosh.

By order
Jayant Ohar
Sheristader
Civil Judge Senior Division
Jalpaiguri

Office of the Prodhan
Dwarhatta Gram Panchayat
Dalapatipur::Haripal::Hooghly
Tender Reference no:- WB/HOOGHLY/HARIPAL/DWARHATTA/ PRODHAN - 133/2025-26

For and on behalf of the Dwarhatta Gram Panchayat, the Prodhan, Dwarhatta Gram Panchayat invites sealed tenders for CONSTRUCTION OF CC ROAD AT 6(Six) Different places. Source of Fund: 15th FC Untied. Document download/sell starting(online) from **22.07.2025 up to 29.07.2025 at 18.00 Hrs.** Last date of submission of Bid(online) **29.07.2025 11.00 Hrs.** Bid Opening date for Technical Proposals(Online): **30.07.2025 at 11.00 Hours.** For details visit website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Dwarhatta Gram Panchayat

বেগমপুর গ্রাম পঞ্চায়েত
(চন্ডীতলা-২ নং ব্লকের অধীন)
গ্রাম ও পোঃ-বেগমপুর, জেলা-হুগলী (প ঃ বঃ)

e-TENDER No. BGP/86/25 & BGP/87/25
e-Tenders are invited from reputed and eligible bidders for civil works under Begampur GP area, Chanditala-2dev Block, Hooghly. For details login to **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Begampur Gram Panchayet

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Dy. C.E. (SWM-I), KMC** invites e-tender percentage rate two bid systems for following work :-
NIT No. : SWM-I/SKP/15/2025-2026
Name of work : **Repairing works at Labour Rest Room of G.R.U Garage within Br.-XV Office Premises in Ward No-134.** Estimated Amount (Excluding contingency, including GST & CESS) : **Rs.2,89,503.00.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Time of Completion : **20 Days.** Bid submission start (online) date : **30.07.2025 - 2 p.m.** Bid submission closing (online) date : **06.08.2025 - 2 p.m.** Bid opening for technical proposal (online) date : **08.08.2025 - 2 p.m.** The tender documents will be available on and from **25.07.2025 - 6 p.m.** from the website **https://wbtender.gov.in and www.kmcgov.in**

The **E.E, Water Supply (South), KMC** invites e-tender for the following work. (Submission of Bid through **online**).
NIT No. : KMC/WS/EE/S/HW/2025-26/01/1st Call
Name of work : **Dismentaling of Chlorination Chamber and unused platforms within the Jodhpur Park Head Works Premises and other allied wroks in Ward-93, Br-X.** Estimated Amount (including GST & CESS) : **Rs.3,98,171.67.** Earnest Money : **Rs.8,000.00.** Time of Completion : **21 Days.** Last Date and Time of Online Submission of Tender : **06.08.2025 at 2 p.m.** Date and Time of Online Open of Tender : **08.08.2025 at 2 p.m.** For full and further details, please visit the websites **http://www.wbtenders.gov.in.** Please keep watching on the above website for all further Addendum/Corrigendum, Pre-bid clarifications, if any, which will be published in above website only. KMC reserves the right to accept/reject any/all tenders without showing any reason.

The **CME/SWM, KMC** invites e-tender online item rate two bid system for following work :-
NIT No. : SWM-II/DIST-IV/16/25-26
Name of work : **Repairing of base plate and both side channel of garbage disposal container and tail gate body of Tata make 1613 vehicle no.WB03D 1297 with painting of repaired portion of Dist-IV Gargage under SWM-II Department.** Estimated Amount : **Rs.1,67,673.00.** Earnest Money : **Rs.3,400.00.** Period of Completion : **7 days.** Last date and time of submisson of bid : **03.08.2025 upto 5 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **22.07.2025 - 3 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in or https://wbtenders.gov.in**

The **Director General (S&D), KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works :-
1. NIT No. : S_D/S-I/BR-IX/RAISING/005/2025-26
Name of work : **Raising & replacement of MH covers at Munshigunj Road, Kabitirtha Sarani, Satya Dr Road and Garden Reach Road etc. in Ward No.75 & 80 under Br-IX.** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs.4,37,255.25.** Earnest Money : **Rs.9,500.00.** Period of Completion : **45 days.** Bid submission start date (Online) : **01.07.2025 at 2 p.m.** Last Date and Time of submission of Bid (Online) : **08.07.2025 upto 2 p.m.** The bid documents and other details will be available on and from **01.07.2025** in the website **https://etender.wb.nic.in**
2. NIT No. : KMC/S_D/UDPS/D3/R/25-26 (2nd Call)
Name of work : **Manufacturing, supply of C.I diffuser of 55 cusec capacity vertical pump unit no-3 at Ultadanga drainage pumping station.** Estimated Amount : **Open quotation.** Earnest Money : **2% of quoted amount.** Period of Completion : **21 days.**
3. NIT No. : KMC/S_D/UDPS/S/25-26 (1st Call)
Name of work : **Thorough renovation of protective shed over the automatic strainer chamber and ACS with other allied works at Ultadanga drainage pumping station.** Estimated Amount : **Rs.3,99,235.00.** Earnest Money : **Rs.8,000.00.** Period of Completion : **14 days.** Last Date and Time of submission of Bid : **02.08.2025 - 5 p.m. (for Sl.No.2 & 3).** The Bid forms and other details are available on and from **22.07.2025 - 5 p.m. (for Sl.No.2 & 3)** from the website **https://etender.wb.nic.in (for Sl.No.2 & 3).** For corrigendum etc., if any, the same website has to be seen **(for Sl.No.2 & 3).**

The **E.E (WS)/North, KMC** invites e-tender online in two Bid system for following works :-
1. E-NIT No. : KMC/WS/N/25-26/08/24
Name of work : **Restoration of FW and UFW Service Main and allied works at different location in Ward No-08.** Estimated Cost : **Rs.1,86,768.00.** Earnest Money : **Rs.4,000.00.** Last date and time of submission of Bid : **02.08.2025 upto 2 p.m.** The tender will be opened : **04.08.2025 at 2 p.m.** The bid forms and other details will be available on and from **23.07.2025 after 2 p.m.**
2. E-NIT No. : KMC/WS/N/25-26/10/21
Name of work : **Restoration of F.W & U.F.W Supply at Raja Naba Krishna Street, Balaram Ghosh Street, Shanti Ghosh Street etc. in Ward No-10.** Estimated Cost : **Rs.1,92,861.00.** Earnest Money : **Rs.4,000.00.** Time of Completion : **180 days.**
3. E-NIT No. : KMC/WS/N/25-26/15/22
Name of work : **Restoration of F.W & UFW service main and allied works at different locations in Ward No-15.** Estimated Cost : **Rs.1,86,849.00.** Earnest Money : **Rs.4,000.00.** Time of Completion : **50 days.** Last date and time of submission of Bid : **04.08.2025 upto 2 p.m. (for Sl.No.2 & 3).** The tender will be opened on : **06.08.2025 at 2 p.m. (for Sl.No. 2 & 3).** The bid forms and other documents will be available on and from **25.07.2025 after 2 p.m. (for Sl.No.2 & 3).** The website **wbtenders.gov.in (for Sl.No.1 to 3).**
714 / 25-26

Kharagpur-II Panchayet Samity
Madpur :: Paschim Medinipur
Notice Inviting e-Tender No. WBPMID/KGPII/EO/eNIT12/ 25-26
Separate tenders are invited by the undersigned for the work of : Construction of concrete Drain. Last date of Submission of Bid(Online): 29.07.2025 up to 6.55 pm. Date of Opening of Technical Bid(Online): 01.08.2025 at 11.00 a.m. onwards. For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Excutive Officer
Kharagpur-II Panchayet Samity

Kharagpur-II Panchayet Samity
Madpur :: Paschim Medinipur
Notice Inviting e-Tender No. WBPMID/KGPII/EO/eNIT-13/ 25-26
Separate tenders are invited by the undersigned for the work of : Installation of LED high mast light. Last date of Submission of Bid(Online): 29.07.2025 up to 6.55 pm. Date of Opening of Technical Bid(Online): 01.08.2025 at 11.00 a.m. onwards. For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Excutive Officer
Kharagpur-II Panchayet Samity

Short Notice Inviting Tender
SNIT invited by the Executive Engineer, Mayurakshi E & M Division, I& WD. Siuri. SNIT No **WBIW/EE/MEMD/SNIT-04/2025-26**, for Emergency Electrical work at Tilpara, Siuri, Birbhum, Last date of application **28/07/2025 up to 16:00 Hrs**.& Dropping **29/07/2025 up to 15:00 Hrs**. Detailed SNIT may be seen at **www.wbiwd.gov.in.**
Sd/-
Executive Engineer
Mayurakshi E & M Division.
Birbhum-731101,
Ph:03462-255057

গৃহস্থালী

এসি থেকে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ছে? টেকনিশিয়ান ডাকারদরকারনেই, নিজেই করুন মুশকিল আসান

গরমের মরশুম প।তেই অস্বস্তি বাড়ে ঘরে ঘরে। তীব্র দাবদাহের হাত থেকে বাঁচতে এসির কোনও বিকল্প নেই। এমনকী গ্রীষ্ম পরবর্তী মৌসুমী ঋতুতেও এসির ঠান্ডা বাতাস ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই এসি থেকে জল পড়ার মতো সমস্যা দেখা যায় হঠাৎ করেই। যা দেখে মনে শঙ্কা জাগে, এই বুঝি গরমে এসিটাও গেল বিগ।ে! তাহলে এখন উপায়? এসি থেকে জল প।ার সমস্যাটি নতুন কিছু নয়। এর জন্য দুশ্চিন্তার কোনও কারণ নেই। টেকশিয়ান ডেকে এনে এককাঁড় টাকা খরচ করার আগে নিজে সাবধান হোন। আগে থেকে সতর্ক হলে এই ধরনের সমস্যার হাত থেকে রেহাই পাবেন। কীভাবে? চলুন, জেনে নেওয়া যাক।

(১) এসি বাতাসকে ঠান্ডা করার সময় বাতাসের জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হয়ে.জলের ফোঁটায় পরিণত হয়। সেই জল একটি ট্রে-র মধ্যে জমতে থাকে। এই জল ড্রেন পাইপের মাধ্যমে বাইরে বেরিয়ে আসে। কনডেন্সেট ড্রেন পাইপে অনেক সময় ছত্রাক, ধুলো, ফাঙ্গাস বা ময়লা জমে ব্লকেজ দেখা দিতে পারে। ফলে জল বাইরে বেরোনোর বদলে ভিতরেই জমতে থাকে। এর ফলে

এসি থেকে ফোঁটা ফোঁটা জলের ছিটে দিনরাত পড়তে থাকে। এক্ষেত্রে এসি খুলে ড্রেন লাইন খুঁজে বের করুন। ভ্যাকুউম বা লম্বা ব্রাশ দিয়ে পরিষ্কার করুন। ড্রেন লাইনে সামান্য ভিনিগার ঢেলে রাখুন। ব্যাকটেরিয়া বা ছত্রাক দূর হবে। অন্যথায় সার্ভিস করানোর সময় ড্রেন পাইপটি পরিষ্কার করাতে ভুলবেন না।

(২) এসির এয়ার ফিল্টার নোংরা হয়ে গেলে সঠিক এয়ার ফ্লো বন্ধ হয়ে যায়। এর ফলে ইভাপোরেটর কয়েল ঠান্ডা হয়ে ফ্রিজ হতে শুরু করে। এসি বন্ধ করলেই বরফ গলে জল হয়ে ফোঁটা ফোঁটা বেরিয়ে আসতে শুরু করে। তাই মাসে অন্তত একবার এয়ার ফিল্টার পরিষ্কার করুন।

(৩) অনেক সময় এসি ঘরের ভুল জায়গায় ইনস্টল করা হয়। যদি ইন্ডোর ইউনিট সঠিক উচ্চতায় না থাকে, তাহলে ট্রে থেকে জল বেরিয়ে আসতে পারে। সেজন্য এসি ইন্সটলেশন সবসময় একজন পেশাদার টেকনিশিয়ানকে দিয়ে করাবেন। গোড়ায় গলদ না থাকলে এক্ষেত্রে টাকা বাঁচাতে পারবেন।

শুধু মেদ ঝরাতেই নয়, বাগানের স্বাস্থ্য ফেরাতেও কাজে লাগে অ্যাপেল সিডার ভিনিগার

বর্তমান যুগে স্বাস্থ্য সচেতন প্রায় সকলে। মেদ ঝরাতে অ্যাপেল সিডার ভিনিগার খান অনেকেই। শুধু মেদ ঝরাতেই নয়, নিত্যদিনের মাটির pH-এর ভারসাম্য রক্ষা হলে গাছে দ্রুত বৃদ্ধি ঘটে। সেক্ষেত্রে অ্যাপেল সিডার ভিনিগার অত্যন্ত কার্যকরী।

বাগানচর্চাতেও এই ভিনিগারের জুড়ি মেলা ভার। কেন বাগানের স্বাস্থ্য ফেরাতে অ্যাপেল সিডার ভিনিগার অত্যন্ত জরুরি, চলুন তা জেনে নেওয়া যাক।

গাছের কোনও ক্ষতি না করে পিঁপড়ে, মাছির মতো ছোটখাটো পোকামাকড় মারতে সাহায্য করে অ্যাপেল সিডার ভিনিগার।

Apple-Cider-Viniger পরিবেশের কোনও ক্ষতি না করে মাটিতে থাকা ছোটখাটো পোকামাকড় নিধনে সাহায্য করে অ্যাপেল সিডার ভিনিগার। গাছের গোড়াকে পোকামাকড়ের আক্রমণমুক্ত করে অ্যাপেল সিডার ভিনিগার। অ্যাপেল সিডার ভিনিগার সঠিকভাবে প্রয়োগ করলে সারের মতো কাজে লাগে।

বাগানের পাশে থাকা ঘরে মশার উপদ্রব সাধারণত বেশি হয়। তবে বাগানে অ্যাপেল সিডার ভিনিগার স্প্রে করলে সে সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব।

অ্যাপেল সিডার ভিনিগার ব্যবহারের আগে মাথায় রাখা প্রয়োজনঃ

সরাসরি গাছের গোড়ায় অ্যাপেল সিডার ভিনিগার ব্যবহার করবেন না।

অবশ্যই জলে মিশিয়ে তবেই ব্যবহার করতে হবে।

সব গাছের ক্ষেত্রে অ্যাপেল সিডার ভিনিগার সমান উপকারী নয়। Apple-Cider-Viniger তাই প্রথমে গোটা গাছে অ্যাপেল সিডার ভিনিগার স্প্রে করবেন না। প্রথমে ছোট অংশে দিয়ে দেখুন কেমন থাকে গাছের স্বাস্থ্য।

রোজ রোজ অ্যাপেল সিডার ভিনিগার দিয়ে গাছ চর্চা করবেন না।

পোকামাকড় নিধনের ক্ষেত্রে সপ্তাহে একবার, মাটির pH ভারসাম্য রক্ষার ক্ষেত্রে মাসে একবার অ্যাপেল সিডার ভিনিগার ব্যবহার করা প্রয়োজন।

ভরা বর্ষায় ছাদ বাগানের যত্ন নিয়ে চিন্তিত? রইল টিপস

ছাদ জুড়ে সবুজের সমাহার, টুপটাপ বৃষ্টি, বর্ষার ফুল একজন বাগান ও প্রকৃতিপ্রেমীর কাছে এটাই যেন স্বর্গরাজ্য। কিন্তু এই ভরা বর্ষায় ছাদের বাগানের যত্ন নেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। কীভাবে বাঁচাবেন বৃষ্টির হাত থেকে আপনার ছাদ বাগান জেনে নিন।

প্রতিটি গাছের টবের মধ্যে কিছুটা দুরত্ব বজায় রাখুন। টবগুলি খানিক দূরে রাখলে টবে জল জমবে না। একইসঙ্গে শখের বাগান যেখানে করেছেন অর্থা আপনার ছাদ, সেটার যত্ন নিতেও ভুলবেন না। বর্ষার জল, গাছের পাতা জমে গেলে ছাদের ক্ষতি হবে তাই তা নিয়ম করে পরিষ্কার করুন।

গাছের পাতা হলুদ হয়ে যাওয়ার মতো সমস্যা বর্ষাকালে কমবেশি দেখা যায়। টবের মাটিতে জল যাতে না হাকে সেদিকে নজর দেবেন। টবে জল যাতে না জমে থাকে তাই জল নিষ্কাশন ব্যবস্থার দিকেও গুরুত্ব দিতে হবে।

এই আবহাওয়াতে ছত্রাক ও নানারকম পোকার উপদ্রব বা।ে যা আপনার শখের গাছ নষ্ট করে দিতে পারে। তাই কোনও গাছে এই সমস্যা দেখা দিলে তা অবিলম্বে সরিয়ে অন্যস্থানে রাখুন ও বা।িতে বানানো কীটনাশক প্রয়োগ করুন যাতে ছত্রাকের আক্রমণ গাছে না হয়। বাইরে যেমন জল, কাদা। আবার ঘরের ভিতর স্যাঁতস্যাঁতে। মেঝে হয়ে রয়েছে ঠান্ডা। বিছানার পরিস্থিতিও যেন একইরকম। শুয়ে বসে শান্তি পাওয়া কঠিন। সহজ কয়েকটি কৌশলে এই বিরক্তিকর পরিস্থিতি থেকে মিলতে পারে মুক্তি। জেনে নিন সেই কৌশল।

সিন্থেটিকের পর্দা তো ভুলেও ব্যবহার করবেন না। পরিবর্তে সুতি, লিনেন, খাদির পর্দা লাগান। কারণ, ঘরে যাতে হাওয়া চলাচলের সুবং দাবস্ত থাকে, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

বিছানার ক্ষেত্রেও সমস্যা প্রায় একইরকম। তাই সুতির চাদর ব্যবহার করুন। এক্ষেত্রে লিনেন কিংবা খাদির চাদর হতে পারে আপনার প্রথম পছ ঃদ। প্রয়োজনে ঘুমনোর আগে হেয়ার ড্রায়ার দিয়ে বিছানার স্যাঁতস্যাঁতে ভাব দূর করতে পারেন।

সংসারে সুখ-শান্তি বজায় রাখতে বাড়ি থেকে এখনই সরিয়ে ফেলুন এসব গাছ

বাড়ি সাজাতে সবুজের জুড়ি মেলা ভার। বাড়ির বাইরে হোক বা ভিতরে গাছ দিয়ে সাজাতে কমবেশি আমরা সকলেই ভালোবাসি। অল্প পরিসরে, ফ্ল্যাটে গাছ লাগানোর জায়গা না থাকলে আমরা ইনডোর প্ল্যান্ট দিয়েই অন্দরসজ্জা সারি। কিন্তু এমন কিছু গাছ এই তালিকায় থাকে যা বা।িতে রাখলে হতে পারে বিপদ। বাড়িতে রাখা কোন গাছ কী অশুভ ইঙ্গিত টেনে আনে জেনে নিন।

ঘরের অন্দরসজ্জায় আমরা অনেকেই ক্যাকটাস জাতীয় গাছ ব্যবহার করি। স্বল্প যত্নেই এই গাছ অনেকদিন বাঁচে তাই আপাতদৃষ্টিতে তা সহজ ও সু ন্দর মনে হলেও বাস্তুবিদরা বলছেন, বাড়িতে কাঁটা জাতীয় এই গাছ রাখলে মানসিক শান্তি নষ্ট হতে পারে আপনার। কারণ ক্যাকটাসের এই কাঁটা পরোক্ষভাবে আপনার মানসিক শান্তিতে বিঘ্ন ঘটাতে পারে।

আমরা অনেকেই শুকিয়ে যাওয়া গাছ দিয়ে ঘর সাজাই। শুকিয়ে যাওয়া নানা ধরণের গাছ আমাদের ঘরের কোণে রাখলে শোভা বাড়ে। কিন্তু একইসঙ্গে ভাগ্যের চাকা ঘুরে যায় বিপরীতে। এই শুকিয়ে যাওয়া গাছ ডেকে নিয়ে আসে অন্য বিপদ। বাড়িতে যে কোণে এই গাছ রখা হয় তা ডেড কোণ' হিসেবে বিবেচিত হয় বলেই মত বিশেষজ্ঞদের। যা ডেকে নিয়ে আসে দুর্ভাগ্য।

ঘরের অন্দরসজ্জায় ব্যবহার করা গাছের পাতা যদি শুকিয়ে যায় তাহলে তা অবশ্যই তুলে ফেলে দিন। নাহলে গাছের এই মৃত পাতা ডেকে নিয়ে আসে

দুর্ভাগ্য। বাস্তুবিদরা বলছেন, এই মৃত পাতা সমেত গাছ রাখলে সৌভাগ্য দোরগোড়ায় এসে ফিরে যাবে। ঘর সাজাতে স্নেক প্ল্যান্টের জুড়ি মেলা ভার। আমাদের সকলেরই এই গাছ সবথেকে বেশি পছন্দের। কিন্তু এই গাছ সঠিক নিয়ম মেনে ঘরে না রাখলে মনোমালিন্য তৈরি হতে পারে বা।রি সদস্যদের মধ্যে এমনটাই মত বাস্তুবিদদের। ঘরের কোণায় সঠিকভাবে বসান এই গাছ।

লাকি বাম্বু গাছও জনপ্রিয় ইনডোর প্ল্যান্ট হিসাবে এই গাছ অনেকেই বেছে নেন। কিন্তু এই গাছ ডেকে আনতে পারে জীবনে নানা সমস্যা বলছেন বিশেষজ্ঞরা। এই গাছ নাকি আপনার মানসিক শান্তি নষ্ট করতে পারে।

ঘরে মিসলেটো হার্বারস গাছ রাখতেও নিষেধ করেন বাস্তুবিদরা। তাঁরা বলছেন, এই গাছ পরজীবি। যা অন্য কোনও গাছের উপর ভর করে বাড়লে সেই গাছের জীবনহানি হওয়ার আশঙ্কা থাকে। ঠিক সেভাবেই কেউ ঘরে এই গাছ রাখলে তাঁর ক্ষেত্রেও একইভাবে প্রভাব ফেলে এই গাছ। মৃত্যু ও বিশ্বাসঘাতকতা দুই সমস্যাকে ডেকে আনতে পারে মিসলেটো হার্বারস গাছ, মত বিশেষজ্ঞদের।

জেরানিয়ামস গাছের সুন্দর ফুলই যথেষ্ট দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য। তবে এই ফুল সু ঃদর ঠিক যতটাই সুন্দর ঠিক ততটাই বা।রি নানা নেগেটিভ এনার্জি দূর করতে সক্ষম। বিশেষজ্ঞরা বলছেন বা।রি ভিতরে এই গাছ রাখলে তা সমস্ত নেগেটিভিটি দূর করবে। তবে হ্যাঁ কিছুদিনের জন্য তা রাখবেন দীর্ঘদিনের জন্য নয়। তাহলে তাতে হিতে বিপরীত হতে পারে।

এবার ট্রাম্পের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ এপস্টেইনের প্রাক্তন প্রেমিকার

২২ জুলাই ঃ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে এবার বিস্ফোরক অভিযোগ আনলেন জেফ্রি এপস্টেইনের প্রাক্তন প্রেমিকা। স্টেসি উইলিয়ামসের দাবি, ১৯৯৩ সালে ট্রাম্প টাওয়ারে গিয়েছিলেন তিনি। সঙ্গে ছিলেন এপস্টেইনও। সেখানেই ট্রাম্প তাঁকে জড়িয়ে ধরেন। স্পর্শ করেন তাঁর স্তন, নিতম্ব। স্টেসির দাবি, সেই সময় এপস্টেইনের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল ট্রাম্পের। প্রসঙ্গত, নাবালিকাদের যৌন নির্যাতনে অভিযুক্ত এপস্টেইনের মৃত্যু হয় ২০১৯ সালে। তিনি জেলে আত্মহত্যা করেছিলেন। এই এপস্টেইনের সঙ্গে ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল বলেই দাবি। যদিও ট্রাম্প তা বরাবরই অস্বীকার করে এসেছেন। পরে চাপে পড়ে ' অপরকে চিনতেন' বলে জানালেও

যেভাবে ট্রাম্প-এপস্টেইন সম্পর্ক নিয়ে একের পর এক তথ্য সামনে আসছে, তাতে স্বাভাবিকভাবেই অস্বস্তিতে হোয়াইট হাউস। সম্প্রতি এপস্টেইনের সঙ্গে ট্রাম্পের নাম জড়িয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ হয়েছে, যা নিয়ে হইচই পড়ে গিয়েছে বিশ্বজুড়ে। একই সঙ্গে এপস্টেইন ফাইলের কিছু অংশ প্রকাশের জন্য সম্প্রতি আবেদন জানানো হয়েছে নিউ ইয়র্কের আদালতে। আর সেই ফাইল নিয়েই গত কয়েক দিন ধরে অস্বস্তিতে ট্রাম্প প্রশাসন।

মার্কিন প্রেসিডেন্টের ' কথা সম্প্রতি সিএনএন-কে এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন প্রাক্তন স্পোর্টস মডেল স্টেসি। তাঁর দাবি, সেই সময় ট্রাম্প যে তাঁকে অশালীনভাবে স্পর্শ করেছিলেন, সে কথা জানতেন এপস্টেইন। কারণ গোটা ঘটনাটিই ঘটেছিল প্রকাশ্য দিবালোকে।

নমস্কার-আমি পরিচালক তাপস R.T Tapas Production নিবেদিত R.T প্রযোজিত চিত্রনাট্য সংলাপ-তাপস দাস.চিত্রগ্রহণ ও রুপায়ন তাপস দাস,সম্পাদনা তাপস দাস পোস্টের-রাহুল ঘোষ,আমরা একটি ছবি তৈরি করেছি ওগো শুনছো একটি কমেডি মুভি একদম সহ পরিবারের মিলে দেখার মতন ছবি,ছবিটি সম্পূর্ণ বয়স্ক দের নিয়ে তৈরি করা হয়েছে রিটায়ার হয়ে যাওয়ার পর চায়ের দোকানে বোসে যে বন্ধদের আড্ডা এবং বিভিন্ন রকম মজার কথা এবং খুনসুটি এবং শুধু তাই না একটা বন্ধু কতটা গুরুত্ব সেটা আমরা তুলে ধরেছি দেখতে হলে পুরো মুভিটি দেখতে হবে, মুভিটি মুক্তি পাবে আগামী রবিবার সকাল ১০ টা ২০ মিনিটে সোনার বাংলা টিভি চ্যানেলে আর হ্যা মুভিটি টিভিতে হয়ে যাবার পর সব সময় দেখতে পাবে আমাদের official YouTube channel নাম R.T Tapas Production তাহলে আজই সার্চ করে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন,যারা অভিনয় করেছেন বিশ্বজিৎ চৌধুরী, চন্দনা রয়,রাহুল ঘোষ,রোহিত মন্ডল,তুষার সেনাপতি,শিবম বোড় শুভ দেবনাথ,অনিকেত মন্ডল,অভিজিৎ সেনগুপ্ত,তপন ঘোষ,শান্ত বোড় পি ন্টু শেখ আলী,অনন্ত ব্যানার্জি,রূপসা দাস,পূজা সাহা,বানী মন্ডল,অনামিকা রক্ষিত,বিউটি মন্ডল,সত্যি এনারা খুব মজা করে কাজ করেছে,R.T Tapas Production তরফ থেকে ইনাদের সকলকেই অনেক ধন্যবাদ এবং বড়োদের প্রণাম,আমাদের আগামী ছবি (হতাশ)

ওড়িশায় প্লাস্টিকের বোতলে পেট্রোল বিক্রিতে নিষেধাজ্ঞা

ভুবনেশ্বর, ২২ জুলাই ঃ জনসুরক্ষা বাড়াতে এবং জ্বালানির বেআইনি বিক্রি রুখতে বড় পদক্ষেপ নিল ওড়িশা সরকার। ওড়িশার রাজ্যজুড়ে প্লাস্টিকের বোতল ও খোলাখুলিভাবে পেট্রোল বিক্রিতে সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। মঙ্গলবার থেকে এই বিষয়ে রাজ্যব্যাপী নজরদারি ও তল্লাশি অভিযান শুরু হয়েছে। খাদ্য, সরবরাহ ও উপভোক্তা কল্যাণ দফতরের মন্ত্রী কৃষ্ণ চন্দ্র পাত্র জানান, সমস্ত জেলা শাসকদের পেট্রোল পাম্পে পরিদর্শনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেই নির্দেশের পরেই এই অভিযান শুরু হয়।নতুন নির্দেশিকা অনুযায়ী, প্লাস্টিকের বোতলে পেট্রোল বিক্রি বা বহন এখন পুরোপুরি নিষিদ্ধ। শুধুমাত্র লাইসেন্সধারী বিক্রেতারাই নির্দিষ্ট নিরাপদ কন্টেনারে যেমন টিন বা কাঁচের বোতলে, পেট্রোল বিক্রি করতে পারবেন। তাও শুধু কৃষিকাজে ব্যবহারের মতো নির্দিষ্ট প্রয়োজনে (যেমন ঘাস কাটার যন্ত্র, জেনারেটর ইত্যাদি)। যারা বৈধ লাইসেন্স ছাড়া বা জনসমক্ষে পেট্রোল-ডিজেল বিক্রি করবেন, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ফৌজদারি ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে। পেট্রোল পাম্প এবং রাস্তার ধারে বিক্রেতাদের ওপর কড়া নজরদারি চালানো হবে। মন্ত্রী কৃষ্ণ চন্দ্র পাত্র বলেন, পেট্রোল একটি অত্যন্ত জ্বলনশীল ও বিপজ্জনক পদার্থ। অসতর্ক বিক্রি ও ব্যবহারে সাম্প্রতিক সময়ে একাধিক মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটেছে। কেউ যদি প্লাস্টিকের বোতলে বা অনুমতি ছাড়া পেট্রোল বিক্রি করতে ধরা পড়েন, তাহলে তার বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সব পেট্রোল পাম্প কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তারা যেন তৎক্ষণা অনিরাপদ পাত্রে পেট্রোল বিক্রি বন্ধ করে দেন। নির্ধারিত প্রয়োজনে শুধুমাত্র ২০ লিটার বা ততোধিক ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন কনটেনারে এবং উপযুক্ত নথি দেখিয়ে পেট্রোল কেনা যাবে। জানা গেছে, আগামী দিনে এই নজরদারি আরও কড়া করা হবে এবং অপরাধী সরবরাহকারীদের লাইসেন্স বাতিল ও ফৌজদারি মামলা দায়ের করা হতে পারে।

জম্মু ও কাশ্মীরে ভূমিধস

জম্মু, ২২ জুলাই ঃ প্রবল বৃষ্টিপাতের মধ্যেই ফের ভূমিধস জম্মু ও কাশ্মীরে। অবরুদ্ধ হয়ে পড়ল গুরুত্বপূর্ণ জম্মু-রাজৌরি-পুঞ্চ জাতীয় সড়ক। জম্মু ও কাশ্মীরে অবিরাম বৃষ্টিপাতের ফলে সৃষ্ট ভূমিধসের কারণে পুঞ্চ জেলার কালাল এলাকায় জম্মু-রাজৌরি-পুঞ্চ জাতীয় সড়ক বন্ধ হয়ে গিয়েছে। একজন আধিকারিক জানিয়েছেন, পুঞ্চের কালালে ভূমিধসের কারণে জম্মু-রাজৌরি-পুঞ্চ জাতীয়.সড়ক বন্ধ হয়ে.গিয়েছে। তিনি আরও বলেন, এই অঞ্চলে একটানা ভারী বৃষ্টিপাত হচ্ছে, যা আরও ভূমিধস এবং আকস্মিক বন্যার আশঙ্কা তৈরি করেছে। গুরত্বপূর্ণ এই সড়ক বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সমস্যায় প।েছেন বহু মানুষ।

ভোটার নিরাপদ না হলে, গণতন্ত্রও সুরক্ষিত নয় ঃ মনোজ

২২ জুলাই ঃ বিহারে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে বিশেষ নিবিড় পর্যালোচনা অনুশীলনের সমালোচনা করলেন আরজেডি সাংসদ মনোজ ঝা। তাঁর কথায়, ভোটার নিরাপদ না হলে, গণতন্ত্রও সুরক্ষিত নয়। মঙ্গলবার আরজেডি

Name Change
I, Md Rezaul Karim (Old Name) S/O–Khorsed Ali resident of Vill & Po-Lochanpur , PS-Islampur , Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin- 742304 do hereby decrale that I have changed my name from Md Rezaul Karim to Rejaul Karim Mondal and henceforth I shall be known as Rejaul Karim Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 22/07/2025 . My name Rejaul Karim Mondal & Md Rezaul Karim both are same and one identical person.

Name Change
I, Modina Bibi (Old Name) W/O–Rejaul Karim Mondal resident of Vill & Po- Lochanpur , PS-Islampur , Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742304 do hereby decrale that I have changed my name from Modina Bibi to Madina Bibi and henceforth I shall be known as Madina Bibi (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 22/07/2025 . My name Madina Bibi & Modina Bibi both are same and one identical person.

Name Change
I, Rejaul Karim Mondal my father's (Old Name) (Late) Md Khorsed Ali resident of Vill & Po- Lochanpur , PS-Islampur , Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin- 742304 do hereby decrale that I have changed my father's name from (Late) Md Khorsed Ali to (Late) Khorsed Mondal and henceforth my father's name shall be known as (Late) Khorsed Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 22/07/2025 . My father's name (Late) Khorsed Mondal & (Late) Md Khorsed Ali both are same and one identical person.

Name Change
I, Jakir Shaikh (Old Name) S/O–Atar Ali Sekh resident of Rukunpur, Dhubulia, Dist-Nadia, West Bengal, Pin- 741154 do hereby decrale that I have changed my name from Jakir Shaikh to Jikir Sekh and henceforth I shall be known as Jikir Sekh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 22/07/2025 . My name Jikir Sekh & Jakir Shaikh both are same and one identical person.

Name Change
I, Mithun Bagdi (Old Name) S/O–Aswani Bagdi resident of Khosbaspur, Gokarna, Kandi ,Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin- 742136 do hereby decrale that I have changed my name from Mithun Bagdi to Jamal Bagdi and henceforth I shall be known as Jamal Bagdi (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 22/07/2025 . My name Jamal Bagdi & Mithun Bagdi both are same and one identical person.

Name Change
I, Md Ajfarul Islam (Old Name) S/O–Abdus Samad residing at Begunbari , Ps-Beldanga , Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742133 do hereby decrale that I have changed my name from Md Ajfarul Islam to Ajfarul Islam and henceforth I shall be known as Ajfarul Islam (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 22/07/2025 . My name Ajfarul Islam & Md Ajfarul Islam both are same and one identical person.

Name Change
I, Md Wazed Sk (Old Name) S/O–Hazi Ajit resident of Laxminarayanpur, Kolan Radhakantapur, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin- 742123 do hereby decrale that I have changed my name from Md Wazed Sk to Ajed Ali and henceforth I shall be known as Ajed Ali (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 22/07/2025 . My name Ajed Ali & Md Wazed Sk both are same and one identical person.

Name Change
I, Amjad Ali Sekh (Old name) S/o-Mahabul Sekh, Resident at, Vill-Sardanga, Po-Harischandrapur, Ps-Bharatpur, Dist-Murshidabad, 742161, I have changed my name to Amjad Sk (New name) I shall be known as Amjad Sk vide affidavit before the Notry at Berhampore on 21/07/2025 Amjad Ali Sekh and Amjad Sk same and one identical person.

Name Change
I, Afdul Sk (Old Name) S/O–Kadir Sk resident of Vill-Sutighata Po-Pulinda, PS-Beldanga, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin- 742134 do hereby decrale that I have changed my name from Afdul Sk to Aidul Sk and henceforth I shall be known as Aidul Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 22/07/2025 . My name Aidul Sk & Afdul Sk both are same and one identical person.

Name Change
I, Yead Alavi S/o-Safiulla, Resident at, Vill-Solepara, Po-Kumar Shanda, Ps-Kandi, Dist-Murshidabad, 742136,my wrongly name is Iad Alavi, which has been recorded in my ICICI Prudential Life Insurance. Yead Alavi and Iad Alavi same and one identical person-vide affidavit No. AV 425397 before the S.D.E.M at Berhampore on 19/06/2025.

নাম পরিবর্তন
আমি মধুমিতা চৌধুরী পিতা সমীর কুমার বটব্যাল (পুরাতন নাম) ঠিকানা - গ্রাম -পুরা, পোঃ-দক্ষিণ- নারায়নপুর, থানা -আরামবাগ,জেলা-হুগলী. পঃবঃ। ফাস্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আরামবাগ কোর্টের হুগলী জেলা , এফিডেভিট দ্বারা সমীর বটব্যাল (নতুন নাম) পরিচিত হলাম । গত তারিখ ২১৭২৫ (Sl. No 1555) সমীর কুমার বটব্যাল (পুরাতন নাম) এবং সমীর বটব্যাল (নতুন নাম) একই ব্যক্তি হিসাবে গন্য হইলাম

Name Change
I, Sreejan kanti Pal son of Late Sudhir Ranjan Paul, residing at Vill & P.O – Bhattanagar, P.S – Liluah, Howrah – 711203, West Bengal, have changed my name and henceforth be known as Sreejan Kanti Paul as declared before the Notary Public at Kolkata dated 21/07/2025. Sreejan kanti Pal and Sreejan Kanti Paul both are same and one identical person.

Name Change
Payel Chakraborty (Old name) Husband of Raja Chakraborty Rasiding at Barishal Koloni P.S : Kotwali Dist . West Medinipur pin: 721101 have changed my name and shall henceforth be known as Payel Chakraborty Roy (New name) as declared before the Notary public kolkata on 22/7/2025 Payel Chakraborty (Old name) and Payel Chakraborty Roy DOB :4th March 1993 (New name) both are same and one identical person.

Name Change
Abdul Hanif Shaikh (Old name) S/O Late Sk Abdul Samad . Rasiding at Vill & P.O –Sahabazar ,P.S –Dhanikhali ,Hooghly – 712402 ,W. B. have changed my name and shall henceforth be known as Sk Abdul Hanif (New name)fist class judicial Magistreate as declared before the Hooghly (Sl. No – 5575) Date 3/7/2025 Abdul Hanif Shaikh (Old name) and Sk Abdul Hanif (New name) both are same and one identical person..

Name Change
Ajit Paria (Old name) S/O Kenaram Paria Rasiding at Vill: Khadalgobra P.O : Digha P.S : Digha Mohona coastal Dist: Purba Medinipur pin: 721428 have changed my name and shall henceforth be known as Ajit Kumar Paria (New name) as declared before the Notary public kolkata on 22 /7/2025 . Ajit Paria (Old name) and Ajit Kumar Paria. (New name) both are same and one identical person.

Name Change
Shaikh Reshma Bibi (Old name) W/O Sk Abdul Hanif . Rasiding at Vill & P.O – Sahabazar ,P.S –Dhanikhali ,Hooghly – 712402 ,W. B. have changed my name and shall henceforth be known as Reshma Bibi (New name) as declared before fist class judicial Magistreate Hooghly (Sl. No – 5575) Date 3/7/2025 Shaikh Reshma Bibi (Old name) and Reshma Bibi (New name) both are same and one identical person.

Name Change
Manirul Sardar (Old name) S/O Naosad Sardar . Residing at Purba Narayanpur Sardarpara P.O.- Narayanpur P. S–Jibantala ,S.24.Pgs – 743363 , W. B. have changed my name and shall henceforth be known as Monerul Sardar (New name) as declared before the Notary public kolkata on 22/7/2025 Manirul Sardar (Old name) and Monerul Sardar (New name) both are same and one identical person.

Name Change
Shaikh Rahima Bibi (Old name) W/O Late Sk Abdul Samad . Rasiding at Vill & P.O –Sahabazar ,P.S –Dhanikhali ,Hooghly – 712402 ,W. B. have changed my name and shall henceforth be known as Rohima Bibi (New name) as declared before the fist class judicial Magistreate Hooghly (Sl. No – 5575) Date 3/7/2025 Shaikh Rahima Bibi (Old name) and Rohima Bibi (New name) both are same and one identical person

Name Change
I, Sri Sandip Ray Chaudhuri, S/o. Late Baidyanath Ray Caudhuri, residing at Vill+P.O.+P.S.- Haripal, Dist.-Hooghly, Pin-712403, my original name is Sandip Ray Chaudhuri which is recorded in my Aadhar Card, Voter ID Card & PAN Card by mistake my name has been wrongly recorded in my Passport, Admit card of WBSE & Ration Card as Sandip Roy Chaudhuri, I have changed my name and shall henceforth be known as Sri Sandip Ray Chaudhuri Hence, vide affidavit no. 1 dated 16.07.2025 before the Notary Public of Hooghly at Chandannagore. Sri Sandip Ray Chaudhuri & Sri Sandip Roy Chaudhuri both are same and one identical person.

Name Change
I, Sreejan kanti Pal son of Late Sudhir Ranjan Paul, residing at Vill & P.O – Bhattanagar, P.S – Liluah, Howrah – 711203, West Bengal, have changed my name and henceforth be known as Sreejan Kanti Paul as declared before the Notary Public at Kolkata dated 21/07/2025. Sreejan kanti Pal and Sreejan Kanti Paul both are same and one identical person.

Name Change
I, SUSAMA MONDAL (Old Name) W/O NIMAI CHANDRA MANDAL Residing at Vill & P.O.-Kundahit, District - Jamtara, Pin - 815359 Jharkhand, India have changed my name and shall henceforth be known as SUSHMA MANDAL (New Name) as declared before the Notary Public Govt of India vide affidavit dated 22-07-2025. SUSAMA MONDAL (Old Name) and SUSHMA MANDAL (New Name) both are same and identical person.

Name Change
I, MAHENDRA SHYAMSUKHA (Old Name) S/O KESARI CHAND SHYAMSUKHA Residing at 2/3, Judges Court Road, Flat No-6C, South Block, P.S.- Alipore, District - Kolkata, Pin - 700027 West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as MAHENDRA KUMAR SHYAMSUKHA (New Name) as declared before the Notary Public Govt of India vide affidavit dated 22-07-2025. MAHENDRA SHYAMSUKHA (Old Name) and MAHENDRA KUMAR SHYAMSUKHA (New Name) both are same and identical person.

Name Change
I, GOBINDA DAS (Old Name) S/O KRISHNA DAS Residing at Baralia Road Nagarthuba,P.O.-Hijalpukuria, P.S.- Habra, District - North 24 Parganas, Pin - 743271 West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as GOBINDA CHANDRA DAS (New Name) as declared before the Notary Public Govt of India vide affidavit dated 22-07-2025. GOBINDA DAS (Old Name) and GOBINDA CHANDRA DAS (New Name) both are same and identical person.

MARRIAGE NOTICE
Amit Majumder (Indian citizen, Passport No: Z8047956) and Aishy Adhikary (Bangladeshi citizen, Passport No: A12843930) were married on 06th March 2025 at the Shree Shree Dhakeshwari National Temple, Lalbagh, Dhaka, as per Hindu Marriage Act, 2012 (Bangladesh).
All concerned may note.

Name Change
I, MD JAVED (Old Name) S/O Late MD SHAHABUDDIN QURAISHI Residing at 21 Ripon Street, P.O. & P.S. - Park Street, District - Kolkata, Pin - 700016 West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as MD JAVED QURAISHI (New Name) as declared before the Ld. Metropolitan Magistrate at Kolkata vide affidavit no 1439 dated 21-05-2013. MD JAVED (Old Name) and MD JAVED QURAISHI (New Name) both are same and identical person.

Name Change
I, Hajra Javed W/o Md Javed Akhtar Nangroo Residing at 5, Khairu Place (Top Floor), P.o+P.s - Bowbazar, District - Kolkata, Pin - 700072, West Bengal India shall henceforth be known as Hajra Javed Nangroo. I declare that Hajra Javed and Hajra Javed Nangroo is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 22-07-2025.

Name Change
I, Jobbar Biswas S/o Sher Ali Biswas Residing at Vill+P.o - Jagannathpur, P.s - Duttapukur, District - North 24 Parganas, Pin - 700126, West Bengal India shall henceforth be known as Abdul Jubbar Biswas. I declare that Jobbar Biswas and Abdul Jubbaar Biswas is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 22-07-2025.

Name Change
I, Morsadul Haque alias Morsedul Haque (Old Name) S/o Hanif Mandal Residing at Digha, Chhoto Jagulia, Barasat - I, District - North 24 Parganas, Pin - 743294, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be known as Morshedul Haque (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 38/2025 Dated 22-07-2025. Morsadul Haque, Morsedul Haque (Old Name) and Morshedul Haque (New Name) both are same and one identical person.

Name Change
I, Md Javed Akhtar S/o Md Omar Adil Nangroo Residing at 5, Khairu Place (Top Floor), P.o+P.s - Bowbazar, District - Kolkata, Pin - 700072, West Bengal India shall henceforth be known as Md Javed Akhtar Nangroo. I declare that Md Javed Akhtar and Md Javed Akhtar Nangroo is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 22-07-2025.

নাম পরিবর্তন
আমি Sumita Patraস্বামী Tarun Patraঠিকানা- আম- বলরামপুর, পোঃ - বেরুগ্রাম, জেলা- পূর্ব-বর্ধমান, আমার পুত্র Bappa Patra এর জন্ম সার্টিফিকেটে আমার নাম Sumitra Patra এন্ট্রি হয়ে আছে। গত ১৬.০৭.২০২৫ তারিখ পূর্ব-বর্ধমান প্রথম শ্রেণী জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এফিডেভিট (NO-1795)বলে Sumita-Patra ও Sumitra Patra এক ও অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হইলাম।

NAME CHANGE
I, Sri Sandip Ray Chaudhuri, S/o. Late Baidyanath Ray Caudhuri, residing at Vill+P.O.+P.S.- Haripal, Dist.-Hooghly, Pin-712403, my original name is Sandip Ray Chaudhuri which is recorded in my Aadhar Card, Voter ID Card & PAN Card by mistake my name has been wrongly recorded in my Passport, Admit card of WBSE & Ration Card as Sandip Roy Chaudhuri, I have changed my name and shall henceforth be known as Sri Sandip Ray Chaudhuri Hence, vide affidavit no. 1 dated 16.07.2025 before the Notary Public of Hooghly at Chandannagore. Sri Sandip Ray Chaudhuri & Sri Sandip Roy Chaudhuri both are same and one identical person.

Name Change
I, Rajat Jaiswal, S/o. Rajan Jaiswal , residing at 79/B, Shyama Prasad Mukherjee Road, Kol-26, my name is Rajat Jaiswal (in all my educational certificates) and I have changed my name to Yashasvi Rajat Jaiswal in place of Rajat Jaiswal vide affidavit no. 45474 dated 16.07.2025 in the Court of LD. Judicial Magistrate at Kolkata and shall henceforth be known as Yashasvi Rajat Jaiswal for all official, legal and future purposes. Rajat Jaiswal & Yashasvi Rajat Jaiswal both are same and one identical person.

পাচার হওয়ার আগেই এনজেপি স্টেশনে উদ্ধার ৫৬ জন যুবতী, গ্রেপ্তার ২

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২২ জুলাই ঃ পাচার হওয়ার আগেই

শিলিগুড়ির এনজেপি স্টেশনে উদ্ধার ৫৬ জন যুবতী। উদ্ধার করে পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। নামী ফোনের কোম্পানিতে কাজ দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে উত্তরবঙ্গের আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি সহ বিভিন্ন এলাকা থেকে ওই যুবতীদের বেঙ্গালুরুতে নিয়ে যাওয়ার নাম করে আদতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল বিহারে। নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে নিয়ে এসে তাদের সবাইকে তোলা হয় এনজেপি পাটনা ক্যাপিটাল এক্সপ্রেসে। কিন্তু আশ্চর্যজনক যুবতীদের কারোও কাছেই কোনও টিকিট ছিল না। তাদের প্রত্যেকের হাতেই একটি করে সিল ও সিট নম্বর লেখা ছিল। তা দেখে টিকিট চেকারের সন্দেহ হয়। একটি বগিতে এতগুলো যুবতী! কিন্তু তাদের কারও কাছেই কোনও টিকিট নেই! সবাই বলছে, তারা বেঙ্গালুরু যাবে, কিন্তু উঠেছে পাটনার ট্রেনে! সবমিলিয়ে সন্দেহ আরও গাঢ় হয়।

সোমবার রাতে এনজেপি স্টেশনে এমন ঘটনায় হতবাক সকলে। ওই যুবতীরা জানায়, ভাটপাড়া এলাকার বাসিন্দা জিতেন্দ্র পাশওয়ান এবং শিলিগুড়ির বাসিন্দা চন্দ্রিকা তাদের নিয়ে যাচ্ছেন। এরপরই আটক করা হয় ওই দু'জনকে। তাঁদের কথাতে অসঙ্গতি মেলায় গ্রেপ্তার করা হয় দু'জনকে। ৫৬ জন যুবতীকে। ট্রেন থেকে নামিয়ে জিআরপি থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর প্রত্যেকের বাড়িতে খবর দেওয়া হয়। খবর পেয়ে পরিবারের লোকেরা এনজেপি এলে তাঁদের হাতে যুবতীদের তুলে দেওয়া হয়। আরপিএফের তরফে জানানো হয়েছে, অভিযুক্তদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। কেন মিথ্যা বলে ওই যুবতীদের বিহার নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল সেই বিষয়টিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তাহলে কী কোনওভাবে পাচারের জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল ওই যুবতীদের এই বিষয়টিও ভাবাচ্ছে তদন্তকারী আধিকারিকদের।

রাস্তা তৈরির দাবিকে ঘিরে সিপিআইএম কর্মী সমর্থকদের সাথে পুলিশের হাতাহাতি, উত্তপ্ত ফরাক্কা

দুরন্ত বার্তা, ফরাক্কা, ২২ জুলাই ঃ ফরাক্কার ফিডার ক্যানেলের পশ্চিম পাড়ের রাস্তা সংস্কার সহ মোট ১৫ দফা দাবি নিয়ে সিপিআইএমের বিভিন্ন সংগঠন মঙ্গলবার সকালে এনটিপিসি পুলিশ ফাঁড়ির সামনের রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায়। পুলিশ বিক্ষোভকারীদের সরাতে গেলে খন্ডযুদ্ধ বেঁধে যায়। আন্দোলনকারীদের সাথে পুলিশের ধস্তাধস্তিতে চাঞ্চল্য ছড়ায় গোটা এলাকা জুড়ে। আন্দোলনকারীদের সঙ্গে আলোচনা করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে পুলিশ। প্রসঙ্গত, ফরাক্কা ব্লকের এনটিপিসি মোড় সংলগ্ন বিভিন্ন রাস্তার অবস্থা বেশ কিছুদিন ধরেই বেহাল। অতি বৃষ্টির কারণে একদিকে যেমন বিহার ও ঝাড়খণ্ডের পাহাড়ি নদীর জলে ভেসে গিয়েছে নিশিন্দ্রা কাটান এলাকার রাস্তা। আবার অন্যদিকে এনটিপিসি এসপন্ডের ছাই বোঝাই লরি এইসব রাস্তার ওপর দিয়ে চলাচল করায় রাস্তাগুলি আর ব্যবহারের উপযোগী নেই বলে গ্রামবাসীদের অভিযোগ। প্রাণ হাতে নিয়ে সেই সব রাস্তা ব্যবহার করতে হয় স্থানীয় বাসিন্দাদের। রাস্তা সারাই থেকে শুরু করে মালবাহী লরি যাতে যাতায়াত করতে পারে এমন শক্তপোক্ত রাস্তার দাবীতে এবার পথে নামল সিপিআইএমের শাখা সংগঠনগুলি। তাদের অভিযোগ বারংবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও রাস্তা সরানোর কোনও সদিচ্ছা নেই এনটিপিসি কর্তৃপক্ষের। তাই বাধ্য হয়ে রাস্তায় নেমে আন্দোলন সংগঠিত করতে হচ্ছে তাদের। স্থানীয় সিপিআইএম নেতা হিমাংশু কুমার সাহা বলেন, '২০২১ -এর ভোটের সময় বিধায়ক মনিরুল ইসলাম আমাদের এলাকার রাস্তাঘাট সারিয়ে দেবেন এবং নিশিন্দ্রা কাটান এলাকায় ব্রিজ নির্মাণ করবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। প্রায় ৫ বছর ঘুরে আবার ভোট

আসতে চলেছে। কিন্তু ফরাক্কার কোনও উন্নয়নই হয়নি। উন্নয়ন হয়েছে তৃণমূলের নেতাদের।' তিনি আরও বলেন, 'কিছুদিন আগেই ছাই বোঝাই ডাম্পারে চাপা পড়ে একটি বাচ্চা প্রাণে বেঁচে গেলেও তার হাত-পা ভেঙে গেছে। আবার নিশিন্দা হাই স্কুলের এক ছাত্র জলভর্তি রাস্তা পার হতে গিয়ে জলে তোড়ে ভেসে যাচ্ছিল। ঘাস পাতা ধরে কোনওক্রমে প্রাণে বেঁচেছে। এভাবেই দিনের পর দিন প্রাণ হাতে নিয়ে আমাদের এই রাস্তা ব্যবহার করতে হচ্ছে।' হেমাংশুবাবু জানান, 'যতদিন না পর্যন্ত রাজ্য প্রশাসন আমাদের রাস্তা তৈরির এই দাবি মেনে নেবেন ততদিন পর্যন্ত আমরা আন্তেদালন করে যাব।'

তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে বর্ধমানে ছড়া গড়া কর্মশালা

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ২২ জুলাই ঃ শিশুমনের সৃজনশীল বিকাশে আরও এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা

হল বর্ধমানে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায়, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের আওতাধীন শিশু কিশোর আকাদেমির উদ্যোগে ও পূর্ব বর্ধমান জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সহযোগিতায় বর্ধমানে শুরু হল দুদিনব্যাপী 'ছড়া গড়া কর্মশালা'। ডিস্ট্রিক্ট মাইনরিটি হলে আয়োজিত ওই কর্মশালাটি প্রখ্যাত শিশু সাহিত্যিক সুনির্মল বসুর জন্মদিন উপলক্ষে আয়োজন করা হয়েছে। বাংলা শিশু সাহিত্যে ছড়ার অনন্য অবদান রেখে গিয়েছেন সুনির্মল বসু, তাই তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে এবং নতুন প্রজন্মের মধ্যে ছড়া লেখার আগ্রহ তৈরি করতেই এই অভিনব উদ্যোগ। এই কর্মশালায় জেলার বিভিন্ন স্কুল থেকে ৭০ জনেরও বেশি ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করে। তাদের মধ্যে অনেকেই প্রথমবার ছড়া লেখার পদ্ধতি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ নিচ্ছে। কর্মশালাটি পরিচালনা করছেন শিশু কিশোর আকাদেমি থেকে আগত অভিজ্ঞ প্রশিক্ষক আশীষ কুমার মুখোপাধ্যায়, প্রদীপ আচার্য এবং শ্যামা চরণ কর্মকার প্রমুখ। ছড়া লেখার ছন্দ, ছড়ার কাঠামো, বিষয় নির্বাচন, শব্দ চয়ন সহ নানা দিক নিয়ে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে ছাত্রছাত্রীদের। পূর্ব বর্ধমান জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক রামশংকর মণ্ডল জানান, এই কর্মশালা বুধবার পর্যন্ত চলবে। শিশুদের মধ্যে ছড়া লেখার প্রতি আগ্রহ দেখে আমরা অভিভূত। এই ধরনের সৃজনশীল কর্মকাণ্ডে তারা যেভাবে অংশ নিচ্ছে, তাতে মনে হচ্ছে ভবিষ্যতে বাংলা সাহিত্যে আরও অনেক প্রতিভাবান লেখক ও ছড়াকার উঠে আসবে। শিক্ষক-শিক্ষিকারাও এই কর্মশালার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তাদের মতে, শিক্ষার বাইরেও ভাষা ও সাহিত্যের চর্চার জন্য এমন কর্মশালার প্রয়োজন রয়েছে। শিশুদের সৃজনশীলতা জাগিয়ে তোলার জন্য এগুলো অত্যন্ত কার্যকরী। আগামী দিনে জেলার বিভিন্ন ব্লক ও বিদ্যালয়ে এ ধরনের আরও বেশি কর্মশালা আয়োজন করা হোক। কর্মশালার শেষ দিনে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকে শিশু কিশোর আকাদেমির তরফে বই ও শংসাপত্র প্রদান করা হবে। পাশাপাশি, তাদের তৈরি কিছু নির্বাচিত ছড়া আকাদেমির প্রকাশনায় প্রকাশিত হওয়ার সম্ভাবনাও থাকছে বলে আয়োজক সূত্রে ইঙ্গিত মিলেছে। এই কর্মশালার মাধ্যমে শুধু শিশুদের সাহিত্যচর্চাই নয়, বরং তাদের আত্মবিশ্বাস ও সৃজনশীল মনন গঠনের দিকেও নজর দেওয়া হচ্ছে- এমনটাই মনে করছেন অভিভাবক এবং অংশগ্রহণকারী ছাত্রছাত্রী সকলেই।

চারণভূমি ছেড়ে শহরের রাজপথে, গবাদিপশুর অবাধ বিচরণে দুর্ভোগ পথচারীদের!

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ২২ জুলাই ঃ চারণভূমি ছেড়ে দুর্গাপুরের রাজপথে অবাধ বিচরণ করছে গবাদি পশুর দল। কিন্তু শিল্প শহরে দলে দলে এত গবাদি পশু আসছে কোথা থেকে! জানলে চক্ষু চড়কগাছ হবে আপনাদেরও। শিল্পশহর দুর্গাপুরে গজিয়ে উঠেছে ৮০০-র অধিক খাটাল। অধিকাংশ পরিত্যক্ত সরকারি জমি দখল নিয়ে খাটাল গড়ে তুলেছে ভিন রাজ্যের দুধ ব্যবসায়ীরা বলে অভিযোগ। ওই সব গবাদিপশুর অবাধ বিচরণে বারবার দুর্ঘটনার কবলে পড়ছেন

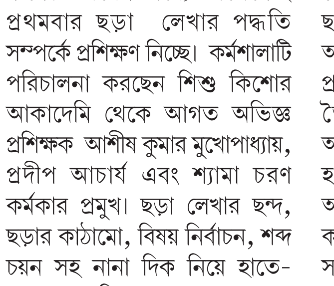

পথচারীরা। গবাদিপশুর মলমূত্রে নোংরা হচ্ছে রাস্তাঘাট। দীর্ঘদিন ধরে গবাদিপশুর জন্য পথ দুর্ঘটনা ও যানজটে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন শহরবাসী। কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না পুলিশ প্রশাসন বলে অভিযোগ সাধারণ মানুষের। অন্যদিকে পুলিশ প্রশাসন সহ পুরসভার দাবি, একাধিকবার নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করে এবং খাটাল মালিকদের দ্বারস্থ হয়েও কোনও সুরাহা হয়নি। পুলিশ ও পুরসভা ফের পদক্ষেপ নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে। স্থানীয় ও পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, দুর্গাপুরের ৪৩ টি ওয়ার্ডে প্রায় এক হাজার বেআইনি খাটাল রয়েছে সরকারি জমি জবরদখল করে। অধিকাংশ খাটাল ব্যবসায়ী ভিন রাজ্য থেকে এসে সরকারি জমি দখল করে জমিয়ে ব্যবসা বেঁধেছে। খাটাল মালিকরা বিভিন্ন এলাকায় দুধ থেকে কাঁচা মাখন পৃথক করার মেশিন বসিয়ে নিয়েছেন। ওই মাখন নামি-দামি দুগ্ধজাত খাদ্য উৎপাদনকারী সংস্থায় বিক্রি করছেন। ফলে দুর্গাপুরে খাটাল ব্যবসায়ীরা ফুলেফেঁপে উঠলেও পথ দুর্ঘটনার শিকার হয়ে মৃত্যু সহ চিকিৎসার খরচের মাশুল গুনতে হিমশিম খাচ্ছে জনসাধারণ। ১৯ নম্বর জাতীয় সড়ক ও শহরের প্রধান রাস্তা গুলিতে গবাদিপশুর অবাধ বিচরণ নিয়ন্ত্রণ করতে ২০১৬ সালে পদক্ষেপ নেয় পুলিশ। খাটাল মালিকদের সঙ্গে বৈঠক করে। রাস্তায় গবাদিপশু চলাচল করলে বাজেয়াপ্ত করা হবে। গবাদিপশুর মালিকের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে। পাশাপাশি দুর্ঘটনা ঘটলে মালিকদের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। কয়েক বছর পুলিশ প্রশাসন জোরদার অভিযান চালায়। খাটালগুলিতে গিয়ে সচেতন করে। রাস্তা থেকে গবাদি পশু বাজেয়াপ্তও করা হয়। কিন্তু খাটাল মালিকরা সচেতন না হওয়ায় ঝাঁ চকচকে আধুনিক শহর খাটালের আকার নিয়েছে। বাড়ছে দুর্ঘটনা।

অবশেষে মতিচুরের লাড্ডু এখন জিআই স্বীকৃতি পেয়েছে

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ২২ জুলাই ঃ খাদ্য রসিক বাঙ্গালীর পাতে মিষ্টি অবশ্যই থাকে! আপনারা অনেকেই তো মিষ্টি পছন্দ করেন! এবং আত্মীয় বাড়ি গেলেও বিভিন্ন রকমের মিষ্টান্ন নিয়ে যাওয়া হয়! এছাড়া আপনার এলাকার মিষ্টির দোকানেও বিভিন্ন রকমের মিষ্টান্ন রয়েছে। অনেকেই মতিচুর লাড্ডুর নাম শুনেছেন, তবে জানেন কি এই মতিচুর লাড্ডু কী ভাবে প্রস্তুত করা হয় এবং কোথা থেকেই সর্বপ্রথম বানান হয়েছিল এই মতিচুর লাড্ডু ? কথিত আছে আজ থেকে শতাধিক বছর আগে বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরের রাজ করেছিলেন মল্ল রাজারা। আর এই মল্ল রাজারা তাদের রাজ মোদককে বরাত দিয়েছিলেন তাদের পরিবারের উপাস্য দেবতা রাধাগোবিন্দের জন্য। এই রাজ মোদকরা রাধাগোবিন্দের জন্য প্রস্তুত করতেন এক বিশেষ মিষ্টান্ন। বিষ্ণুপুরের রাজা জগ মল্লের নির্দেশে মত রাজ মোদকরা জঙ্গলের এক বিশেষ পিয়াল গাছের বীজ দিয়ে তৈরি করেছিলেন। সেই বেসন দিয়েই তৈরি করা হয়েছিল এক বিশেষ মিষ্টান্ন। যার নাম মতিচুরের লাড্ডু। তবে জানেন কি এই মিষ্টান্নের নাম মতিচুর কেন দেওয়া হয়েছিল ? মল্ল রাজার আমল থেকে চলে আসা এই লাড্ডুর দানা আসলে মতির মত চকচক করত তাই এই মিষ্টান্নের নাম রাখা হয়েছিল মতিচুরের লাড্ডু। এখন দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছে এই মতিচুর লাড্ডুর নাম। বিষ্ণুপুরের মানুষ ও মিষ্টান্ন ব্যবসায়ীদের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল এই মতিচুর লাড্ডুকে যেন জি আই স্বীকৃতি দেওয়া হয়। দীর্ঘদিন অপেক্ষার পর অবশেষে মতিচুরের লাড্ডু এখন জিআই স্বীকৃতি পেয়েছে। তবে মিষ্টান্ন ব্যবসায়ীরা পিয়াল বীজের ব্যাসন দিয়ে মতিচুরের লাড্ডু না বানালেও এর স্বাদ কিন্তু অতুলনীয়।

সমুদ্র স্নানে গিয়ে ঢেউয়ের তোড়ে ভেসে গিয়ে মৃত্যু দুই পর্যটকের

দুরন্ত বার্তা, দিঘা, ২২ জুলাই ঃ দিঘায় দুটি পৃথক দুর্ঘটনায় দুই পর্যটকের মৃত্যু হয়েছে সোমবার। ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। নিহত দুজনই হুগলি জেলার বাসিন্দা এবং তাদের পরিবার ও আত্মীয়স্বজনের সাথে দিঘায় বেড়াতে গিয়েছিলেন। মঙ্গলবার নতুন দিঘায় সমুদ্রে দেহ ভাসতে দেখা যায়। স্বপন মালিক (২৫), হুগলির তারকেশ্বরের বাসিন্দা এবং একটি বেসরকারি কোম্পানিতে কর্মরত। তিনি তার মামা তপন সানার বাড়িতে থাকতেন। মামা তপন সানা দীঘার উত্তর খাদল গোবরা এলাকার বাসিন্দা। সোমবার দুপুর ২টারে দিকে, তিনি পুরাতন দিঘার সি-হক ঘোলা সমুদ্র সৈকতে স্নান করতে যান, সেখানে হঠাৎ ঢেউয়ের তোড়ে ভেসে যান এবং ডুবে যান। এরপর, দিঘার মোহনা উপকূলীয় থানার উদ্ধারকারী দল তার খোঁজ শুরু করে, কিন্তু সোমবার কোনও সাফল্য পায়নি। অবশেষে, মঙ্গলবার নতুন দিঘায় সমুদ্রে তার দেহ ভাসতে দেখা যায়। অন্য একটি ঘটনায়, ধনিয়াখালির বাশগ্রামের ২৭ বছর বয়সী এক যুবক তার আত্মীয়দের সাথে দিঘা বেড়াতে এসেছিলেন। সোমবার দুপুরে তারাও সমুদ্রে স্নান করছিলেন, হঠাৎই তীব্র ঢেউয়ের কবলে পড়ে তারা ডুবে যান। সোমবার সকাল ১১৪৫ মিনিটে পুলিশ সদস্যরা নিউ দিঘার নতুন জগন্নাথ মন্দির ঘাটের কাছে সমুদ্রে একটি মৃতদেহ ভেসে থাকতে দেখতে পান। যুবকটিকে তাৎক্ষণিকভাবে দিঘা স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় সেখানে চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন। মৃতদেহ শনাক্ত করার পর ময়নাতদন্তের জন্য কাঁথি সরকারি হাসপাতালে পাঠানো হয়।

জেলা সফরে মুখ্যমন্ত্রী

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ২২ জুলাই ঃ জেলা সফরে আসছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২৮ জুলাই জেলাই আসবেন তিনি। ইলামবাজারে একটি সভা করবেন তিনি সেই সভা থেকে জেলার বেশ কিছু প্রকল্পের শিলান্যাস ও উদ্বোধন করবেন তিনি। এছাড়া ২৯ তারিখে বোলপুরে একটি পদযাত্রা করবেন বাংলা ভাষার পক্ষে বাঙালি নির্যাতনের প্রতিবাদে। সেই পদযাত্রায় মুখ্যমন্ত্রী সঙ্গে পা মেলাবেন অনুব্রত মণ্ডল, চন্দ্রনাথ সিংহ সহ জেলার অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। ২৮ জুলাই তারিখে আসছেন জেলায়। সেদিন রাত্রি বাস করবেন বোলপুরের রাঙা বিতানে। এরপর ২৯ জুলাই কলকাতায় ফিরে যাওয়ার কথা রয়েছে। এমনটাই সূত্রের খবর।

বিজ্ঞপ্তি

আমি বেলি মাহাত, পিতা- মৃত সুভাষ মাহাত, সাং- নওপাড়া, পোঃ- আমরাইল, থানা- বালুরঘাট, জেলা- দক্ষিণ দিনাজপুর গত ইং ০৭.০৭.২০২৫ তারিখে বালুরঘাট Executive Magistrate এর নিকট এফিডেবিট করিয়া স্বীকার করিয়াছি যে, আমার পিতার নামের বালুরঘাট থানার অন্তর্গত সম্পত্তি যাহার খতিয়ান নং ৯৫৫, জে.এল. নং ২৯৯, মৌজা- চকহোসেন উক্ত খতিয়ানে আমার পিতার নাম Sarbeswar Mahato বলে উল্লেখ হইয়াছে এবং আমার পিতার নামের বালুরঘাট থানার অন্তর্গত অন্য আরও একটি সম্পত্তি যাহার খতিয়ান নং ২৭৭, জে.এল. নং ২৯৯, দাগ নং ১৪০, ৬৫ ও ৬৮ মৌজা- চকহোসেন উক্ত খতিয়ানে আমার পিতার নাম Sarbeswar Mahato বলে উল্লেখ হইয়াছে। Sarbeswar Mahato ও Subhash Mahato একই ব্যক্তি হইতেছেন।

Suomigdha Biswas
Advocate,
Balurghat Dist court.
Balunghat, D/D.

Abujhati 1 Gram Panchayat

Vill-Jhapandanga P.O.-Keotara, Dist.-Purba Bardhaman
(Jamalpur Panchayat Samity)
NOTICE INVITING E-TENDER No. 573/Abuj-I/2025, Tender ID-(1) 2025_ZPHD_881599_1, (2) 2025_ZPHD_881599_2 Dated: 22/07/2025

The Prodhan, Abujhati 1 Gram Panchayat invites e-tender on behalf of Abhujhati 1 Gram Panchayat for the 2(Two) different works. Last date of submission of Bid **01/08/2025 up to 05.00 p.m.** Technical Bid Opening Date **04/08/2025 at 12.30 pm** onwards. For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Abujhati 1 Gram Panchayat

নোটিশ

আমি সেখ হীরা পিতা মরহুম সেখ মোজাম্মেল সাং উনসানি গড়ফা, জগাছা, জেলা-হাওনা, আসিয়া বেগম মল্লিক স্বামী সেখ আব্দুল বাসার সাং উনসানি মাঝেরপাড়া, জগাছা, হাওড়া, এর নিযুক্ত আমমোক্তার শেখ রফিক আলী, পিতা- মৃত শেখ মিসকিন আলী এর নিকট A.D.S.R. Domjur, Howrah অফিসে 00032, 24.1.2012 নিযুক্ত করেন, যার মৌজা-উনসানি জে.এল. নং-১১০, হাল দাস-২৮৭২ হাল খতিয়ান ৩২৭৭ এবং আমি আলি শেখ হীরা ও আমার স্ত্রী হাফিজা বেগম, দু'জনে মিলে দলিলকারি যার দলিল নাং I-3969, Date-3.7.2012 A.D.S.R. Domjur, Howrah, যদি কাহারো কোন আপত্তি থাকে তাহলে ৩০ দিনের মধ্যে বি.এল. এ্যান্ড এল.আর. বালী জগাছা অফিসে আপিল করতে পারেন।

নোটিশ

দাতা- (১) শ্রী নিমাই চন্দ্র পাল
(২) শ্রী পঞ্চানন পাল, উভয়ের পিতা স্বর্গীয় কানাইলাল পাল
(৩) শ্রী নিতাই পাল, পিতা অমূল্য পাল
গ্রহীতা- শ্রী সহদেব পাল, পিতা স্বর্গীয় পরেশ চন্দ্র পাল

মৌজা- জগদীশপুর, জে.এল. নং-২, R/S খতিয়ান নং-151, 515, R/S (সাবেক দাগ) ৩৩৩০, L/R দাগ ৩৪২০ (3420), সাবেক দাগ ৩০৮৫ (3085), L/R Dag ৩১৬৩ (3163), L/R Dag No. 3420 পরিমাণ ১২.৫ শতক ডেসিমেল, L/R Dag No. 3163, পরিমাণ ১১.৫ শতক ডেসিমেল, Book No.-IV C.D Volumn-I, Page 2630 to 2640, Deed No.-243, Beat-25.2-2008, D.S.R.- Howrah

লামডিং মণ্ডলে সুরক্ষা বৃদ্ধির কাজ

ই-টেণ্ডার নং. এসএনটি-১৬-এলএমজি-২০২৫-২৬ তারিখঃ ১৮-০৭-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **কাজের নাম এবং ইহার স্থানঃ** লামডিং মণ্ডলে স্বয়ংক্রিয় পাওয়ার এলার্ম ও সনাক্তকরণ পদ্ধতির মেরামত এবং পুনরুদ্ধারের উপায় দ্বারা সুরক্ষার বৃদ্ধি। **টেণ্ডার রাশিঃ** ৮৮,০৫,৬১৪.৪০/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ১,৭৬,১০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ১১-০৮-২০২৫** তারিখের **১৫.০০** ঘন্টায় **এবং খোলা যাবেঃ ১১-০৮-২০২৫** তারিখের **১৫.৩০** ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেণ্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিএসটিই, লামডিং
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

OFFICE OF EXECUTIVE OFFICER
SINGUR PANCHAYAT SAMITY
SINGUR, HOOGHLY
NOTICE INVITING e-TENDER

Notice inviting e-Tender for 6 nos of work, **e-NIT No. 13/2025-26** bearing **Memo No 603/EO/Singur, Dated-22/07/2025** of the Office of the Singur, Singur Panchayat Samity, Singur, Hooghly, mentioned in the portal **www.wbtenders.gov.in** For more details related to this e-NIT please login website: **www.wbtenders.gov.in**
(Closing date: 29/07/2025 at 5:55 PM)

Sd/-
Executive Officer
Singur Panchayat Samity

NOTICE INVITING e-TENDER

1. e-Tender Reference No-P-1/24/1202/EO/15th F.C (2025-26), Dated-18/07/2025 Tender ID: **2025_ZPHD_880413_1 to 9** has been floated 9nos tender at different places under Purbasthali-I Panchyat Samity fund 15th F.C (2025-26)
2. e-Tender Reference **No-P-1/25/1208/EO/BEUP(2025-26)**, Dated-21/07/2025 **Tender ID: 2025 ZPHD_881205_1 to 4** has been floated 4 nos. tender at different places under Purbasthali-I Panchyat Samity Fund BEUP (2025-26) Look for detail you may visit **www.wbtenders.gov.in** and office notice board.

S.d/- Executive Officer
Parhasthali-I Panchyat Samity
Srirampur, Purba Bardhaman

আদিনাথ বায়ো-ল্যাবস্ লিমিটেড

সিআইএনঃ এল২৪২৩০ডব্লুবি১৯৮২পিএলসি০৩৪৪৯২
রেজিস্টার্ড অফিসঃ রুম নং.-৪, নেতাজি সুভাষ রোড, ১ম তল, কলকাতা-৭০০০০১,
ইমেলঃ investors@adinathbio.com
ওয়েবসাইটঃ www.adinathbio.com

৪৪তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি, ই-ভোটিং এবং বই বন্ধ

১. এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, কোম্পানির **৪৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) ১২ই আগস্ট, ২০২৫ তারিখ মঙ্গলবার, দুপুর ২:০০ টায়** ভিডিও কনফারেন্সিং ('ভিসি')/ অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মাধ্যম ('ওএভিএম') এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে, যা বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশে উল্লেখিত ব্যবসা পরিচালনা করবে। কোম্পানি ১৬.০৭.২০২৫ তারিখে ৪৪তম বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ এবং ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন ইলেকট্রনিক মাধ্যমে কেবলমাত্র সেইসব সদস্যদের কাছে পাঠিয়েছে যাদের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানি বা রেজিস্ট্রার এবং ট্রান্সফার এজেন্ট এবং ডিপোজিটরিতে নিবন্ধিত। এমসিএ সার্কুলার এবং সেবি সার্কুলারের মাধ্যমে এজিএম নোটিশের প্রকৃত কপি পাঠানোর প্রয়োজনীয়তা বাতিল করা হয়েছে।
২. এসইবিআই (তালিকাভুক্তি বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ এর ৩৬(১) (খ) অনুসারে, বার্ষিক প্রতিবেদনের সম্পূর্ণ বিবরণ সহ সঠিক পথ সহ ওয়েব-লিঙ্ক সম্বলিত চিঠিটি ১৬ জুলাই, ২০২৫ তারিখে সেইসব সদস্যদের কাছে পাঠানো হচ্ছে যারা কোম্পানির সাথে বা কোম্পানির কোনও ডিপোজিটরি বা রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) এর সাথে তাদের ইমেল ঠিকানা (গুলি) নিবন্ধিত করেননি।
৩. ৪৪তম বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ এবং ব্যাখ্যামূলক বিবৃতি সম্বলিত কোম্পানির ২০২৪-২০২৫ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, কোম্পানির ওয়েবসাইট www.adinathbio.com এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট www.cse-india.com এ পাওয়া যাবে। এর একটি অনুলিপি সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (সিডিএসএল) এর ওয়েবসাইট https://www.evotingindia.com এও পাওয়া যাবে।
৪. কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১০৮ ('আইন') যা সময়ে সময়ে সংশোধিত কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধি, ২০১৪ এর নিয়ম ২০ এর সাথে পঠিত এবং ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখের এমসিএ সাধারণ সার্কুলার নম্বর ৯/২০২৪ এবং এসইবিআই (এলওডিআর) রেগুলেশন, ২০১৫ এর রেগুলেশন ৪৪, যা ৩ অক্টোবর, ২০২৪ তারিখের এসইবিআই সার্কুলার নম্বর SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/CIR/2024/133 এর সাথে পঠিত, তা মেনে চলে, কোম্পানি তার সদস্যদের বার্ষিক সাধারণ সভায় লেনদেনের জন্য বার্ষিক সাধারণ সভায় এবং বার্ষিক সাধারণ সভায় দূরবর্তী ই-ভোটিং সুবিধা প্রদান করছে এবং এই উদ্দেশ্যে, ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ভোটদানের সুবিধা প্রদানের জন্য কোম্পানি সিডিএসএল নিয়োগ করেছে।
রিমোট ই-ভোটিং এর বিস্তারিত নির্দেশাবলী বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া আছে। সদস্যদের নিম্নলিখিত বিষয়গুলি লক্ষ্য রাখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছেঃ
ক. রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা নিম্নলিখিত সময়কালে উপলব্ধ থাকবেঃ

দূরবর্তী ই-ভোটিং শুরু	**শুক্রবার, ০৮ আগস্ট, ২০২৫ (সকাল ০৯:০০) থেকে**
দূরবর্তী ই-ভোটিং এর সমাপ্তি	**সোমবার, ১১ আগস্ট, ২০২৫ (বিকাল ৫:০০ টা) পর্যন্ত**

এরপর ভোটদানের জন্য সিডিএসএল কর্তৃক রিমোট ই-ভোটিং মডিউলটি নিষ্ক্রিয় করা হবে এবং সদস্যরা উক্ত তারিখ এবং সময়ের পরে ইলেকট্রনিকভাবে ভোট দিতে পারবেন না,
খ. সদস্যদের ভোটাধিকার কোম্পানির পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধনের তাদের অংশের অনুপাতে হবে, মঙ্গলবার, ৫ আগস্ট, ২০২৫ ('কাট-অফ ডেট') তারিখে। রিমোট ই-ভোটিং সিস্টেমের সুবিধাও সভার সময় উপলব্ধ করা হবে এবং সভায় উপস্থিত সদস্যরা, যারা রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে তাদের ভোট দেননি, তারা সভার সময় তাদের অধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন, অন্যথায় উভয় ভোটেই প্রদত্ত ভোট গণনার উদ্দেশ্যে কেবল ই-ভোটিং গণনা করা হবে,
গ. যে ব্যক্তির নাম কেবল কাট-অফ ডেটে সদস্যদের নিবন্ধনে লিপিবদ্ধ থাকবে, তিনি বার্ষিক সাধারণ সভার আগে / চলাকালীন রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা গ্রহণের অধিকারী হবেন,
ঘ. নোটিশ পাঠানোর পর কোম্পানির শেয়ার অর্জনকারী এবং কোম্পানির সদস্য হয়ে ওঠা এবং কাট-অফ ডেট অনুযায়ী শেয়ার ধারণকারী যেকোনো ব্যক্তি helpdesk.evoting@cdslindia.com ঠিকানায় অনুরোধ পাঠিয়ে রিমোট ই-ভোটিং-এর জন্য লগইন-আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন অথবা সিডিএসএল-এর প্রদত্ত টোল ফ্রি নম্বর ১৮০০ ২১ ০৯৯১১-এ যোগাযোগ করতে পারেন। অথবা ই-ভোটিং সম্পর্কিত আপনার যদি কোনও প্রশ্ন বা সমস্যা থাকে, তাহলে আপনি www.evotingindia.com-এ উপলব্ধ প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী ("FAQs") এবং ই-ভোটিং ম্যানুয়ালটি সহায়তা বিভাগের অধীনে উল্লেখ করতে পারেন। কাট-অফ ডেট অনুযায়ী সদস্য নন এমন একজন ব্যক্তির বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তিটি কেবল তথ্যের উদ্দেশ্যে বিবেচনা করা উচিত,
৫. আরও বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, আইনের ধারা ৯১ এবং অধীনে প্রণীত বিধি এবং এসইবিআই (এলওআরডি) প্রবিধান, ২০১৫ এর প্রবিধান ৪২ অনুসারে, ৪৪তম বার্ষিক সাধারণ সভার উদ্দেশ্যে, কোম্পানির সদস্য নিবন্ধন এবং শেয়ার স্থানান্তর বই **বুধবার, ৬ আগস্ট, ২০২৫ থেকে মঙ্গলবার, ১২ আগস্ট, ২০২৫ (উভয় দিন অন্তর্ভুক্ত) পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।**

আদিনাথ বায়ো-ল্যাবস্ লিমিটেড-এর পক্ষে
সুনীল কুমার
ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং সিইও
ডিআইএনঃ ০৭৭৭৭৩৫১
স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ২২.০৭.২০২৫

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে

সংশোধনী

প্রিন্সিপ্যাল চিফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার, ১১, গার্ডেনরিচ, কলকাতা-৭০০০৪৩, দঃপূঃ রেলওয়ে দ্বারা পূর্বে প্রকাশিত **টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং পিসিএমএম/জিইএনএল/টিপি/২০২৫/২৬, তারিখ ১১.০৭.২০২৫ এবং ক্রমিক নং ৬ ও ২৫-এর** প্রেক্ষিতে **সংশোধনী।** উক্ত টেন্ডারে, **টেন্ডার খোলার তারিখ টেন্ডার নং** ৪৫২৫৩২০৪-এর ক্ষেত্রে ০২.০৯.২০২৫ তারিখের পরিবর্তে **০১.০৮.২০২৫ এবং টেন্ডার নং** ৪৫২৫৩২০৮-এর ক্ষেত্রে ২৩.০৯.২০২৫ তারিখের পরিবর্তে **০১.০৮.২০২৫** তারিখ অনুগ্রহ করে পড়তে হবে। অন্যান্য সমস্ত নিয়ম ও শর্তাবলী অপরিবর্তিত থাকবে। **(PR-425/C)**

OFFICE OF THE
CHARA PANCHLA GRAM PANCHAYAT
Vill:Chara Panchla,
P.O.:Panchla, P.S. Panchla, Pin-711322

E-Tenders are invited by the Pradhan, Chara Panchla Gram Panchayat, Panchla, Howrah, for 02 nos. of Schemes (Construction of Grey water management), Fund: SBM(G) vide Memo No.- **CPGP/220/SBM(G)/UNTIED/2025-2026.** Last date of submission of Bid up to **5:30 PM on 24.07.2025.** Date of opening of Bid on **28.07.2025 at 01.30 PM.** Detail information available in website **https://wbtenders.gov.in** and at this GP Office during the working hours.

Sd/- Pradhan,
Chara Panchla Gram Panchayat,
Panchla, Howrah.

Hariharpara Panchayat Samity

Hariharpara, Murshidabad
e-Auction Notice

e- Auction are invited for Ferry ghat under Hariharpara Panchayat Samity in **e-N.I.A. No.-01/HPS/FG/2025-26.**Documents and other details is available in the website:- **eauction.gov.in.** The last date of submission of e-Auction is up to **17:30 hours** on dated **29/07/2025** respectively. Further, contact with the office of the undersigned for any quarries in the office hours.

Executive officer
Hariharpara Panchayat Samity
Hariharpara, Murshidabad

OFFICE OF THE
Purandarpur Gram Panchayat
(Under Kandi Panchayet Samity)
P.O.- Purandarpur, Dist. - Murshidabad. (W.B.)
Email-pgp.prodhan@gmail.com
e-N.I.T No MSD/KAN/PGP/05/2025-26, Memo no 310/En/P.G.P Dated 17/07/2025

e-N.I.T 05/2025-26 is invited through on-line by the Prodhan, Purandarpur GP, Purandarpur Kandi, Murshidabad for 11 (Eleven) no work under Purandarpur Gram Panchayat from **22/07/2025 to 30/07/2025.**
N.B. Details may be obtained from **http://etender.wb.nic.in** & from this office during office hours.

Prodhan
Purandarpur Gram panchayat

Tender has Invited by the **Block Development Officer, Pursurah Development Block** for **Construction of School Building**, **NIT NO. 04/PUR/BDO/2025-26 Dt-21.07.2025**, Tender ID No. **2025_2PHD_881170_1**, Last date for submission of Tender: **04/08/25 up to 4.00 P.M, wbtenders.gov.in.**

Block Development Officer
Pursurah Development Block,
Hooghly

মিউটেশন আবেদনকারী রায়তের নামঃ
১. রবি প্রতাপ যাদব ২. বরুন প্রতাপ যাদব
আমমোক্তার নাম দাতাঃ শুকদেব ঘোষ
ঠিকানাঃ পান্ডাপাড়া, টিউমল রোড, পোঃ, থানা-ও জেলা- জলপাইগুড়ি,
পিন নং-৭৩৫১০১
গ্রহীতাঃ ১. রবি প্রতাপ যাদব ২. বরুন প্রতাপ যাদব
Sale Deed No
- ৪২৯ / ২০০৩,
General Power Of Attorney Deed No -
৫৩/২০০২
উক্ত আমমোক্তারনামা বলে
দলিল অনুযায়ী উপরোক্ত মিউটেশন এর বিষয়ে আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের এক মাসের মধ্যে সদর সমস্ত ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারীদের করণে লিখিত আকারে তা পেশ করবেন। অন্যথায় আইন অনুযায়ী আবেদনটি নিস্পত্তি করা হবে। দলিলে বর্ণিত তপশিল সম্পত্তির বিবরণ ও পরিমান এবং খতিয়ান সহ ক্রেতা-বিক্রেতা- শ্রীমতি শান্তা ঘোষ, স্বামী শুকদেব ঘোষ, সাকিন পান্ডাপাড়া, টিউমল রোড, পোঃ, থানা-ও জেলা- জলপাইগুড়ি, পিন নং-৭৩৫১০১
বিজ্ঞপ্তি দাতার নাম-
১. রবি প্রতাপ যাদব, পিতা সীতারাম যাদব,
২. বরুন প্রতাপ যাদব,
পিতা শ্রী রাজনাথ যাদব, রেসকোর্স পাড়া, পোঃ, থানা ও জেলা-জলপাইগুড়ি, পিন নং-৭৩৫১০১.
তপশীলঃ
জেলা ও থানা- জলপাইগুড়ি,
ব্লক- সদর (জলপাইগুড়ি),
মৌজা- খড়িয়া,
জে.এল. নং- ০৭,
সীট নং- ৩৩(ক)
খতিয়ান নং- R.S. ১৯৩৫,
দাগ নং- R.S. 785, Area- 0.04 Acres,
R.S. 791, Area- 0.03 Acres
Total Area- 0.07 Acres.

Shankarpur-1 Gram Panchayat

Baruipur Block, South 24 Parganas
Mail-Shankarpur1gp@gmail.com

Office of the Shankarpur-1 Gram Panchayat, Baruipur Block, South 24 pgs, Online E-tender is invited from the Bonafide & successful agencies as per criteria mentioned in the tender website. **NIT No: 07/SGP-1/202526 dt: 22/07/2025 (Fund-15th Fc Un tied), NIT No: 8,9,10/SGP-1/2025-26 dt: 22/07/2025 (Fund-15th FC tied).** Last Date of Bid Submission: **04/08/2025, 14:00 Hrs.** Date of Opening: **06/08/2025, 11:00 Hrs.** For details Pl. contact the Office of the Shankarpur-1 Gram Panchayat, South 24 PGS,.or **Visit:https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Shankarpur-1 Gram Panchayat

মিউটেশন আবেদনকারী রায়তের নামঃ GOPAL SARKAR
আমোক্তারনামা দাতাঃ 1) SRI SUDHIR CH ROY SRI KALIPADA ROY
ঠিকানাঃ INDIAN RESIDINGAT.6, ASHU BOSE LINE, HOWRAH, 711101
গ্রহীতাঃ GOPAL SARKAR
আমোক্তারনামা নং ও সনঃ 765/2025 নং বহি 1315/25 নং বহি
আমোক্তারনামা বলে দলিল নং ও সনঃ SL NO, -765/2025 I=1315/25
নামজারি কেস নংঃ MN/2025/0702/4693
উক্ত আমোক্তারনামা বলে দলিল অনুযায়ী উপরোক্ত মিউটেশন এর বিষয়ে বক্তব্য/ আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হবার একমাসের মধ্যে সদর সমষ্টি ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকের করণে লিখিত আকারে তা পেশ করবেন। অন্যথায় আইন অনুযায়ী আবেদনটি নিস্পত্তি করা হবে। দলিলে বর্ণিত তপশিল সম্পত্তির বিবরণ ও পরিমাণ এবং খতিয়ান সহ ক্রেতা। গ্রহীতা ও বিক্রেতা দাতার নাম ও ঠিকানা নিম্নরূপ- MOUZA = KHARIA, SIT NO-2, KHATIAN, 13,30,78, J.L NO-7 L.R. DAG = 232
NAME- GOPAL SARKAR, RAMKRISHNA PALLY, MOHIT NAGAR, JALPAIGURI, 735102
1) SUDHIR CH ROY 2) KALIPADA ROY. Son of Let PURNACHANDRA ROY
BELIAGHATA ROAD, P.S- ENTALY, P.O- TANGRA, KOLKATA.
(আদেশ নং ১০০০ -I.S.২২/২০২৪ তারিখ ২৭.০২.২০২৪ অনুসারে বিজ্ঞপ্তি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভূমি ও ভূমি সংস্কার ও শরণার্থী ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তর দ্বারা বলবৎকৃত)
বিজ্ঞপ্তি দাতার নামঃ GOPAL SARKAR
পিতা/ স্বামী ঃ MAHADEB SARKAR
ঠিকানা ঃ RAMKRISHNA PALLY. PO-MOHIT NAGAR DIST.-JALPAIGURI, PIN- 735102.

CENTURY EXTRUSIONS LIMITED

CIN: L27203WB1988PLC043705
Regd Office: 113, Park Street, 'N' Block, 2nd Floor, Kolkata - 700016
Website: www.centuryextrusions.com
E-mail: secretary@centuryextrusions.com

Special Window for Re-lodgement of Transfer Requests of Physical Shares of Century Extrusions Limited

In accordance with SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-POD/P/CIR/2025/97 dated July 2, 2025, Shareholders are hereby informed that a special window has been opened for a period of six months, from July 7, 2025 to January 6, 2026 to facilitate re-lodgement of transfer deeds.

Shareholders are to note that this window is only for re-lodgement of transfer deeds, which were lodged prior to the deadline of April 1, 2019, for transfer of physical shares and rejected/ returned/not attended to due to deficiency in the documents/process/ or otherwise.

Shareholders who wish to avail the opportunity are requested to contact our Registrar and Share Transfer Agent (RTA) i.e. M/s C. B. Management Services Pvt. Ltd, Rasoi Court, 20 R N Mukherjee Road, Kolkata 700001.

The Company's website, **www.centuryextrusions.com**, has been updated with the details regarding the opening of this special window and further updates, if any, shall be uploaded therein.

For Century Extrusions Limited
Rajan Singh
Company Secretary
Membership No. : A35350
Date : July 22, 2025
Place: Kolkata

মারদা কমার্শিয়াল অ্যান্ড হোল্ডিংস লিমিটেড

রেজি. অফিসঃ ১১, ক্রুকড লেন, প্রথম তলার রুম নং ৭ থানা- হেয়ার স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০০৬৯
কর্পোরেট অফিসঃ ৮১, ফাংশনাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট পাটপরগঞ্জ, দিল্লি ১১০০৯২
CIN: L65929WB1990PLC048280
ওয়েবসাইটঃ **www.mchl.co.in**, ইমেলঃ **info@mchl.co.in**
৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে শেষ হওয়া প্রান্তিকের জন্য অননুমোদিত আর্থিক ফলাফলের সংক্ষিপ্তসার
(শেয়ারের তথ্য বাদে লক্ষ লক্ষ টাকা)

ক্রম নং	বিবরণ	তিন মাস শেষে			বর্ষ শেষে
		৩০।৬।২৫ অনিরীক্ষিত	৩১।৩।২৫ অনিরীক্ষিত	৩০।৬।২৪ অনিরীক্ষিত	৩১।৩।২৫ পরীক্ষিত
১.	কারবার থেকে মোট আয়	৮৮.৮৭	২৩.৩৯	৯৪.১১	১৯৩.৩০
২.	নিট লাভ/ (ক্ষতি) সময়ের জন্য (করের আগে, ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অসাধারণ আইটেম)	৬৬.১৭	০.২১	৫৫.১৭	৮৪.৫৪
৩.	নিট লাভ/ (ক্ষতি) সময়ের জন্য (কর পূর্ববর্তী, ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অসাধারণ আইটেম পরে)	৬৬.১৭	০.২১	৫৫.১৭	৮৪.৫৪
৪.	নিট লাভ/ (ক্ষতি) সময়ের জন্য (কর পরবর্তী, ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অসাধারণ আইটেম পরে)	৫৮.৮২	৩৪.৭৯	৪৭.৮৫	৯৯.৪৪
৫.	এই সময়ের জন্য মোট বিস্তৃত আয় [এই সময়ের লাভ /(ক্ষতি)(করের পরে) এবং অন্যান্য বিস্তৃত আয় (করের পরে) অন্তর্ভুক্ত]	৫৮.৮২	৩৪.৭৯	৪৭.৮৫	১৪৬.২১
৬.	ইকুইটি শেয়ার মূলধন	১,০০০.০৬	১,০০০.০৬	১,০০০.০৬	১,০০০.০৬
৭.	সংরক্ষণ (পুনর্মূল্যায়নের রিজার্ভ বাদে)	-	-	-	৪,৬২৯.৫৩
৮.	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি মুখ্য মূল্য ১০ টাকা, ত্রৈমাসিক পরিসংখ্যানের জন্য বার্ষিক নয়)				
	(ক) মূল (টাকা)	০.৫৯	০.৩৫	০.৪৮	০.৯৯
	(খ) মিশ্র (টাকা)	০.৫৯	০.৩৫	০.৪৮	০.৯৯

নোট ঃ
উপরোক্ত অ-নিরীক্ষিত স্বতন্ত্র আর্থিক ফলাফলগুলি অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা এবং সুপারিশ করা হয়েছে এবং ২২ জুলাই, ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত পরিচালনা পর্ষদের সভায় অনুমোদিত হয়েছে এবং কোম্পানির সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষকদের দ্বারা সীমিত পর্যালোচনার আওতায় রয়েছে।
উপরোক্তটি SEBI (তালিকাবদ্ধ বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ এর ৩৩ নং রেগুলেশনের অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফর্ম্যাটের একটি উদ্ধৃতি। ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জ ওয়েবসাইট অর্থাৎ 'www.cse-india.com' এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট 'www.mchl.co.in' এ পাওয়া যাবে।

মারদা কমার্শিয়াল অ্যান্ড হোল্ডিংস লিমিটেড
দৌলত রাম আগরওয়াল
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর
DIN:00586956
স্থান- নিউদিল্লি
তারিখ- ২২।০৭।২০২৫

ভারত-পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের দ্বন্দ্বে ঢাকায় এসিসি সভার স্থান পরিবর্তনের দাবি

নয়াদিল্লি, ২২ জুলাইঃ এশিয়া কাপ ২০২৫ নিয়ে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে ক্রিকেটীয় দ্বন্দ্ব নতুন মাত্রা পেয়েছে। এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের (এসিসি) বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) আগামী ২৪-২৫ জুলাই ঢাকায় অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ভারতীয় ক্রিকেট নিয়ন্ত্রণ বোর্ড (বিসিসিআই) এই সভার স্থান ঢাকা থেকে পরিবর্তনের দাবি জানিয়েছে, এবং এই দাবিতে তাদের সমর্থন দিয়েছে শ্রীলঙ্কা ও আফগানিস্তানের ক্রিকেট বোর্ড। এই ঘটনা এশিয়া কাপের ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি করেছে, যা ক্রিকেট বিশ্বে ব্যাপক আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে। বিসিসিআইয়ের দাবির পেছনে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে কূটনৈতিক উত্তেজনা একটি বড় কারণ। এই কূটনৈতিক টানাপোড়েনের কারণে বিসিসিআই ঢাকায় সভায় অংশ নিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে এবং সভার স্থান পরিবর্তনের জন্য এসিসি এবং পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) চেয়ারম্যান মোহসিন নকভির কাছে আনুষ্ঠানিক অনুরোধ জানিয়েছে। কিন্তু নকভি ঢাকায় সভা আয়োজনের বিষয়ে অনড় রয়েছেন।

যশস্বী-শুভমনের কামব্যাক! ২০২৬ টি-টোয়েন্টি এশিয়া কাপে ভারতের সম্ভাব্য স্কোয়াড

মুম্বই, ২২ জুলাইঃ আগামী বছর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। সে কারণেই এ বারের এশিয়া কাপও এই ফরম্যাটে হওয়ার কথা। যদিও এশিয়া কাপ নিয়ে জটিলতা চলছে। ভারতের মাটিতে হওয়ার কথা টুর্নামেন্ট। পাকিস্তানের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের জেরে ভারত এই টুর্নামেন্ট থেকে নামও তুলে নিতে পারে। প্রয়োজনে সে সময় কোনও দ্বিপাক্ষিক সিরিজও আয়োজন করতে পারে ভারতীয় বোর্ড। তবে যদি এশিয়া কাপ ঠিকঠাক মতো এগোয় এবং ভারত খেলে, তাতে কিন্তু বিশ্বকাপের প্রস্তুতিতেই নজর থাকবে। তার স্কোয়াড দেখে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের চিত্রটাও পরিস্কার হবে। কী হতে পারে এশিয়া কাপের স্কোয়াড? এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের সভা হওয়ার কথা ঢাকায়। যদিও বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে মিটিংয়ের ভেনু পরিবর্তনের কথাও বলেছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। আগামী মাসে ভারতীয় ক্রিকেট দলের বাংলাদেশ সফরও বাতিল করা হয়েছে। এখনও অবধি ঠিক হয়েছে, এই সফর হবে আগামী বছর। এশিয়া কাপ যদি হয় এবং ভারত যদি অংশগ্রহণ করে, স্কোয়াডে বড় প্রত্যাবর্তন হতে পারে। ভারতীয় টেস্ট দলের ক্যাপ্টেন শুভমন গিল এবং নিয়মিত ওপেনার যশস্বী জয়সওয়াল। তবে একঝাঁক তরুণ ক্রিকেটারের উত্থানে টি-টোয়েন্টি স্কোয়াডে জায়গা করে নেওয়া কঠিন হয়েছে। গত কয়েকটি সিরিজে দেখা গিয়েছে সূর্যকুমার যাদবের নেতৃত্বাধীন টি-টোয়েন্টি স্কোয়াডে ওপেনার হিসেবে জায়গা করে নিয়েছেন অভিষেক শর্মা ও সূর্যকুমার যাদব। তিনে তিলক ভার্মা এবং চারে ক্যাপ্টেন স্কাই নিজে। তবে এশিয়া কাপ এবং বিশ্বকাপের ভাবনায় স্কোয়াডে আসতে পারেন শুভমন গিল ও যশস্বী জয়সওয়াল। ভবিষ্যতের কথা ভেবে শুভমনকে ভাইস ক্যাপ্টেন্সিও দেওয়া হতে পরে।

যা হতে পারে ভারতের স্কোয়াড-সূর্যকুমার যাদব (ক্যাপ্টেন), অভিষেক শর্মা, যশস্বী জয়সওয়াল, শুভমন গিল (ভাইস ক্যাপ্টেন), রিঙ্কু সিং, হার্দিক পান্ডিয়া, ধ্রুব জুরেল, ঈশান কিষাণ, ওয়াশিংটন সুন্দর, অক্ষর প্যাটেল, বরুণ চক্রবর্তী, জসপ্রীত বুমরা, অর্শদীপ সিং, মহম্মদ সিরাজ, হর্ষিত রানাপ্রসিধ কৃষ্ণা।

ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে ভারত কোনদিন টেস্ট জেতেনি

রানা সেনগুপ্ত

মুরলী বিজয় ০, গৌতম গম্ভীর ৪, চেতেশ্বর পূজারা ০, বিরাট কোহলি ০, রবীন্দ্র জাদেজা ০, ভুবনেশ্বর কুমার ০, বরুণ অ্যারন ১, পঙ্কজ সিং ০। ভারতের রান ১৫২। আজিঙ্কা রাহানে ২৪, মহেন্দ্র সিংহ ধোনি ৭১ আর রবিচন্দ্রন অশ্বিন ৪০-এর সৌজন্যে। ১, ২, ৩ ও ৪ নম্বর উইকেট পতনের সময় স্কোরবোর্ডে ৮-এর বেশি ওঠেনি। ইংল্যান্ড বনাম ভারত সিরিজের চতুর্থ টেস্ট ছিল সেটা। ২০১৪ সালের কথা। ইংল্যান্ড করলো ৩৬৭-৯। ইয়ান বেল ৫৮, জো রুট ৭৭ আর জস বাটলারের ৭০ ছিল বলার মত স্কোর। ভুবি আর বরুণ অ্যারন ৩টি করে উইকেট পান। দ্বিতীয় ইনিংসেও ভারতের ব্যাটিং বিপর্যয়ের মুখে রান উঠলো ১৬১। রবি অশ্বিনের ৪৬ আর ধোনির ২৭, ছাড়া বলার মত রান কেউ পাননি। আজ থেকে ১১ বছর আগে ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে ভারত হেরেছিল ইনিংস ও ৫৪ রানে। শুধু মাত্র এই তথ্যটাই দলের বর্তমান হেড কোচ গৌতমের রাতের ঘুম কেড়ে নেবার পক্ষে যথেষ্ট! ১৯৩৬ থেকে ২০১৪ পর্যন্ত ৭৮ বছরে ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে ভারত খেলেছে ৯টি টেস্ট। তার মধ্যে ৫টি ড্র করছে। হেরেছিল যে ৪টিতে, প্রত্যেকটিতেই শোচনীয় ভাবে। ১৯৫২ সালে ইনিংস ও ২০৭ রানে, ১৯৫৯ সালে ১৭১ রানে, ১৯৭৪ সালে ১১৩ রানে। ২০১৪-র ফলাফলও ইনিংসে হেরে। অর্থাৎ, হেডিংলে ও লর্ডসে হেরে ১-২ এ পিছিয়ে, ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে নামা ভারতের বিরুদ্ধে রেকর্ডই প্রতিকূল! এখানে জিতে সিরিজে সমতা ফেরান যে মোটেই সহজ হবে না, সেটা বলতে ক্রিকেট বিশেষজ্ঞ না হলেও চলে। তার ওপর ভারতীয় শিবিরে চোট আঘাতের জেরে এই টেস্টে এজবাস্টনের অনেক সফল ব্যাটার বা বোলার খেলতে পারবেন না বলেই খবর। অর্থাৎ, এখানে আমরা খুব বেশি হলে টেস্ট ড্র করতে পারি। যা আমরা এখানে কৃতিত্বের সঙ্গে করেছিলাম ১৯৩৬, ৪৬ ও ১৯৭১ সালে। মানে, এখানে ড্র মানে ভারতের পক্ষে বড়জোর এবারের ইংল্যান্ড সিরিজ সমান সমান করা যেতে পারে, যদি গিলের দল কিংস্টন ওভালের পঞ্চম তথা শেষ টেস্ট জিততে পারে। ১৯৭১ এই মাঠে অজিত ওয়াদেকারের নেতৃত্বে ভারত ইংল্যান্ডকে ৪ উইকেটে হারিয়ে প্রথমবারের মত সে দেশের বুকে সিরিজ জেতে। অর্থাৎ এজবাস্টন আর ওল্ড ট্র্যাফোর্ডের মত এখানে ভারত কোনদিন টেস্টে জেতেনি, সে কথা বলা যাবে না। ইতিমধ্যেই অনেকে বলতে শুরু করেছেন, আগে ভারতীয় দল তো কোনদিন এজবাস্টনে জেতেনি, এবার যখন জিতেছে, তখন ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে জিতবে না কেন? মনে রাখতে হবে, এজবাস্টনে ইংল্যান্ড চতুর্থ ইনিংসে ব্যাট করেছিল। ভারতের ব্যাটারেরা দুটো ইনিংসেই ইচ্ছে মত রান করতে পেরেছে। মোট ১০১৪ রান। প্রথম ইনিংসে এমনকি জাদেজা ৮২, সুন্দর ৪২ করেছিল। সিরাজ ও আকাশ দীপ যথাক্রমে দুটি ইনিংসে যথাক্রমে মোট ৭ ও ১০ উইকেট পেয়েছিলেন। লর্ডসে কিন্তু দুজনেই ছন্দে ছিলেন না। দুজনের মোট সংগ্রহ ৫ উইকেট। চোটের জন্য আকাশ দীপ দলের বাইরে থাকবে, এমনই খবর। তাঁর জায়গায় নাকি অভিষেক হবে অংশুল কম্বোজের। তিনি ঘরোয়া ক্রিকেটে সফল। কিন্তু ঘরের মাঠে দারুন সফল করুণ নায়ারের ব্যর্থতা কি ভয় দেখাচ্ছে না? ফলে ভারতের সামনে ওল্ড ট্র্যাফোর্ড টেস্টের আগে সমস্যা সমুদ্র। জয় পেতে গেলে সমস্যার সমুদ্রের বিপুল সংখ্যক ঢেউ, তিমি, হাঙরের বিরুদ্ধে দারুন লড়তে হবে তরুণ ভারতীয় দলকে।

ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে ফারুক ইঞ্জিনিয়ার ও ক্লাইভ লয়েডের নামে স্ট্যান্ড

ম্যাঞ্চেস্টার, ২২ জুলাইঃ ইংল্যান্ড-ভারত চলতি টেস্ট সিরিজের চতুর্থ ম্যাচটি বুধবার থেকে শুরু হবে ইংল্যান্ডের ঐতিহাসিক ওল্ড ট্র্যাফোর্ড গ্রাউন্ডে। এই টেস্ট চলাকালীন বিশেষ ভাবে সম্মান জানানো হবে ক্রিকেটের দুই কিংবদন্তিকে। ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে উদ্বোধন করা হবে ভারতের প্রাক্তন উইকেটরক্ষক ফারুক ইঞ্জিনিয়ার এবং কিংবদন্তি ওয়েস্ট ইন্ডিজ অধিনায়ক ক্লাইভ লয়েডের নামে স্ট্যান্ড। এই সম্মান দুই মহাতারকাকে দেবে তাঁদের প্রাক্তন কাউন্টি দল ল্যাঙ্কাশায়ার। জানা গিয়েছে, ২৩ জুলাই থেকে শুরু হতে যাওয়া ভারত ও ইংল্যান্ডের মধ্যে চতুর্থ টেস্টের প্রথম দিনে এই স্ট্যান্ড-নামকরণ অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হতে পারে। সেই অনুষ্ঠানে থাকতে পারেন ভারতীয় ক্রিকেটের কর্নেল দিলীপ ভেঙ্গসরকার ও বিসিসিআইয়ের শীর্ষ কর্তারা। ইংল্যান্ড ক্রিকেটের একজন আধিকারিক বলেছেন, এটি উভয় কিংবদন্তির জন্যই একটি উপযুক্ত এবং সম্মানজনক পদক্ষেপ। ১৯৬৮ থেকে ১৯৭৬ সালের মধ্যে ল্যাঙ্কাশায়ারের হয়ে ১৭৫টি ম্যাচ খেলে ফারুখ ইঞ্জিনিয়ার করেছেন ৫৯৪২ রান। সেই সঙ্গে রয়েছে ৪২৯টি ক্যাচ এবং ৩৫টি স্টাম্পিং। ফারুক এই দলে যোগ দেওয়ার আগে ল্যাঙ্কাশায়ার ১৫ বছর ধরে কোনও বড় খেতাব জিততে পারেনি। তবে তাঁর সময়ে দলটি ১৯৭০ থেকে ১৯৭৫ সালের মধ্যে চারবার জিলেট কাপ জিতেছিল। দুইবারের ওডিআই বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক ক্লাইভ লয়েড ল্যাঙ্কাশায়ারের সঙ্গে প্রায় দুই দশক কাটিয়ে দলের খেলায় বিপ্লব ঘটিয়েছিলেন। তিনি ১৯৭০-এর দশকে বিদেশি খেলোয়াড় হিসাবে ক্লাবটিতে যোগ দিয়েছিলেন। ৮৭ বছর বয়সি ফারুক ইঞ্জিনিয়ার ম্যানচেস্টারকে তাঁর স্থায়ী বাসস্থান করে নিয়েছেন। তিনি ক্লাবের ওয়েবসাইটে একটি পুরনো সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, 'ওল্ড ট্র্যাফোর্ড একটি দুর্দান্ত জায়গা, লোকেরা আমাদের দেখতে দূর-দূরান্ত থেকে আসত। ড্রেসিংরুম থেকে আমরা ওয়ারউইক রোড রেলওয়ে স্টেশন দেখতে পেতাম। ম্যাচের আগে জনতা ট্রেন থেকে নেমে আসত, উত্তেজিত কণ্ঠস্বর এবং হাসিতে গর্জন করত। আমাদের লকারগুলি অটোগ্রাফ এবং পার্টির আমন্ত্রণপত্রে ভরে যেত। ক্লাইভ লয়েড, হ্যারি পিলিং, পিটার লেভার এবং কেন শাটলওয়ার্থের মতো নামগুলি শহরের আলোচনার বিষয় ছিল। আমরা সেই যুগের সবচেয়ে বিখ্যাত ওয়ানডে দল হয়ে উঠেছিলাম।'

আইলিগের বিদেশি ফরোয়ার্ড স্ট্যানিসাভিচকে দলে টানতে মরিয়া ওড়িশা

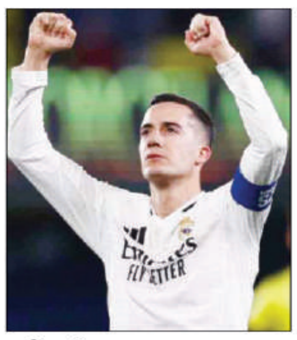

ভুবনেশ্বর, ২২ জুলাইঃ গত সিজনে আশানুরূপ পারফরম্যান্স থাকেনি ওড়িশা এফসির। পরাজিত হতে হয়েছিল আইএসএলের টানা দুইটি ম্যাচ। যা ব্যাপকভাবে হতাশ করেছিল সমর্থকদের। কিন্তু সময় এগোনোর সাথে সাথেই ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করেছিল একবারের সুপার কাপ জয়ী এই ফুটবল দল। গত বছরের শেষের দিকে কলকাতা ময়দানের অন্যতম প্রধান তথা মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের বিপক্ষে অমীমাংসিত ফলাফলে ম্যাচ শেষ করলেও এই বছর থেকেই একেবারে দুরন্ত ছন্দে ধরা দিয়েছিল সার্জিও লোবেরার ছেলেরা। সহজেই তাঁরা পরাজিত করেছিল মানোলো মার্কুয়েজের ছেলেদের। যারফলে দেশের প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগের চ্যাম্পিয়নশিপে ফেরার সুযোগ চলে এসেছিল মুর্তাজা ফলদের কাছে। কিন্তু জয়ের ধারা বজায় রাখতে গিয়ে হিমসিম খাওয়ার মতো পরিস্থিতি দেখা দিয়েছিল ফুটবলারদের। তারপর চেন্নাইয়িন এফসির সঙ্গে পয়েন্ট নষ্ট করতে হলেও ঘুরে দাঁড়াতে খুব একটা সমস্যা হয়নি ওড়িশার। তাঁরা আটকে দিয়েছিল আদ্রিয়ান লুনাদের দলকে। সেই ছন্দ বজায় ছিল কর্নাটকের শক্তিশালী ফুটবল ক্লাব বেঙ্গালুরু এফসির বিপক্ষে। যেটা নিঃসন্দেহে আত্মবিশ্বাস বাড়িয়েছিল গোটা দলের। কিন্তু এই ধারাবাহিকতা বজায় রেখে জন আব্রাহামের ডুরান্ড জয়ী নর্থইস্ট ইউনাইটেডের বিপক্ষে তিন পয়েন্ট নিশ্চিত করার লক্ষ্য থাকলেও সেটা বাস্তবায়িত হয়নি। এক পয়েন্ট নিয়েই খুশি থাকতে হয়েছিল জগন্নাথের রাজ্যের এই দলকে। তবুও লিগের শেষ ম্যাচ পর্যন্ত লড়াই করেছিল এই দল। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। ছিটকে যেতে হয়েছিল টুর্নামেন্ট থেকে। তারপর কলিঙ্গ সুপার কাপে প্রভাব ফেলার লক্ষ্য থাকলেও পাঞ্জাব এফসির কাছে ধাক্কা খেয়ে প্রথম ম্যাচেই বিদায় নিয়েছিল ওড়িশা। বছর কয়েক আগে এই সর্বভারতীয় ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেললে ও গতবার ছিটকে যেতে হয়েছিল প্রথম ম্যাচেই। তবে এই সব এখন অতীত। নয়া সিজনে সাফল্য নিশ্চিত করাই এখন প্রধান লক্ষ্য ম্যানেজমেন্টের। সেইমতো এবার তাঁদের নজর গিয়ে পড়েছে মন্টিনিগ্রোর এই দাপুটে ফরোয়ার্ডের দিকে। তিনিসিনিসা স্ট্যানিসাভিচ। শেষ মরসুমে দক্ষিণের শক্তিশালী ফুটবল ক্লাব গোকুলাম কেরালার হয়ে খেলতে দেখা গিয়েছিল বছর তিরিশের এই তারকাকে। গত মে মাসেই তাঁর সঙ্গে চুক্তি শেষ হয়ে গিয়েছিল গোকুলামের। মনে করা হচ্ছে এবার তাঁকেই হয়তো দলে টানবে ওড়িশা।

নির্বাচনী আবহে বিতর্কের ঘনঘটা বঙ্গ ক্রিকেটের অন্দরে, চলছে চিঠির লড়াই

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ জুলাইঃ সেপ্টেম্বরেই হয়তো সিএবির বার্ষিক সাধারণ সভা। আর সেই নির্বাচনী আবহেই সিএবিতে এখন আইনি চিঠির যুদ্ধ। একের পর এক পত্রবোমা। সময় যত এগিয়ে আসছে, ততই সেই উত্তাপ বাড়ছে। আর এই আইনি চিঠির যুদ্ধে বিতর্কে পুড়ছে বঙ্গ ক্রিকেট। কয়েকদিন আগেই সিএবির যুগ্মসচিব দেবব্রত দাস আর কোষাধ্যক্ষ প্রবীর চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে আর্থিক লেনদেনের অভিযোগ জমা পড়েছিল সিএবির ওম্বুডসম্যানের কাছে। সভাপতির কাছেও জমা পড়ে অভিযোগপত্র। দেবব্রত দাসের ঘুষ নেওয়ার মারাত্মক অভিযোগ জমা পড়েছে। টাকা নয়ছয়ের অভিযোগ করেছে দেবব্রত দাসের ক্লাব টাউন। প্রবীর চক্রবর্তী এপিসোড গড়িয়েছে আলিপুর আদালতে। সিএবি কোষাধ্যক্ষর বিরুদ্ধে টাকা আত্মস্যাতের অভিযোগ করেছে উয়াড়ি ক্লাব। যে ঘটনা মোটেই স্বস্তি দেয়নি বঙ্গ ক্রিকেটকে। ওম্বুডসম্যানের ঘরে একদফা শুনানি হয়ে গেলেও, চরম সিদ্ধান্ত কিছু নেওয়া হয়নি। এবার এক সপ্তাহের ব্যবধানে জোড়া পত্রবোমা সিএবিতে। আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে স্টেডিয়াম কমিটির সদস্য অম্বরীশ মিত্রর বিরুদ্ধে। বেঙ্গল প্রো টি-২০ লিগ কমিটির সদস্যও ছিলেন এই অম্বরীশ। ইস্টার্ন রেলেরই অন্যতম ক্লাব নেতাজি সুভাষ ইনস্টিটিউটের হয়ে সিএবিতে প্রতিনিধিত্ব করেন তিনি। বিভিন্ন ক্লাবে খেলানোর নাম করে, উঠতি ক্রিকেটারদের কাছ থেকে লক্ষাধিক টাকা ঘুষ নেওয়ার অভিযোগ করা হয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। অভিযোগকারী আইনজীবী সুমন কীর্তনিয়া পাঁচ পাতার চিঠি জমা দেন সিএবির সভাপতি ও সচিবের কাছে। সেই অভিযোগপত্রের প্রতিলিপি পাঠানো হয় সিএবি ওম্বুডসম্যান, এথিক্স অফিসার, অ্যাপেক্স কাউন্সিলের সদস্যদের কাছেও। ইস্টার্ন রেলের শিয়ালদহ শাখায় কর্মরত অম্বরীশের বিরুদ্ধে এই অভিযোগপত্র পাঠানো হয় রেলের ৯ জন উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের কাছেও। এমনকি অম্বরীশের হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাটের স্ক্রিনশটও প্রকাশ্যে এনেছেন আইনজীবী সুমন কীর্তনিয়া। অভিযোগ, নিজেকে প্রভাবশালী নির্বাচক হিসেবে পরিচয় দিয়ে সিএবির বয়সভিত্তিক দলে ক্রিকেটারদের অর্থের বিনিময়ে ঢুকিয়েছেন তিনি। সিএবি যুগ্মসচিব দেবব্রত দাসের ছেলে তথা টাউন ক্লাবের সচিব দেবানিক দাসের নামও উঠে এসেছে। অভিযোগ জমা পড়ল সিএবির অ্যাপেক্স কাউন্সিলের সদস্য মহাদেব চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে। তথ্য গোপন করার অভিযোগে সিএবির ওম্বুডসম্যানের কাছে চিঠি দিয়েছেন লেকটাউনের ক্রিকেট অনুরাগী শ্যামল দাস। সেই চিঠির প্রতিলিপি পাঠানো হয়েছে সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়, সচিব নরেশ ওঝা আর কলকাতা পুলিশ ক্লাবের সচিবের কাছে। পুলিশ কর্তা মহাদেবের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি লোধা কমিশনের নিয়মকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে, সিএবির গঠনতন্ত্র ভেঙেছেন। কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা দফতরের এসিপি (ওএসডি) থাকা অবস্থায় সিএবির অ্যাপেক্স কাউন্সিলের সদস্য হয়েছেন। অভিযোগ, অ্যাপেক্স কাউন্সিলে মনোনয়ন জমা দেওয়ার সময় তিনি যে সরকারি কর্মচারী তা হলফনামায় গোপন করে যান। সিএবির গঠনতন্ত্র অনুযায়ী, কোনও সরকারি কর্মচারী স্পোর্টস কোটায় নিযুক্ত হলে তবেই সেই ব্যক্তি অ্যাপেক্স কাউন্সিলের সদস্য বা সিএবির পদাধিকারী হতে পারেন। উপযুক্ত তদন্তের আর্জি জানিয়েই সিএবিতে চিঠি জনৈক শ্যামল দাসের। প্রয়োজনে ফৌজদারি পদক্ষেপ নেওয়ার আবেদনও জানিয়েছেন তিনি। ক্লিনচিট পেতে মহাদেব এখন যথোপযুক্ত নথি পেশ করবেন কিনা সেটা সময়ই বলবে। সেপ্টেম্বরে সিএবির বার্ষিক সাধারণ সভা। আপাতত সেটাকে মাথায় রেখেই ঘুটি সাজাচ্ছে সিএবির শাসক আর বিরোধী দুই শিবির। ঘোলা জলে মাছ ধরতে নেমেছেন তাবড় তাবড় কর্তারা। আর তাতেই অভিযোগ, পাল্টা অভিযোগ জমা পড়ছে সিএবির অন্দরে। এমনটাই মনে করছে বঙ্গ ক্রিকেটমহল।

ডুরান্ড কাপের ইতিহাসে জানুন কলকাতা ময়দানের তিন প্রধানের গৌরবকথা

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

১৩৪তম বর্ষে পদার্পণ করেছে এশিয়ার প্রাচীনতম ফুটবল টুর্নামেন্ট ডুরান্ড কাপ। ভারতের ফুটবল ইতিহাসে যার গৌরবময় অবস্থান, সেই ঐতিহ্যবাহী আসরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে রয়েছে কলকাতার তিন প্রধান ক্লাব মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল ও মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব।

● স্বাধীনতার আগে শুরু সাফল্যের পথচলা

১৯১১তে মোহনবাগানের ঐতিহাসিক আইএফএ শিল্ড জয় যতটা আবেগের প্রতীক। ১৯৪০ সালে মহামেডান স্পোর্টিংয়ের ডুরান্ড কাপ জয় ততটাই সাহসিকতার নিদর্শন। তখন ব্রিটিশ সেনা দলের আধিপত্যে থাকা এই টুর্নামেন্টে রয়্যাল ওয়ারউইকশায়ার রেজিমেন্টকে হারিয়ে দেশের প্রথম স্বাধীনচেতা ক্লাব হিসেবে ডুরান্ড কাপ ঘরে তোলে সাদা-কালো জায়ান্টরা। স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে এই জয় ছিল দেশের খেলাধুলা জগতে এক উজ্জ্বল অধ্যায়। ১৯২৫ সালে, মোহনবাগান ক্লাব হয় প্রথম অসামরিক দল যাদের ব্রিটিশ সেনাবাহিনী সম্মানজনকভাবে আমন্ত্রণ জানায় ডুরান্ডে। সেমিফাইনাল পর্যন্ত পৌঁছলেও ফাইনালে ওঠা হয়নি। তবু শুরু হয়েছিল কলকাতার ক্লাবগুলির ডুরান্ডে জয়ের অভিযান।

● স্বাধীনতার পর আধিপত্য মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের

স্বাধীনতার পর ডুরান্ড কাপ হয়ে ওঠে ভারতের জাতীয় ফুটবল মরসুমের অন্যতম মুখ্য টুর্নামেন্ট। এই সময়েই মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল নিজেদের মধ্যে চূড়ান্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়ে তোলে। ইস্টবেঙ্গল প্রথমবার চ্যাম্পিয়ন হয় ১৯৫১ সালে। টানা দু'বার তারা খেতাব ধরে রাখে। অন্যদিকে, মোহনবাগান প্রথমবার শিরোপা জেতে ১৯৫৩ সালে। দুই ক্লাবই পরবর্তী কয়েক দশকে ডুরান্ড কাপ জয়ের হ্যাটট্রিক করে। মোহনবাগান দু'বার, ইস্টবেঙ্গল একবার।

● চিরপ্রতিদ্বন্দ্বিতা ও ঐতিহাসিক ফাইনাল

ডুরান্ড কাপ মানেই কলকাতা ডার্বি। বহুবার এই ডার্বি হয়েছে ফাইনালে। ১৯৬০ প্রথমবার দুই ক্লাব যুগ্ম চ্যাম্পিয়ন হয়, কারণ ম্যাচের কোন ফলাফল নির্ধারিত হয়নি। ১৯৭০ সালে ইস্টবেঙ্গল মোহনবাগানকে হারিয়ে জিতলে, ১৯৬৪ ও ২০২৩ সালে জয়ের হাসি হেসেছে মোহনবাগান। মহামেডান এসসিও পিছিয়ে নেই। ছয়বার ফাইনালে উঠে ১৯৪০ ও ২০১৩ সালে জিতেছে। ১৯৫৯ ও ১৯৮০ সালে ফাইনালে মোহনবাগানের কাছে হারে।

● শহর ছাড়িয়ে উত্তর-পূর্ব ভারতের উত্থান

২০১৯ সালে ডুরান্ড কাপ স্থানান্তরিত হয় দিল্লি থেকে কলকাতায়। ২০২২ সাল থেকে টুর্নামেন্ট ছড়িয়ে পড়ে পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব ভারতের একাধিক শহরে। মণিপুর, মিজোরাম, মেঘালয়, ওড়িশার মতো রাজ্যগুলি থেকে উঠে আসছে একঝাঁক প্রতিভাবান ফুটবলার। নাওরেম মহেশ, লালিয়ানজুয়ালা, সুরেশ সিং, উদান্ত সিং, বিপিন সিং এঁরা সবাই এই অঞ্চল থেকে উঠে আসা জাতীয় তারকা। তবু, ডুরান্ড কাপে কলকাতার তিন প্রধানের জয়গাথা চিরকাল অবিস্মরণীয় থাকবে। মোহনবাগান ৩০ বার ফাইনালে উঠে ১৭ বার জিতেছে। ইস্টবেঙ্গল ২৭ বার ফাইনালে পৌঁছে ১৬ বার ট্রফি জিতেছে। তিন প্রধান মিলিয়ে প্রায় ৪০ বারেরও বেশি চ্যাম্পিয়নশিপ জয়, যা ভারতীয় ফুটবলে একটি অনন্য নজির।

● কিংবদন্তি ফুটবলারের উত্থান

ডুরান্ড কাপে জন্ম নিয়েছেন বহু কিংবদন্তি। ১৯৭৬ সালে মোহনবাগানের উলগানাথন প্রথম হ্যাটট্রিক করেন ফাইনালে। ১৯৯৩ সালে বিএসএফের বিরুদ্ধে বাইসাইকেল কিকে গোল করে আত্মপ্রকাশ করেন বাইচুং ভুটিয়া। ২০০২ সালের দিল্লির সিটি ক্লাবের হয়ে গোল করে জাতীয় মঞ্চে নিজের উপস্থিতি জানান সুনীল ছেত্রী। বর্তমানে আইএসএল মরসুমের আগে ডুরান্ড কাপ হয়ে উঠেছে প্রস্তুতির আদর্শ মঞ্চ। তবে প্রস্তুতির বাইরেও, এই টুর্নামেন্ট আজও নিজের ঐতিহ্য ও আভিজাত্য ধরে রেখেছে। কলকাতার তিন প্রধানের অংশগ্রহণেই টুর্নামেন্ট পায় প্রাণ। প্রতি বছর ডুরান্ড মানেই বাংলার ফুটবলপ্রেমীদের মধ্যে নতুন আবেগ, পুরনো স্মৃতিচারণ এবং ভবিষ্যতের স্বপ্ন বুনন।

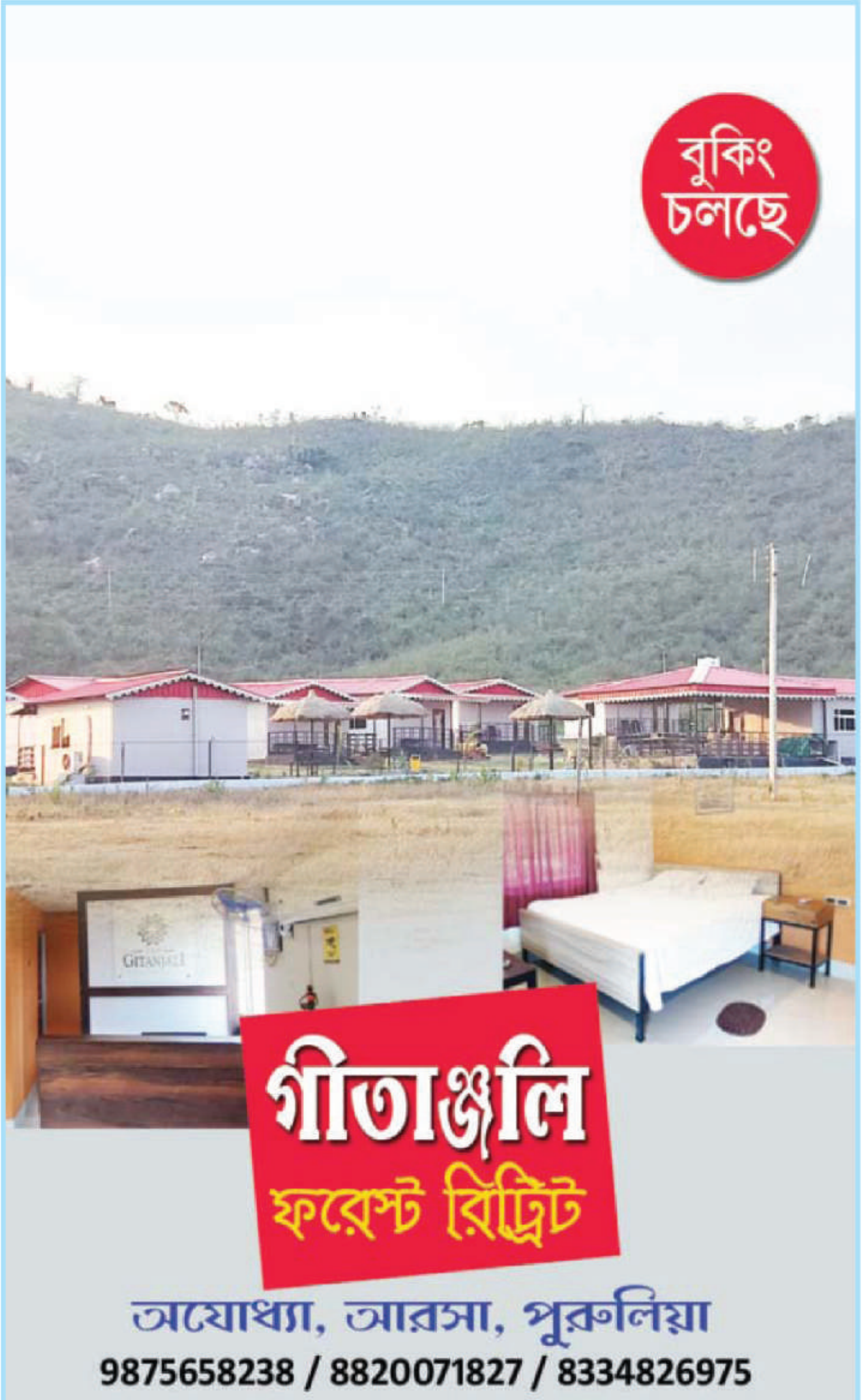

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com